৪র্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। অক্টোবর, ১৮৮৫।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১৮৮৫।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দম্পতির পত্রাবলী Correspondence between a Converted Husband and His Hindu Wife by a Lady. কলিকাতা চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত। পত্রগুলি প্রথমে আর্য্যাদর্পণে বাহির হইয়াছিল, এখন পুস্তকাকারে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হিন্দু কামিনীগণের শিক্ষার উপযোগী। ইহা হইতে অনেক ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ভাষা সরল ও সময়ে সময়ে সরস হইয়াছে নমুনা স্বরূপ একটুকু উদ্ধৃত হইল; "পরমেশ্বর মহীয়ান রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু; আমরা অধম ধূলিবৎ কীট, আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম? তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব আমাদিগের ধারণা শক্তির সমযোগী না করিতেন, তাহা হইলে আমরা সসীম মস্তিষ্কে কখনই অসীমকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। তাই বলিয়া যে তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব লুপ্ত করেন তাহা নয়, বরং ইম্মানুয়েল অর্থাৎ মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বর এই নামে পবিত্র নিষ্কলঙ্ক দেহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবতার হয়েন!" ৫৩ পৃষ্ঠা। আমাদের অনুরোধ জানানা শিক্ষয়িত্রীগণ যেন এই পুস্তক খানি ক্রয় করেন। মূল্য অতি অল্প, এক আনা মাত্র।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

আমরা জানানা মিশন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি পত্র পাইয়াছি সে সকল স্থানাভাবে এবার ছাপা হইল না, বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। পত্রপ্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকবর্গকে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি তাঁহারা আপনাদের স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহক দুই তিন বৎসরের মূল্য পাঠান নাই একবারে না পারেন দুই বারে পাঠাইলেই হইবে। যাঁহারা গত বৎসরের মূল্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরিতের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। সকলের সুবিধার জন্য বাৎসরিক মূল্য এক টাকা মাত্র ধার্য্য করা গিয়াছে। আমরা পাঠকদের ভদ্রতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি যদি টাকা চাহিবার সময় তাঁহারা এ ওজর ও ওজর করেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

শ্রীবরদাচরণ ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

..দ আলীর লেন।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন ।)

৪র্থ খণ্ড ।] অক্টোবর ১৮৮৫ । [১ম সংখ্যা ।

পাঠকের প্রতি।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গবন্ধু-জীবনের তিন বৎসর কাটিয়া গেল। যতই বয়স ...তেছে, ততই স্বভাবতঃ বঙ্গ-... প্রতি আমাদের স্নেহ মমতা ...তেছে। বঙ্গবন্ধু ভাল হউক, মন্দ ...ক, অপরে সুতীক্ষ্ণ ভাবে বিচার করিবেন, সে ভার আমরা নিজে লইতে পারিনা। আমরা অন্য চক্ষে বঙ্গবন্ধুকে দেখি, আমরা অন্য ভাবে বঙ্গবন্ধুর বিচার করি।

যখন বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়, তখন আমাদের মনে অনেক ভয়, অনেক আশঙ্কা ও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বঙ্গদেশীয় খৃষ্টভক্তদের স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির গুণে এক বৎসরের পর কাগজখানি মারা পড়িবে। ভাবিয়াছিলাম যখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লেখকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত যত খৃষ্টীয়ান মাসিক পত্রিকা অল্প কাল মধ্যেই ইহজীবন ... করিয়াছে, তখন যে ক... জন লোকের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। অনেক ভয়ে আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি সর্ব্বমঙ্গলদাতা অসীম করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কিয়ৎপরিমাণে সফল মনোরথ হইয়াছি। এখন আর হঠাৎ প্রাণনাশের ভয় নাই। এখন আমাদের নিজের সাহস, আদর ও স্নেহ বাড়িয়াছে, ভরসা করি পাঠকেরাও আমাদের অগণ্য দোষ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া বঙ্গবন্ধুকে স্নেহ দৃষ্টি দেখিয়া থাকেন।

সর্ব্বাগ্রে আমরা ঈশ্বরের ধন্যবা

করি। তাঁহার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, যেন বঙ্গবন্ধু দ্বারা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, পাঠক ও কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হন। তাহার পর যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ ও অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। হৃদয়ের সহিত আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি; আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন সেই প্রকার সহানুভূতি বর্ত্তমান বৎসরেও প্রকাশ করেন। অবশেষে আমরা আপনাদের দোষ স্বীকার করিয়া পাঠকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমরা আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতাম না।

এ বৎসর হইতে বঙ্গবন্ধুর সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করা যাইবে। এবার মাসের প্রথম সপ্তাহেই বঙ্গবন্ধু হইবে। পাঠাইতে কিছু ব করা যাইবে না। যিনি সম্পাদক তিনিই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। হাতে নানা প্রকারসাময়িক ও উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধাদিতে বঙ্গবন্ধু পরিপূর্ণ থাকে, ইহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রতিভাশালী সুলেখক বঙ্গবন্ধুতে লিখিতেছেন এবং সর্ব্বদা লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের সমাচার এবার হইতে ভাল করিয়া দেওয়া হইবেক। বালক বালিকাদের জন্য ই এক স্তম্ভ পৃথক রাখা যাইবে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য এই বৎসর হইতে বঙ্গবন্ধুর অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল শুদ্ধ এক টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এই অগ্রিম মূল্য তিন মাসের মধ্যে দেয়। তিন মাসের মধ্যে মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে দেড় টাকা দিতে হইবে।

উপসংহারে পাঠকগণের প্রতি আমাদের নিবেদন তাঁহারা যেন আপনাদের দেয় উপযুক্ত সময়ে পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন; আর যাহাতে বঙ্গবন্ধু পাঠক শ্রেণীর বৃদ্ধি হয় তাহার জন্যও কিছু যত্ন করেন।

হৃদয় রক্ষা।

বিজ্ঞ, বহুদর্শী রাজর্ষি সলোমন অনেক অভিজ্ঞতার পর বলিয়াছিলেন, "অতি যত্ন সহকারে আপন হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উৎস প্রবাহিত হয়।" জগতে যত বিষয় আছে হৃদয় রক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপার। তাহা চক্ষের তারা অপেক্ষা কোমল, সহজেই বিকৃত হইতে পারে। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা শয়তান ও তাহার অনুচরেরা দিবারাত্রি অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অযত্ন নাই, শৈথিল্য নাই, আলস্য নাই। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত, রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সংসার ও ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ আমাদের হৃদয় দুর্গ অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। সাধু বার্ণার্ড বলিয়াছেন, "আমাদের ইন্দ্রিয়গণ

তানের দ্বার স্বরূপ।” অতএব এই হৃদয় রক্ষা করা সামান্য ব্যাপার নহে। লোকের মধ্যেই থাকি, আর বিজনেই থাকি, শত্রুর মধ্যে থাকি অথবা মিত্রের সঙ্গে প্রেমালাপ করি, আমাদের পরম শত্রু আমাদিগকে চিরকাল আপনার দাস ও সেবক করিয়া রাখিতে যাবৎ ন.ই চেষ্টা করিতেছে। তবে আমরা কি করিব? আমাদিগকেও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইবে। দিন চলিয়া যাইতেছে, মাস চলিয়া যাইতেছে, বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু জীবন কেন অপবিবর্ত্তিত, জীবন শূন্য? জীবন-নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত সাগরের দিকে যাইতেছে, তবুও আমরা কেন স্পন্দহীন? ইহার কারণ এই, আমরা ভাবি না, চিন্তা করি না। মনে করি যে সে প্রকারে দিন কাটিয়া গেলেই হইল। কার্য্য, বাক্য ও চিন্তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও ফল কি তাহা ভাবি না। সংসারের স্রোতে কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। হৃদয়কে যদি রক্ষা করিতে হয়, পাপকে যদি দমন করিতে হয়, তাহা হইলে সতর্কতা পূর্ব্বক প্রত্যহ ভাবিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, আমরা কে? কোথায় হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি। ভাবিতে হইবে, এই হৃদয় কাহার জন্য কাহাকে দিয়াছি [illegible] কি দিয়াছি যিনি আপনার বহুমূল্য পার্শ্ব হইতে জল ও রক্তপাত করিয়াছেন, তাঁহাকে কি দিয়াছি যিনি চিরকালের তরে আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন? কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইব (১) জাগ্রত থাকা ও (২) প্রার্থনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। চোর কখন গৃহে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবার জন্য হয় প্রহরী নিযুক্ত করিতে হয়, নয় নিজে জাগ্রত থাকিতে হয়। সতর্ক হইয়া জাগ্রত না থাকিলে চোর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

আমাদের পক্ষে যাহা করা তাহা তো আমরা করিব। কিন্তু সকল কার্য্য সিদ্ধ করিলেও আমরা “অযোগ্য দাস।” আমাদের নিজের বল শক্তি ও সামর্থ্য কিছুই নাই। যতই আমরা আপনাদের দশার বিষয় আলোচনা করিতে থাকিব, ততই দেখিব যে, আমাদের কিছুই শক্তি নাই, সৎ ইচ্ছা ও সদ্বাসনা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা প্রায় পরিণত হয় না।

তবে কি করিব? একটী উপায় মাত্র আছে—খৃষ্টের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর। সেই বিশাল হৃদয় সকল মানব-হৃদয়ের ভার ও দুঃখ ও ক্লেশ বহন করিতে পারে। সেই অনন্ত বিশুদ্ধ হৃদয় তোমার শোক দুঃখ নিজের করিয়া লইবেন। যাঁহারা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে তাঁহারা কখন হতাশ হন নাই, যাঁহারা আপনাদের হৃদয়-রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নরকের দ্বার পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কাতর স্বরে, ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুতাপের সহিত তাঁহাকে বল, “প্রভু, আমি আপনার হৃদয় রক্ষা করিতে অসমর্থ। অনেক পাপ, অনেক পতন দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তুমিতো সর্ব্বদর্শী, তুমি সকলই দেখিতেছ। শত্রু আ-

মাকে ধূলি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করাইয়াছে,কিন্তু তুমি আমাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে এবং আপন গৌরবের সম্মুখে আমাকে নির্দ্দোষ করিয়া মহানন্দে গ্রহণ করিতে পার। তোমাকে আমার হৃদয় সমর্পণ করিলাম, তুমি যাহা আদেশ করিয়াছ, তাহা পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব বটে,কিন্তু সমস্ত ভার তোমারই উপরে। রক্ষাকর্ত্তা, আমাকে রক্ষা কর।"

প্রভুর দিন।

"প্রভুর দিনে কোন খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা আবশ্যক বোধে আপন ক্ষেত্রে হাল কর্ষণ, বীজ বপন করিলে তাহার বিশ্রামবার লঙ্ঘন করা হয় কি না" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের এক জন পাঠক আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের প্রভু বলিয়াছেন "বিশ্রামবার মনুষ্যের জন্য, মনুষ্য বিশ্রামবারের জন্য নয়।" আমাদের বোধে বিশ্রামবার পালন করা কাহাকে বলে,তাহা অগ্রে ঠিক জানা আবশ্যক। ঠিক জানিলে আমরা এই ঐশিক বিধানের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা বুঝিতে পারিব। ৫, ৬ দিন ক্রমাগতঃ কর্ম্ম করিয়া, সংসারের জন্য পরিশ্রম করিয়া, স্বভাবতঃ আমরা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। শরীরের জন্য, মনের জন্য বিশ্রাম আবশ্যক। ক্রমাগতঃ খাটিলে শরীর মন ভাল থাকে না। ঐশিক বিধান, প্রকৃতির বিধান-সপ্তাহের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম ভোগ করা। আত্মারও বিশ্রাম দরকার। কিন্তু আত্মার বিশ্রাম হয় কিসে? ঈশ্বরের ধ্যান ও তাঁহার সহবাসেই। তাঁহার পূজাতেই আত্মার বিশ্রাম। তবে প্রভুর দিনে অধিক সময় প্রভুর সেবাতেই সমর্পণ করা বিহিত। ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা ও সৎসঙ্গে অধিক সময় সেই দিবস যাপন করা উচিত। তাই বলিয়া যে ভক্ত খৃষ্টীয়ান কোন সাংসারিক কার্য্য করিতে পারে না তাহা নহে। আমাদের বোধে, দিবাভাগে নিদ্রায় সময় নষ্ট না করিয়া প্রভুর দিনে সংসারের কোন কর্ম্ম করা ভাল। যে কর্ম্মে পাপ নাই, সে কর্ম্ম ধর্ম্মভাবের সহিত করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয়ানের পক্ষে সকল কার্য্যই পবিত্র, সকল সময়ই পবিত্র। তিনি যে কেবল সপ্তাহের মধ্যে এক দিন কাপড় ছাড়ার ন্যায় অধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্ম-বস্ত্র পরিধান করিবেন,তাহা নহে। ধর্ম্ম-ভাবদ্বারা প্রত্যেক দিন প্রণোদিত হইতে হইবে। সেই জন্যই মণ্ডলীর রীতানুসারে প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা করিতে হয়। সেই জন্যই প্রত্যেক দিন ধর্ম্ম-বস্ত্রে পরিহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়।

অবশেষে বলি, প্রভুর দিনে বিনা আবশ্যকে সাংসারিক কর্ম্ম করা ভাল নহে। নিতান্ত "আবশ্যক" কাহাকে বলে সে বিষয়েও কোন নিশ্চয় নিয়ম দেওয়া যাইতে পারে না। এ বিষয়ে বিবেক ও অন্তঃসাক্ষীর (Conscience) বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে, ঈশ্বর হৃদয়ের সমস্ত ভাব ও উদ্দেশ্য জানেন, এই বিশ্বাসে কার্য্য করিলে, কোন বিশেষ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। যদি মনে

করি, আজ বীজ বপন না করিলে কখনই চলিবে না, তাহা হইলে তাহা করিলে দোষ হয় না। কিন্তু সরল ভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গত কল্য তাহা করিলে কি চলিত না কিম্বা আগামী কল্য তাহা করিলে কি বিশেষ ক্ষতি হইত? এ বিষয় আমরা পুনর্ব্বার বলি, কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যত কম সংসারের কার্য্য করা যায় ততই ভাল, আর যে সময় টুকু সংসার হইতে পাওয়া যায়, সেই সময় ঈশ্বরের সেবায় পর্য্যবসিত করা বিধেয়।

শেষ কথা এই, যদিও আমরা প্রভুর দিনকে বিশ্রামবার বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তথাপি উহা যিহূদীয় ভাবে বুঝিতে হইবে না। প্রকৃত বিশ্রামবার ছিল শনিবার, রবিবার "প্রভুর দিন" বলিয়া ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই দিন পরিত্রাণ কার্য্য সমাধা করিয়া প্রভু সমাধি হইতে উঠিয়াছিলেন। এই দিন "আত্মাবিষ্ট" হইয়া প্রভুর প্রতীক্ষায় থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়।

খৃষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস

ইগ্‌নেশিয়ুস।

সম্রাট্ ত্রাজান আন্তিয়খ নগরে উপস্থিত হইলে, খৃষ্টধর্ম্ম দ্বেষীরা যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তাহারা ভাবিল, ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবে। সাধু ক্রুশস্তম্ভ এক স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে শয়তান প্রথমতঃ মণ্ডলীর বিশপ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল, যেন মেষপালকের মৃত্যুতে মেষগণ ছিন্ন ভিন্ন হয়। কখন কখন সম্ভ্রান্ত ও ভক্ত লোকদিগকে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়া হইত, যেন জন সাধারণে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি না প্রকাশ করিতে পারে, এবং ক্ষীণচিত্তদের চুল্বল বিশ্বাস বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। ইগনেশিয়ুসকে সেই জন্য দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেমন সাধু পৌলের মৃত্যুতে ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপে ইগনেশিয়ুসের মৃত্যুতেও হইল।

আন্তিয়খ হইতে সিলুকিয়াতে ইগনেশিয়ুস নীত হইলেন। আগষ্ট মাসে স্মূর্ণ নগরে পৌছুঁছিলেন। তখন সাধু পলিকার্প তথাকার বিশপ ছিলেন। যোহনের শিষ্য বলিয়া তিনি লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। বয়সে তিনি ইগনেশিয়ুসের কনিষ্ঠ। তাঁহাকেও প্রভুর জন্য স্মূর্ণা নগরে প্রাণ সমর্পন করিতে হইয়াছিল। পলিকার্পের সহিত ইগ্‌নেশিয়ুসের সাক্ষাৎ হওয়াতে মণ্ডলীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই সময়ে ইগ্‌নেশিয়ুস নানা মণ্ডলীর প্রতি যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সাধু পলিকার্পই সেই সকল সংগ্রহ ও রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে।

ইগ্‌নেশিয়ুস স্মূর্ণা নগরে পহুঁছিবা মাত্রই নগরস্থ সকলেই এই বিষয়ের

সমাচার প্রাপ্ত হইল। ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক এক মণ্ডলী হইতে এক জন বিশপ, এক জন পুরোহিত ও এক জন সেবক, প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তদানীন্তন মণ্ডলীর শাসনপ্রণালীরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইগনেশিয়সকে নানা কারণ বশতঃ অধিক দিন ধরিয়া স্মূর্ণায় থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় তিনি বৃথা ব্যয় না করিয়া কয়েকটী মণ্ডলীকে পত্র লিখেন। তাহার পর স্মূর্ণা হইতে ত্রোয়াসে নীত হন। তথায় ফিলাডেল ফিয়ার বিশপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ত্রোয়াস হইতে তিনি ফিলাডেলফিয়া ও স্মূর্ণার মণ্ডলীদ্বয় এবং বন্ধুবর পলিকার্পকে পত্র লিখেন। ইতিপূর্ব্বে ইফিস, ম্যাগনেসিয়া ত্রালস এবং রোম মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আন্তিয়খ হইতে রোমে যাইবার সময় সর্ব্বশুদ্ধ অন্ততঃ সাত খানি পত্র লেখা হইয়াছিল। সেই পত্র গুলি এখনও বিদ্যমান আছে।

তৎপরে ত্রোয়াস হইতে নিয়াপলিস, নিয়াপলিস হইতে ফিলিপ্পিতে যাত্রা করেন। ফিলিপ্পির ভক্তগণ সমাদর ও আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাহারা স্মূর্ণার বিশপ পলিকার্পকে অনুনয় করিয়া এক খানি পত্র লিখিলেন যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া ইগনেশিয়সের পত্রগুলি তাহাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। পলিকার্প তাহাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন।

ইগনেশিয়সকে তাহার পর মাকিদনিয়া দিয়া রোমে যাইতে হইয়াছিল। রোমনগরে সম্ভবতঃ ১১৫ খৃষ্টাব্দের ২০ আগষ্টে তিনি প্রভুর সাক্ষী হইয়া আপনার প্রাণ সমর্পণ করেন।

ইগনেশিয়সের যাত্রাকালে মণ্ডলীর নানা উপকার হইয়াছিল, সমাচার অনেক স্থানে ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানে এত লোক তাঁহাকে দেখিতে ও সম্মান করিতে আসিত যে, বিধর্ম্মীগণ চমৎকৃত হইয়া কখন কখন বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-পূর্ণ পুস্তকাদি লিখিত।

তাঁহার যাত্রাতে আর একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি শিক্ষা-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন যাহাতে মণ্ডলীর প্রাচীন শিক্ষা, আচার ব্যবহার ও অন্যান্য অবস্থা অবগত হওয়া যায়। তাহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ এখনও উপকৃত হইয়া থাকেন। আমরা তাঁহার পত্রগুলি হইতে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি উপদেশপূর্ণ শিক্ষা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক বিরক্ত হইবেন না।

ইফিস মণ্ডলীর প্রতি পত্রের প্রথমেই লেখা আছে, "ইগনেশিয়স যিনি থিয়ফোরাস নিনাব উক্ত" ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টরূপে খ্রীষ্ট ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে। "থিয়ফোরাস" শব্দে ঈশ্বরবাহক বুঝায়। যিনি খৃষ্টকে হৃদয়ে বহন করেন, তিনিই থিয়ফোরস।

উক্ত পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে একতায় কি আশীর্ব্বাদ লব্ধ হয় তাহা বিবৃত

হইয়াছে।"তোমাদের মহামান্য পৌরোহিত্য বীণার তার সদৃশ বিশ[illegible] সহিত [illegible] সম্বন্ধ হইয়াছে; তোমাদের প্রেমের সহৃদয়তা ও একতা দ্বারা খৃষ্ট গীত হইয়া থাকেন. তোমরা গায়ক মণ্ডলী হও, সকলে এক স্বরে ও হৃদয়ে খৃষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের স্তোত্র গান কর।"

ম্যাগ্নিসিয়ানদিগকে যে পত্র লিখেন তাহাতে বিশপ, প্রীষ্ট ও ডিকনের একতার বিষয়ে লেখা আছে। স্মূর্ণা মণ্ডলীকে তিনি বলেন, "সমস্ত মন্দের মূলাধার মনে করিয়া বিচ্ছেদ কি দলাদলি পরিত্যাগ কর। তোমরা সকলে বিশপ, পুরোহিত ও সেবকদের অনুগামী হও। বিশপ ছাড়া কেহ মণ্ডলী সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন না করুক। যেখানে বিশপ থাকেন, সেই খানেই লোকদের সমাগম হউক। বিশপের অনুমতি ব্যতিরেকে বাপ্তাইজ অথবা পুণ্য সহভাগ সম্পাদন করা বিধেয় নহে। যিনি বিশপের সম্ভ্রম করেন, তিনি ঈশ্বরের সম্ভ্রম পাত্র হন।" আবার বলেন, "খৃষ্টিয়ান নামে অভিহিত হইলেই যথেষ্ট হইল না, বাস্তবিক খৃষ্টিয়ান হইতে হইবে। কোন কোন লোক মুখে বিশপকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা ছাড়া তাহারা সবই কার্য্য করেন। আমার বোধে এবম্প্রকার লোকেরা ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য করে না। আমার পরামর্শ; তোমরা ঈশ্বরের একতায় ঈশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপ বিশপেরও প্রেরিতদের সভাস্থানীয় পুরোহিতদের এবং খৃষ্টের পরিচারকত্ব প্রাপ্ত সেবকদের অধীনে তাবৎ কার্য্য কর। কেহ আপনার প্রতিবাসীকে শরীরের চক্ষে দৃষ্টি না করিয়া, যেশুখৃষ্টে এক জন অপরকে প্রেম করুক। ফিলাডেলফিয়ানদের প্রতি পত্রে তিনি বলেন, "বিশপ, পুরোহিত ও সেবকদিগের বিষয়ে অবধান কর। আমি শারীরিক ভাবে ইহা বলিতেছি না। কিন্তু আত্মা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন— বিশপ ব্যতিরেকে কিছুই করিও না। আপনাদের শরীর ঈশ্বরের মন্দিরের ন্যায় রক্ষা কর। একতা প্রিয় হও। সভাভেদ ঘৃণা কর। যেশুখৃষ্ট যেমন পিতার, তেমনই তোমরা তাঁহার অনুগামী হও।"

ভারতে ইংরাজ।

পাঠক! ভারতে ইংরাজ সংস্রব অতীব অদ্ভুত ব্যাপার! যে ভারতবাসীগণের অভ্যুন্নত সময়ে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ জাতি অসভ্য বন্যজাতির ন্যায় গিরিগুহা ও পর্ব্বত কানন আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিত; এবং তদায় অধীশ্বর নিতান্ত অসভ্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কী-ধারণ ও পশুচর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া যদৃচ্ছালব্ধ মৃগমাংস ও বন্য ফল মূল আহরণ করতঃ কালাতিপাত করিত; যে ভারতের মহা গৌরবান্বিত নামে অতিদূরস্থ মহা পরাক্রান্ত জাতীশ্বরগণ ভয়ে শির অবনত করিত; যাহার ধনে লোলুপ হইয়া প্রাচীন

বারাগ্রণী সিকন্দার সাহ যৌবনের প্রারম্ভে মাতৃভূমি, এমন কি স্নেহ পূর্ণ মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বিদেশীগণের মধ্যে অকালে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেন; যাহার ধনে প্রাচীন ফিনিসীয়, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন রোমকজাতি ধনী হইয়াছিলেন, যাহার ধনে ইরাণী, তুরাণী মোগল ও পাঠান জাতি পঙ্গপালের ন্যায় সময়ে সময়ে ভারত আক্রমণ করিয়া ইহার অধিবাসীগণকে পশুবৎ হনন করিয়া আপনাদিগের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছে; যাহার কবিত্ব, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিতে আজ্ পর্য্যন্তও অতি সুসভ্য জাতিগণের জ্ঞান-জ্যোতি সম্যক আলোকিত হইতেছে; সেই বিশাল ভারত কালমাহাত্ম্যে বীর-শূন্য এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় জাতীয় স্বাধীনতা চ্যুত হইয়া অতি দূরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী সেই প্রাচীন অসভ্য বংশ-সম্ভূত ইংরাজ বীরদলের পদানত হইয়াছে; সেই ভারত পূর্ব্বতন কালে আর্য্য-বংশ সম্ভূত রাজন্যবর্গের প্রতি যেমন ভক্তিভাব প্রদর্শন করিত, ইংলণ্ডাধিপের প্রতি নিয়তই তদ্রূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে এবং অকৃত্রিম অনুরাগ সহকারে নব সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব পক্ষে সর্ব্বক্ষণ স্বীয় ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। বর্ত্তমানকালে এতাদৃশ সম্বন্ধ নিতান্ত অলৌকিক। মনুষ্যের সামান্য চিন্তায় ইহার প্রকৃত ভাব পরি-গৃহীত হইতে পারে না। সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের কার্য্য যে সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্যের গূঢ় চিন্তা ও বুদ্ধির অগম্য, তাহা ভারতে ইংরাজ সংস্রবের বিষয় সমালোচনা করিলে সম্যক্ প্রতীতি হইবে।

পাঠক! "ভারতে ইংরাজ" ঐবাক্যটী তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে কি মনে করিবে? ইংরাজ জাতি কি আমেরিক মহাদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণের ন্যায় ভারতের প্রাচীন আর্য্যবংশ ধ্বংশ করতঃ ভারত নিবাসী হইয়া আর্য্য হিন্দুগণের স্থানাধিকার করিয়াছেন? আর্য্যজাতি ইংরাজ-সমরে পরাস্ত ও নষ্টপ্রায় হইয়া গিরি-গুহা ও পর্ব্বত কানন আশ্রয় করায় ইংরাজ জাতি কি হিমাদ্রি শিখর হইতে কুমারীকা অন্তরীপ ও গান্ধার হইতে শক, কাম্বোজ ও মগদেশ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সহ সমুদায় ভূতল করগ্রস্থ করিয়া ভারতবাসী হইয়াছেন? সাধারণতঃ এরূপ ভাব প্রতীতি হইলেও ভারতের আর্য্য সন্তান অদ্যাপিও তদনুবর্ণ অসভ্য আমেরিকগণের ন্যায় বিলুপ্তপ্রায় ও স্বপদ চ্যুত হয়েন নাই। এখানে উভয় জাতির মধ্যে জেতৃ ও জিত সম্বন্ধ ব্যতীত আর্য্যগণের জাতীয় সত্ত্ব পূর্ব্বাপর হইতে প্রায় সমভাবেই রক্ষিত হই-তেছে;—আর্য্যসন্তান আজ্পর্য্যন্তও জাতীয় গরিমা, জাতীয় অভিমান ও জাতীয় পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করেন নাই; জাতীয় প্রাধান্য ও জাতীয় স্বাধীনতার সময়ে যেমন ভাবে দিনপাত করিতেন এখনও তদপেক্ষা কোন মতে হীনভাবাপন্ন নহেন;—তবে ব্রাহ্মণ-জাতির অনিয়মিত প্রাধান্য সংস্থাপন, জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিত্যতা ও শুচিতা-

ব্যপদেশে পরধর্ম্ম পীড়ন; সন্নিহিত রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর আত্মকলহ ও যথেচ্ছাচারিত্ব এবং সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতির হ্রাস, ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ের অপলাপ ও ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মধ্যে জাতীয় পক্ষপাতিত্বের নিয়ত বৃদ্ধিভাব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সাধারণের বিশেষ অমঙ্গলকর বিষয় তোমার জ্ঞানপথের পথিক হইবে না। মোগল পাঠান প্রভৃতি পূর্ব্বতন জেতৃদলের ন্যায় ইংরাজ অদ্যাপি স্বীয় মাতৃভূমি বৃটন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন নাই। ভারতের সম্যক্ অধীশ্বর হইয়াও এখন পর্য্যন্তও আপনাদিগের সম্বন্ধের নিত্যত্ব স্থাপন করেন নাই; ভারতের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি এখনও গাঢ়তর রূপে প্রোথিত হয় নাই; এমন কি বাঙ্গালিরা চাকুরিস্থলে যেমন বাসাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, ইংরাজেরা এখন পর্য্যন্ত ততদূর সম্বন্ধও স্থাপন করিয়া এখানে বাস করেন না। কি অতি সামান্য পদাভিষিক্ত, কি অত্যুচ্চ পদাভিষিক্ত ইংরাজ যিনি ভারতে আগমন করেন, তিনিই ভারতের যে কোন স্থলে উত্তীর্ণ হয়েন, তথায় ভাড়াটীয়া বাটীতে থাকিয়া ইচ্ছানুরূপকাল চাকুরি, বা ব্যবসায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, বহুল অর্থ সঞ্চয় করেন; মানসম্ভ্রমে সর্ব্বত্র খ্যাতাপন্ন হয়েন; রাজসম্মানসূচক সুদীর্ঘ উপাধি লাভ করেন; এইরূপে স্বীয় মনোরথ সফল জ্ঞান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতের স্নেহ মমতা একেবারে পরিত্যাগ করেন; ভারতের রাজকার্য্য বিষয়ক দুর্ব্বহ চিন্তাভার মন হইতে অন্তর করেন; নিজ দেশে স্বগণের মধ্যে থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহন করেন; ভারতের সঙ্গে আর তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না।

ভারতে ইংরাজ সম্বন্ধ এইভাবে চলিতেছে, অথচ বর্ত্তমান ভারত এক মুহূর্ত্তের তরে ইংরাজ শূন্য নহে; প্রতিক্ষণেই নূতন মুখ দেখা যায়, নূতন নূতন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা দ্বারা ইষ্ট, কি অনিষ্টকর ফলোৎপন্ন হইতেছে, তাহা ক্রমশঃ দেখিতে পাইবে।

এক সার্ব্বমণ্ডলী ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী। *

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "এক সার্ব্ব ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী'। বিষয়টী যেমন গুরুতর তেমনি আবশ্যকীয়। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির "আমি কেন খ্রীষ্টিয়ান" এই প্রশ্নের পরেই "আমি কেন সার্ব্ব মণ্ডলী ভুক্ত" এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা উচিত। এবং সার্ব্ব-মণ্ডলী কি? আর কেনই বা সার্ব্ব মণ্ডলী ভুক্ত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত এমন লোকদের আলোচনা করা উচিত। কারণ ইহার প্রয়োজন আছে। আজ কাল আমাদের দেশে ধর্ম্মচর্চ্চার উন্নতি হইতেছে। এক দিগে ব্রাহ্মেরা, ও হিন্দু মুসলমানেরা

* কোন সম্মিলনী সভায় বাবু শরৎ চন্দ্র মিত্র এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। বং সং।

নব অনুরাগের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ও নিজ নিজ ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। অপর দিগে আমাদের Dissenter খ্রীষ্টিয় ভ্রাতৃগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ মত ও পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন। পুস্তক ও ট্রাক্ট লিখিয়া, খবরের কাগজে লিখিয়া, এবং সভা আহ্বান করিয়া নিজ নিজ মত শিক্ষা দিতেছেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই বলিতেছেন। কাহার কাহার মতে এদেশে প্রভুর ভোজের সময়ে ভাত ও ডাবের জল ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কেহবা বলিতেছেন পুরোহিত আবার কি? পুরোহিতের আবশ্যকতা দেখি না। আমরা নিজে নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিতে পারি। কারণ প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানই এক এক জন পুরোহিত। এই প্রকারে চিন্তা করিয়া তাঁহারা প্রভুর ভোজ দিবার ও বাপ্তাইজ করিবার ক্ষমতা দাওয়া করিতেছেন। আবার কেহ কেহ স্ত্রী পরিচারিকার মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। এই রূপে, তাঁহারা নানা প্রকারের ভ্রান্তিজনক শিক্ষা দান ও মত প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য এবং সমাজের মধ্যে মান্য গণ্য ব্যক্তি। সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তাঁহারা সহজেই ভ্রান্ত হইতে পারেন। কারণ এতগুলি পরস্পর প্রতিকূল মতের মধ্য হইতে একটী মত বাছিয়া লইতে হইলে অনেক পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মধ্যে সংসারী লোকদের এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার সময় ও সুবিধা অতি অল্প। ভরসা করি যে Church Union নামক এই সভা ও বঙ্গবন্ধু নামক মাসিক পত্রিকা দ্বারা এই অভাব কতক পরিমাণে দূর হইয়াছে। আমাদের সকলের একটী বিষয় নিশ্চিত হওয়া উচিত। সেটী এই। যখন কোন ব্যক্তি একটী নূতন হুজুগ তুলে, তখনি একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় তাহার সহিত যোগ না দিয়া স্থির ভাবে দেখা উচিত যে সার্ব্ব মণ্ডলী এই উনিশ শত বৎসর ব্যাপিয়া সেই বিষয়ে কি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা করিলে আমাদের ভ্রান্তিতে পতিত হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকিবেক। গুরুতর ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে সার্ব্ব মণ্ডলীর মত না লইয়া বিশেষ কোন এক ব্যক্তির মত গ্রাহ্য করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। তাহা করিলে আমাদের সার্ব্ব মণ্ডলীর বহির্ভূত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কোন কোন মণ্ডলীর ভাগ্যে বাস্তবিক এই প্রকার ঘটিয়াছে; সন্দেহ উপস্থিত হইলে যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করাই শ্রেয়ঃ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সার্ব্ব মণ্ডলী কি?

প্রেরিতদের প্রতীতি বাক্যে আমরা পাঠ করি "পবিত্র সার্ব্ব মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি" এবং Nicene প্রতীতি বাক্যে (যে প্রতীতি বাক্য প্রভুর ভোজ সম্পাদনের পদ্ধতিতে পাঠ করা যায়), "এক সার্ব্ব ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী আমি

বিশ্বাস করি"। এই বিশ্বাসের পদার্থটী আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জ্ঞাত হওয়া উচিত যে "মণ্ডলী" এই কথাটীতে কি বুঝায়।

মণ্ডলী কথাটী ইংরাজি 'চর্চ্চ' কথার তর্জ্জমা হইয়াছে। এবং 'চর্চ্চ' বা 'কর্ক' কথাটী গ্রীক কথা। ইহা "হি কিউরিকিই অইকিয়া" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ 'প্রভু সম্পকীয়' বা 'প্রভুর'। বিস্তারিত করিয়া বলিতে হইলে এই শব্দনিচয়ের মানে 'প্রভুর গৃহ'। এই অর্থেই এই কথা প্রথমে প্রয়োগ হইত। পরে যাহারা উপাসনার্থ প্রভুর গৃহে একত্র হইত তাহাদিগকে বুঝাইত। গ্রীক ভাষায় আরও একটী কথা আছে "এক্লেসিয়া" অর্থাৎ 'যাহারা আহূত হইয়াছে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যাহাদিগকে মনোনীত করিয়া আহ্বান করিয়াছেন। "মনোনীত ধার্ম্মিকগণের সমাজ" ইহাই 'মণ্ডলী' কথার অর্থ। কিন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইল না। কারণ অবস্থা ভেদে দৃশ্য এবং অদৃশ্য, যুদ্ধমান এবং জয়ী মণ্ডলী আছে। যে ভক্তগণ ইহ জীবন ঈশ্বরের সেবায় ব্যয় করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই এই অদৃশ্য মণ্ডলীর সভ্য। ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহারা এই সার্ব্ব-মণ্ডলী ভুক্ত। তাঁহারা মৃত হইলেও দৃশ্য মণ্ডলীর সহিত সহভাগিত্বের শেষ হয় নাই। সেই জন্যই আমরা 'সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করিয়া থাকি।' "খ্রীষ্ট বলিয়াছেন আমার পিতার বাটীতে অনেক আবাস আছে"। আর সর্ব্বোপরে ঈশ্বমনুষ্য যীশু দূতগণের রাজা, মণ্ডলীর মস্তক যিনি সহস্র সহস্র দূতগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন তিনিই মণ্ডলীর জীবনের উনুই। তিনি যাবতীয় আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ও বাহিনী ও প্রভুত্ব প্রভৃতি যত নাম বর্ত্তমান ও ভাবি উভয় যুগে উল্লেখ করা যায় সমুদয়ের উপর উচ্চ পদান্বিত। সমস্তই তাঁহার চরণতলে বশীভূত। এই অদৃশ্য মণ্ডলী ব্যতীত দৃশ্য মণ্ডলী আছে, যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা, মনুষ্যসন্তানগণ। মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়া বাপ্তাইজিত হইয়াছে, তাহারা যে দেশীয় বা যে ভাষাবাদীয় হউক না কেন, তাহারা এই মণ্ডলীভুক্ত। সার্ব্ব মণ্ডলীর বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিবরণ অন্বেষণ করা উচিত। যে সময়ে খ্রীষ্ট পিতরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি পিতর (পাষাণ) আর এই পাষাণের উপরে আমি আপন 'মণ্ডলী' নির্ম্মাণ করিব।" তখন এই দৃশ্য মণ্ডলী স্থাপিত হয় নাই। কিছুকাল পরে যে দিনে তিন সহস্র লোক মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বাপ্তিস্মিত হইল সেই দিন হইতে আমরা মণ্ডলীর অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সেই দিনেই অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্রআত্মার আবির্ভাব দ্বারা এই মণ্ডলীর আরম্ভ হয়। কারণ লিখিত আছে, "প্রভু দিন দিন পরিত্রাণ পাত্রদের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিতেন" "আর তাহারা প্রেরিতদের উপদেশ ও সহভাগিত্বে ও রুটীভাঙ্গনে ও প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী থাকিতেন। ইহাই আমাদের এক পবিত্র

সার্ব্ব ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীর আদি বৃত্তান্ত।

——

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যা।

কয়েক মাস ধরিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যার কথা শুনিতেছি। বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে হিন্দু সমাজকে তিনি কথঞ্চিৎ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। সকলে না জাগিলেও অন্ততঃ দেশীয় সম্পাদক এবং নব্য সম্প্রদায়কে এক প্রকার নাচাইয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক মনে ধর্ম্মালোচনা করুন আর নাই করুন, ইহারা মুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। ইঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া উৎসাহের সহিত যেখানে সেখানে তাহা ঘোষণা করিতেছেন। তর্কচূড়ামণির বক্তৃতাতে এই ফল ফলিয়াছে, দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি এক জন বিশেষ ক্ষমতাশালী।

অনেকের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। কার্য্য গতিকে আজ পর্য্যন্ত সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। কিন্তু অতি যত্নে ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত, তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক পুস্তকের প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া,তৎ সম্বন্ধে আমাদের কি মত দাঁড়াইয়াছে,এই প্রবন্ধে,সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া বঙ্গবন্ধুর এক পার্শ্বে স্থান দিলে বাধিত হইব।

পুস্তকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়গুলি উৎকৃষ্ট এবং গুরুতর, এত গুরুতর যে তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তি জন্মিলে ইহকাল এবং পরকালের ক্ষতি হওয়া সম্ভব। মনুষ্যের মন, এবং আত্মার উন্নতি সত্যসাপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল সত্যান্বেষণ এবং তদাশ্রয়েই মনুষ্যের উন্নতি। তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মে নিহিত সত্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন এবং তদুপযোগী যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যখন সত্য প্রকাশ করা, তখন তদ্রচিত ধর্ম্মব্যাখ্যার কোন স্থানে ভুল দেখাইলে, বোধ হয় তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তদ্বিষয় আরও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই আশয়ে সেই ধর্ম্মব্যাখ্যার মধ্যে আমাদের বুদ্ধিতে যে যে ভ্রান্তি প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা ক্রমান্বয়ে তাহা বঙ্গবন্ধুতে প্রকাশ করিব।

প্রথম প্রবন্ধ "ধর্ম্মের লক্ষণ।" এই প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি "ধর্ম্ম" শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 'ধৃঙ" অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর "মন" প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের এই প্রকৃত অর্থ, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু

ইহার কি আর কোন অর্থ নাই? ধর্ম্ম শব্দ কি এই একই অর্থে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে? নীতি-শাস্ত্রে ধর্ম্ম-শব্দ কি আর কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই? ব্যবস্থাশাস্ত্রে কি ধর্ম্মশব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? যখন ধর্ম্মশব্দের সহিত কর্ম্মশব্দ যোগ, তখন ধর্ম্মকর্ম্ম শব্দে কি বুঝায়?

যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, এই কথায় এক নয় দুইটী বস্তু বুঝাইতেছে। প্রথমটী বস্তুর বাহিরে, দ্বিতীয়টী বস্তুর অভ্যন্তরে। এই ব্যাখ্যাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু মাত্রের অবস্থিতির এক একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য "যাহার জন্য" কথা বাচ্য। আবার যাহা না থাকিলে কথায় এই বুঝায় যে বস্তুর অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকিতে পারে না।

সকল বস্তুরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম আছে। এই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বস্তুর নামের পর "ত্ব" বর্ণটী ব্যবহার করা হয়। যেমন অগ্নির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অগ্নি শব্দের উত্তর "ত্ব" করিলে অগ্নিত্ব হয়। এই অগ্নিত্ব কথায় অগ্নির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বুঝায়। তদ্রূপ বায়ুত্ব, জলত্ব মনুষ্যত্ব, প্রভৃতি কথায় বায়ু, জল, মনুষ্য প্রভৃতির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বুঝায়। বস্তুর এই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য; কেননা ইহাতে কেবল যে একটী গুণ বুঝায়, তাহা নয়; যে গুণগুলি না থাকিলে বস্তুর পার্থক্য এবং অবস্থিতি থাকে না, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিতে সেই বস্তুর সেই সমস্ত গুণ গুলিকে বুঝিতে হইবে। বস্তুর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে যে গুণগুলি স্বতঃই আসিয়া বর্ত্তে, সেই গুণগুলিকেই তাহার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিতে হইবে। কেননা সেই বিশেষ গুণগুলি থাকাতেই এক বস্তু আর এক বস্তু হইতে পৃথক। সেই গুণগুলি বাদ দেও, বস্তুর অবস্থিতি থাকিবে না। অগ্নিত্ব শব্দে অগ্নির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বুঝায়; এই অগ্নিত্বের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বাদ দেও অগ্নির অবস্থিতি থাকিবে না। এখন অগ্নিত্ব শব্দে অগ্নির কোন কোন গুণ বুঝাইয়া থাকে, জিজ্ঞাসিলে তদুত্তরে মোটামোটি বলা যাইবে, ইহার তেজ, দাহিকাশক্তি, বর্ণকেই বুঝাইবে। এই গুলি বাদ দেও অগ্নির কিছুই থাকিবে না। অতএব অগ্নির প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অভাবে ইহার অবস্থিতি থাকিতে পারে না। অগ্নির এই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমান, তবে কেবল অবস্থা ভেদে ইহার তারতম্য হইতে পারে।

জড়পদার্থ মাত্রের জড়ত্ব একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। যে সকল জড়পদার্থের জীবন আছে, তাহাদের জড়ত্ব ভিন্ন জীবত্ব আর একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। তদ্রূপ চেতনপদার্থে চেতনত্ব, পশুতে পশুত্ব, মনুষ্যে মনুষ্যত্ব ইহাদের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

মনুষ্যত্ব বলিলে ইহাতে অনেকগুলি গুণ বুঝায়, মনুষ্যের গঠন, তাহার আশ্চর্য্য মানসিক বৃত্তি প্রভৃতি, যদ্দারা তাহাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করা যায়, সেইগুলি তাহার প্রাকৃতিক

ধর্ম্ম, এবং সেগুলির অভাবে মনুষ্যের অবস্থিতি থাকিতে পারে না।

মনুষ্যের এই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ছাড়া, সামাজিক নৈতিক এবং অধ্যাত্মধর্ম্ম আছে। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যের অবস্থিতি থাকিতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সামাজিক বা নৈতিক ধর্ম্ম না থাকিলে কি তাহার অবস্থিতি লোপ পায়।

সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্বাসজনিত ঈশ্বর এবং মনুষ্যের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম-রূপ ধর্ম্ম। চূড়ামণী মহাশয় ধর্ম্মের লক্ষণ শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে তিনি এখানে ধর্ম্মপদটী প্রাকৃতিক ধর্ম্মার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা সামাজিক ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যের অবস্থিতি থাকে, অতএব সামাজিক বা নৈতিক ধর্ম্ম বুঝাইতেছে না।

পণ্ডিতবর আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন করিতে চাহেন। এই আর্য্যধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছেন, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের ন্যায় ভারতীয় ধর্ম্মের কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। এ কথা আদৌ সত্য নয়, কেননা 'ভারতীয় ধর্ম্ম' বলাতে উহাকে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিবার জন্য এই বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিবেন—বলিয়াছেন, শাস্ত্রে ধর্ম্ম ভিন্ন ইহার আর কোন সংজ্ঞা নাই। তাহা যদি না থাকে তবে 'আর্য্যধর্ম্ম' বলিবার তাৎপর্য্য কি? মানিলাম 'আর্য্যধর্ম্মের' ভারতীয় ধর্ম্মের কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। কিন্তু এই ভারতীয় ধর্ম্ম কি? ভারতীয় ধর্ম্ম বলিতে কি এই বুঝিতে হইবে, যে ভারতে বসতি, ভারতের ডাল, ভাত আহার, ভারতের বস্ত্র পরিধান, ভারতীয় সমাজের রীতি নীতির অনুকরণ। ভারতীয় ধর্ম্মের এই যদি অর্থ হয়, তবে পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং সংজ্ঞা স্রোতে এ ধর্ম্ম যে কোন না কোন সময়ে ভাসিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাই যদি তাঁহার অর্থ না হয়, তবে ভারতীয় ধর্ম্ম কি? পণ্ডিতবর ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক পুস্তকে কোন কোন অধ্যাত্ম বিষয়ে আর্য্য-দার্শনিকদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি সহজেই বোঝা যায়। উক্ত দার্শনিকদিগের মত অবলম্বন করিয়া তিনি যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় ধর্ম্ম। ইহা কি সত্য? ভারতীয় ধর্ম্ম এক সময়ে বৈদিক ছিল, তৎপরে পৌরাণিক, কখন বা বৌদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণিক এইরূপে এক এক সময়ে এক রূপ ধারণ করিয়াছে; অতএব ভারতীয় ধর্ম্ম কি? ভারতীয় ধর্ম্ম বলিয়া তিনি যে ধর্ম্ম পুনরুদ্দীপন করিতে আসিয়াছেন সে প্রাকৃতিক নয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্বাস-জনিত ধর্ম্মই সেই ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কি? কতকগুলি মানসিক ভাব এবং তদানুষঙ্গিক বাহ্যিক কতকগুলি কার্য্যই সেই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সহিত কোন কোন বিষয়ে সামাজিক ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা হইতে ইহা পৃথক।

রাত্রি কত ?

(মুদ্রারহস্য)

মোহন কহিতেছেন, "আমার দৃষ্টি-গোচরে মেষশাবক সপ্তকের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলে চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, আইস, দেখ। পরে এক অশ্বকে দেখিলাম। সে শুক্লবর্ণ, তদারূঢ় ব্যক্তি ধনুর্ধারী; তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল। তিনি বিজয়ী হইয়া অনুক্ষণ জয় করিতে প্রস্থান করিলেন।"

পাঠক, কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বর্ত্তমান মুদ্রা-সপ্তকের প্রথম চারিটীর একটী সাধারণ গুণ দেখা যাইতেছে, চারিটীরই সাধারণ লক্ষণ অশ্ব। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উক্ত মুদ্রা চতুষ্টয়ে, যে যে ঘটনার নিদর্শন, সেই সেই ঘটনার একটী সাধারণ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ চারিটী ঘটনারই একটী সাধারণ ভিত্তিমূল ছিল। এখন দেখিতে হইতেছে, ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা চতুষ্টয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, আর পৃথিবীতে এরূপ কোন জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছিল কি না, যাহার জাতীয় লক্ষণ এই মুদ্রানিহিত অশ্ব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। যাহার একটী সাধারণ কারণ বা ভিত্তিমূল ছিল। আমরা জানি, প্রত্যেক বিখ্যাত জাতিবর্গের একটী না একটী জাতীয় নিদর্শন বস্তু বা চিহ্ন থাকে। ইংলণ্ডের গোলাপ, স্কটলণ্ডের শেয়ালকাঁটা, ফ্রান্সের পদ্ম, প্রভৃতি জাতীয় নিদর্শন প্রচলিত আছে। সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ জন্তুতেও বিশেষ বিশেষ জাতি প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যাবতীয় বাঙ্গালা সম্বাদপত্রে রুষকে ভল্লূকের ও ইংলণ্ডকে সিংহের চিত্রে চিত্রিত করা হইতেছে। এখন কেহ কোন সম্বাদপত্রে 'একটী সিংহ ভল্লূককে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে' কেবল এই চিত্রটী অঙ্কিত করিলেই লোকে তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু একশত বৎসর পরে সেরূপ চিত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা তো সহজ হইবে না। তবে যদি অন্য কোন প্রমাণে সাব্যস্ত করা যায়, যে, এক সময়ে ভল্লূক রুষের ও সিংহ ইংরাজদের প্রতিকৃতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইলেই, ইহার অর্থ অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে। এখন, বক্ষ্যমাণ অশ্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। একবার দেখা যাউক। ফলে বিশ্বস্ত সূত্রে বিলক্ষণ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে, এক সময়ে এই অশ্ব রোমীয়দের একটী বিশেষ জাতীয় নিদর্শন ছিল। এরূপ মুদ্রা পদক প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে অশ্বের চিত্র ও তন্নিম্নে "রোমা" এই শব্দটী খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রোমীয়েরা এক সময়ে আপনাদিগকে "জেন্স মাভোর্সিয়া Gens mavortia নামে অভিহিত করিত। ইহার অর্থ, মার্স দেবের প্রজা। আমরা জানি রোমীয়দের পৌত্তলিকতা ধর্ম্মে অশ্ব মার্ক দেবের অতি পবিত্র ও তজ্জন্য সম্পূর্ণ পৃথক কৃত প্রাণী ছিল। * সুতরাং

* Fuit equus Marti sacer propter usum belli et quotannis ei Romæ immolabalur.—Facelioati.

নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, এই চারিমুদ্রায় পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্যের সমুদয় ইতিহাস নিহিত ছিল। অশ্ব চতুষ্টয়ের বর্ণের তারতম্যে উক্ত রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি, দুঃখক্লেশ, বিজয় লাভ, বা ধ্বংস পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অশ্বারোহীদিগের তারতম্যে উক্ত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অধিনায়ক বা সম্রাটদিগের প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিরীট, ধনুক, ও তুলাদণ্ডে উক্ত অধিনায়কদিগের শ্রেণী, বংশ, বা জাতি, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে আমরা ক্রমান্বয়ে এক একটী অশ্বের প্রকৃতি বা লক্ষণ আলোচনা করিতে উদ্যত হইলাম।

প্রথম অশ্বটীর বর্ণ-শ্বেত। শ্বেতবর্ণ সাধারণতঃ সৌভাগ্য বা সুখ সমৃদ্ধির নিদর্শন। সুতরাং যে সময়ের ইতিহাস এই প্রথম মুদ্রায় নিহিত হইয়াছিল, তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বিস্তৃত ও দিগ্বিজয় লাভ এই শ্বেতবর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিতে হইবে। রোমকেরা বিজয় লাভ করিয়া স্বরাজ্যে যখন মহোৎসব করিত, তখন তাহাদের যাবতীয় অশ্ব শ্বেতবর্ণ বস্ত্র ইত্যাদিতে আচ্ছাদিত করা হইত।

এখন দেখিতে হইতেছে, এই প্রথম মুদ্রায় কোন সময়ের ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের এরূপ সুখসমৃদ্ধি সংঘটনের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে? কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই জানা যাইবে, সম্রাট নার্ভা, ত্রায়ান, অদ্রিয়ান ও আন্টোনীদ্বয়ের রাজত্বকালে (অর্থাৎ ৯৭—১৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রোম সাম্রাজ্যের ঠিক এইরূপ অবস্থাও ঘটিয়াছিল। ত্রায়ান সম্রাট এত অধিক যুদ্ধজয়ী ও যশস্বী হইয়াছিলেন, যে লোকে তাঁহাকে রোমীয় আলেকজাণ্ডার বলিয়া সম্ভাষণ করিত। আজি পর্য্যন্ত ত্রায়ানের কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহার সুখ সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে; এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা গিবনের বর্ণনায় যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে।

অশ্বারোহীর মস্তকে একটী মুকুট ছিল। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উক্ত সাম্রাজ্যের এতদূর সুখসমৃদ্ধির মূল কারণ কেবল রোমীয় সম্রাট। আর খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেই যে উক্ত সাম্রাজ্যের এতদ্রূপ সুখসমৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই মুকুট শব্দের মূল গ্রীক পদ আলোচনা করিলে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। গ্রীক ধর্ম্মপুস্তকের ঠিক এই স্থানে ষ্টেফানোস (Stephanos) শব্দ লিখিত আছে; ইহাতে লরেল পুষ্প রচিত মুকুট নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যে ডায়েডেমা (Diadema) বা ধাতুনির্ম্মিত মুকুট ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যে প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল না, বরং বহুকাল পরে তৎব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে উক্ত লরেল পুষ্পখচিত মুকুটের উল্লেখ থাকাতে ঠিক প্রথম দুই শতাব্দীর ঘটনা যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অশ্বারোহীর হস্তে একটী ধনুক ছিল।

পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধান ও বাক-বিতণ্ডার পর স্থির করিয়াছেন যে, এরূপ বিশেষ বিশেষ লক্ষণে জাতিবিশেষের অভ্যুত্থান, সময়, বাসস্থান, ব্যবহার বা প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বহুকাল, পূর্ব্বে ক্রীতিদ্বীপ ধনুকের ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে শফিগু নগর যাদৃশ লৌহাস্ত্রের জন্য বিশ্ববিখ্যাত, তাদৃশ ক্রীতি এক কালে ধনুর্ব্বাণ ইত্যাদির জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিল। বক্ষ্যমান ধনুর্ধারী সম্রাট যে বাস্তবিক ক্রীতিদ্বীপের লোক ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। গ্রীক ভাষায় একটী ক্ষুদ্র রহস্য কবিতায় একটী স্ত্রীলোকের এই রূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, উহাকে একটী হাড়িচাঁচার আকার ধরাণ হইয়াছে। এক হস্তে একটী পান পাত্র অপর হস্তে একটী ধনুক। পণ্ডিতগণ উক্ত কবিতাটীর এই স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন স্ত্রীলোকটী হাঁড়িচাঁচা অর্থাৎ বাচাল, পানপাত্র ধারণী অর্থাৎ সুরাপায়িনী, ধনুর্ধারিণা অর্থাৎ ক্রীতি বংশ সম্ভূতা। ইতিহাসে ইহাও জানা যায় যে, নার্ভার সম্রাট পদ প্রাপ্তিতে সাম্রাজ্যে একটী নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। * নার্ভা ক্রীতিয় বংশের প্রথম সম্রাট। তাঁহার কয়েক জন উত্তরাধিকারীও সেই বংশের লোক ছিলেন।

সমাধি কানন।

"অসার অসার ; সংসার অসার ;
দিবাকর তলে, সকলি অসার।
ভাবিতে ভাবিতে একদা শয়নে,
নিদ্রা-দেবী আসি' পশিলা নয়নে,
ঘোর নিদ্রাবেশে শুনিনু শ্রবণে,
উঠ, বৎস, চল, সমাধি-কাননে,
অসার সংসার সকলি অসার,
বুঝিবে নিশ্চয় কহিলাম সার।
দৈবাদেশে গিয়া, সমাধি-কাননে,
গম্ভীর-নির্ঘোষে, শুনিনু শ্রবণে ;—
"অসার অসার সংসার অসার
দিবাকর তলে, সকলি অসার।"—
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু বর্গ আর,
পুত্র কন্যা, কিম্বা, ভগ্নী পরিবার,
ধন, মান, যশঃ বিদ্যা বুদ্ধি যত,
নিদানে তোমায় ছাড়িবে নিশ্চিত ;
যত ভাল বাসা হউক তোমার,
চির সঙ্গী নহে, সকলি অসার।
সংসার সম্পদ ছাড়িয়া নিদানে,
এসেছে অনেকে সমাধি-কাননে।
তুমিও আসিবে ছাড়িবে সংসার,
বুঝিয়া দেখিবে, সকলি অসার।
বিনীত, গর্ব্বিত, উদাসী, সংসারী,
"সমতা" এখানে, বুঝিবে বিচারি।
নিদানে শরীর, সমাধি শায়িত,
কীটজর্জ্জরিত, ধূলায় মিলিত।
নয়ন উন্মীলি' দেখ, বাছাধন,
কোথা ছিল সবে, কোথায় এখন ?
ধনমদেমত্ত অই ধনবান,
দরিদ্রে দলিত ধরা সরা জ্ঞান

---

* Quid enim Nerva Cretnsi Prudentior ; Aurelius Vict.

কোথা সেই ধন ? কিসের কারণ ?
ছাড়িয়া বিভব ধুলায় পতন ?
বিদ্যা অভিমানী বাক্যের কৌশলে—
সত্য, মিথ্যা বিপর্য্যয় করি'ছলে,
অন্তিমে শয্যায় বিলুপ্ত হইল,
বিদ্যা-গৃহ এবে, ধুলায় মিলিল।
বল বীর্য্য গর্ব্বী, হায় কত জনে,
মনোব্যথা যত দিল অকারণে ;
বীরের বীরত্ব সমাধি কাননে ?
পায় কভু স্থান ? "সমতা" এখানে।
এই রূপে যত, আত্ম সুখে রত,
অথবা সুকৃতী, ধর্ম্মের আশ্রিত,
অবস্থা প্রভেদ নাহিক হেথায়,
দেহ জর্জ্জরিত ধুলায় মিশায়।
"অসার সকলি"—সমাধি-কাননে ;
"চিরস্থায়ী নহে"—শুনিবে শ্রবণে।
"অসার সংসারে" যীশু প্রেম সার,
যীশু প্রেম ধ্যান, কর অনিবার।
স্বর্গীয় প্রসাদ প্রেম শ্রেষ্ঠ ধন,
বিলুপ্ত হবে না প্রেম কদাচন।
দুষ্কৃতি-শরীর, সমান এখন,
হোক তব দেহ, ধুলায় পতন,—
আত্মিক শরীর পাইবে আবার,
"যীশুপ্রেমে" মন রাখ অনিবার।

শ্রীশান্তিনাথ বিশ্বাস।

প্রহেলিকা।

বর্ণ ত্রয়ে নাম, তার ব্যাপিয়া ভুবন,
হেন ধনী নাই, যার দুইটী তেমন।
হেন সংজ্ঞা শাস্ত্র-মাঝে আছয়ে প্রচার,
প্রথম বর্জ্জিলে হয়, প্রাণীর আহার।
দ্বিতীয় বর্জ্জিলে ভাই প্রাণী-সজ্ঞা হয়,
তৃতীয় বর্জ্জিলে শুন, খাদক বুঝায়।

— "মধুপ।"

প্রেরিত পত্র।

বঙ্গবন্ধু সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, চর্চ্চ কৌন্সিল সম্বন্ধে আমার এই দ্বিতীয় পত্র খানি বঙ্গবন্ধুতে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

জানানা মিশন সম্বন্ধে আর এক জন বক্তা বলিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে কোন ভদ্র লোক আপনার স্ত্রীকে জানানা কর্ম্ম করিতে দেন না। কথাটি বড় গুরুতর। খ্রীষ্ট সমাজের মধ্যে ভদ্র লোক কাহাকে বলে, বক্তা তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলোদ্ভব খ্রীষ্টানদিগকে কিম্বা যাহারা বেশী টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাদিগকেই ভদ্র লোক বলেন, কারণ সম্প্রতি ইটালীতে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমবেত বিরাট সভায় খ্রীষ্টীয় ভদ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। সেই সভায় অধিকাংশ বক্তাই, ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলজাত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ভদ্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন, তথায় দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য লোক ছিলেন, তাহারা কেহই এই ভয়ানক অখ্রীষ্টীয় ভাবের প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাতে সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছে যে তাহাদেরও ঐ মত। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি সত্য সত্যই কি ঐ ঐ কুলজাত খ্রীষ্টীয়ানেরা ভদ্র লোক? আর অন্যান্য কুলজাত খ্রীষ্টীয়ানের

অভদ্র ? এই বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে ? ধন্য আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু তিনি ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তিনি প্রেরিত পৌলের মুখ দ্বারা গালাতিয় ৩ অধ্যায় ২৬—২৯ পদ। রোমীয় ১০ ; ১২ পদ। কলসীয় ৩ ; ১১ পদ। গালাতি ৬ ; ১৪—১৫। ১ করিন্থ ১ ; ২৮—২৯ পদে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সবিনয় নিবেদন পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের এই বাক্যগুলি, বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন কাহারা খ্রীষ্টীয় ভদ্র লোক। যাহারা খ্রীষ্টের তাহারাই খ্রীষ্টীয় ভদ্র লোক, এবং তাহারাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভদ্র, জগতের জগতের ভদ্র লোক জগতের সঙ্গে বিনাশ পাইবে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাহারা খ্রীষ্ট ব্যতীত ভদ্রতা রক্ষা করে তাহারা খ্রীষ্টের কেহই নহে। খ্রীষ্টেতে যিহুদি কি গ্রীক, ভিন্নজাতি কি ম্লেচ্ছ, দাস বা দাসী কিছুই নাই সকলেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুতরাং ভদ্র।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে কেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে কখন মৃত থাকিতে পারে না, কারণ খ্রীষ্ট জীবিত এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও জীবিত, যাহারা জীবন বিশিষ্ট, তাহারা অবশ্যই কার্য্যে ব্যাপৃত, যাহাদের জীবন নাই, তাহারা মৃত সুতরাং কার্য্যাক্ষম, এই জন্যে জীবন প্রাপ্ত ভগ্নিগণই জানানা মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তবে অনেক সময় ক্ষেত্রে শ্যামাঘাসও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই শ্যামাঘাস প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত থাকিবেই, কোন মনুষ্যই তাহা উৎপাটন করিতে পারে না, তাহা স্বর্গীয় দূতগণের কার্য্য, মথি ১১ ; ৪, ৪২। অতএব বক্তা খ্রীষ্টীয় ভদ্র লোকের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, খ্রীষ্টীয় ভদ্র লোকের পরিবার যদি খ্রীষ্টের হন তবে তিনি স্বামীর অনুরোধে কিম্বা প্রতিবন্ধকতায় প্রভুর কার্য্য করিতে বিরত হইবেন না। এবং বুঝিতে পারিবেন যে, যে স্বামী প্রভুর কার্য্যে বাধা দেন তিনি কিরূপ ভদ্র।

কএক জন উপাধি ধারী ভদ্র লোকের পরিবারও যে জানানা মিশনের কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণার্থে আমরা আমাদের মাননীয় দুই জন পাদ্রির পরিবারের কথা উল্লেখ করিতে পারিতাম কিন্তু ক্ষান্ত রহিলাম। বক্তা অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

কি জানি বক্তা বলিবেন জানানা শিক্ষয়িত্রীরা আট টাকা দশ টাকা বেতন পান, সেই জন্যই ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ভদ্রতার জন্যে ব্রতী হন না। যদি এই দোষ জানানা শিক্ষয়িত্রিদের প্রতি দেওয়া হয় তবে যে সকল প্রচারক প্রচার করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের প্রতিও বলিবেন যে তাহারাও ভদ্র লোক নহে, কেবল টাকার জন্যে কর্ম্ম করে, তাহাও শাস্ত্র ও ন্যায় সঙ্গত নহে। যাহারা অন্যের নিকটে গিয়া সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদেরও আহার বস্ত্র আবশ্যক, সুতরাং টাকা চাহি, সেই জন্যে কেহ তাহাদিগকে বেতনগ্রাহি বলিতে পারে

না, শাস্ত্রে লিখিত আছে—"কার্য্যকারী বেতনের যোগ্য।" কিন্তু যদি কেবল টাকাই উদ্দেশ্য হয় তবে, বেতনগ্রাহী বলা যাইতে পারে; প্রচারকদিগের মধ্যে দুই চারি জন বেতনগ্রাহী লোক থাকিতে পারে, জানানা শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যেও থাকিতে পারে, সকলে তদ্রূপ নহে। আরও দুই এক জন বক্তা জানানা মিশনের বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলেন, সে সকল এক্ষণে আন্দোলন করিতে চাহি না কিন্তু এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বড মন্দ স্থান কলিকাতা আমাদের সর্ব্বনাশ। বঙ্গবন্ধু পাঠ করিয়া মহাত্মার ঐ কথাটি অবগত হইয়া আমার দুঃখ বোধ হইল,যে তিনি কেন ইহা বলিলেন, তিনি যে যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্য বলিবেন আমার মনে কখন বিশ্বাস হয় না,কেননা তিনি প্রভুর ক্ষেত্রে কার্য্যকারী তাহা আমি বেশ জানি। বোধ হয় এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে,সেই জন্যে ঐ যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছেন। আমার নিশ্চয় জ্ঞান, তিনি যদি একবার বিবেচনা করেন তবে স্বীকার করিতে হইবে, যে এক স্থান উত্তম এক স্থান মন্দ, তাহা নহে, সহরে বহু লোকের বাস,সংখ্যাধিক্য বশতঃ দোষের ভাগও অধিক হইয়া পড়ে, পল্লি গ্রামে অল্প লোকের বাস, দোষের ভাগও অল্প হয়, এই মাত্র বিশেষ; তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা আমাদের সর্ব্বনাশ ও মন্দ স্থান বলা যায় না। কলিকাতায় যে সকল উত্তম উত্তম কার্য্য সাধন হইতেছে,তাহা দেখিলে সহস্র মুখে বলিতে হইবে, কলিকাতা উত্তম স্থান এবং আমাদের মহা উপকার জনক। এস্থানে বহু ভক্তগণ বাস করিতেছেন, এবং প্রভুর দাসগণও অনেক আছেন, তাঁহারা অবিশ্রান্ত প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া নানাধিক সভা, প্রার্থনা সভা ও নানা দিকে স্কুল স্থাপন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেছেন। দেখ একদিকে বিশপস্ কলেজ এক দিকে ডিবিনীটি স্কুল, ও নর্ম্মাল স্কুল, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি নানা প্রকার স্কুল করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, আবার জানানা মিশন হিন্দু বালিকাদিগের জন্য স্কুল করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন, ওদিগে জানানাগণ বাবুদের বাড়ি বাড়ি স্ত্রী শিক্ষা দিয়া থাকেন,এখানে কোন পক্ষেই অভাব নাই, এখানে ঐশ্বরিক ধন বৃদ্ধি পাইয়া দেশ দেশান্তরে বিতরিত হইতেছে। জাগতিক বিষয়ও তেমনি, আজ কাল কলিকাতা দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত লোকদের কত উপকার করিতেছে, কলিকাতা না থাকিলে আজ কত শত শত মানুষ দুর্ভিক্ষাতে ও জলপ্লাবনে পীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইত। তবে দেখ, কলিকাতা কি মন্দ স্থান? আবার কলিকাতা রাজধানী। বড় বড় লোকের বাস স্থান, এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক,এস্থানে খাটিয়া খাইতেছে, প্রাণ বাঁচাইতেছে। বড বড ডাক্তার খানা আছে, বিনা মুল্যে ঔষধ পায় ও আহার বস্ত্র পায়, আমহাউসে কত কত দুঃখি আহার বস্ত্র পাইতেছে, এস্থানে অনেক ছাপা খানা আছে, তাহাতে শত শত জ্ঞান গর্ভ সংবাদ পত্র,বাইবেল ও ট্রাক্ট মুদ্রিত হইতেছে, ইত্যাদি বহুতর উত্তম উত্তম কার্য্য

হইতেছে ; তবে এস্থান মন্দ ও আমাদের সর্ব্বনাশের স্থান কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ?

আর একটী কথা বলি, যাহারা এ স্থানে জানানা কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা অল্পই লেখা পড়া জানিত এবং বাইবেল সম্বন্ধে জ্ঞানও অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহারা এস্থানে আসিয়া জানানা মিশন দ্বারা সে সকল বিষয় কত উন্নতি করিয়াছে, ও হিন্দু পরিবারের মধ্যে শিক্ষা উপলক্ষে গতায়াত থাকাতে সাংসারিক সভ্যতাও শিক্ষা করিতেছে। তবে এস্থানে আসাতে তাহাদের পক্ষে যে মন্দ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; আমার জ্ঞানে কলিকাতা আমাদের পক্ষে সর্ব্বনাশ নহে বরং বহুগুণে উপকার জনক। মহাত্মা যদি বিবেচনা করেন তবে বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে আবার দেখা যাইবে।

এন এন সরকার।

বিবিধ সম্বাদ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম চর্চ্চ-মিসনরী সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরী পার্কর সাহেব স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্র এ দেশে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বুন্দেলখণ্ডে মিসনরীর কার্য্য করিবেন। আশা করি তাঁহার কার্য্যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে।

যাহাতে কলিকাতা কালেজ ও স্কুলের ছাত্রগণ সর্ব্ববিষয়ে বিশুদ্ধাচারী হয় তজ্জন্য কতকগুলি মিসনরী ও ব্রাহ্ম প্রচারক সভা স্থাপন করিয়াছেন। কুলটাদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে বাঁচান এই সভার উদ্দেশ্য। হতভাগ্য তিনকড়ি পালের শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতে এ বিষয়ে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। সভার উদ্দেশ্য বড় ভাল, কিন্তু লোকদিগকে বাঁচাইবার কি এই প্রকৃত উপায় ? এ দিকে দরখাস্ত ও দিকে দরখাস্ত করিলে কি হইবে ? গবর্ণমেন্টই বা কি করিবেন, সভাই বা কি করিবে ? দূরদর্শী প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক স্যারআর্থর হেল্পস যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। আইন কানুনে কিছুই হইবে না। এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় বেশ্যাদিগকে উঠাইয়া দেও তাহাতে প্রতীকার কি হইবে ? ক্রমাগতঃ শিক্ষা দেও, উন্নত ও সত্য ধর্ম্মভাব প্রচার কর, ঈশ্বরের নিরূপিত অমোঘ ঔষধ সেবন করাও, তাহা হইলেই এই ভয়ানক ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে, নতুবা অন্যান্য উপায় ব্যাধিকে স্পর্শও করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে এখন সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জন বিশপ আছেন। আমরা ব্রহ্মদেশের বিশপকে এই সংখ্যার মধ্যে ধরিয়াছি। কলিকাতার লর্ড বিশপ সম্প্রতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা গেল যে, অতি অল্প কালের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এক জন

বিশপ নিযুক্ত হইবেন। তাহা হইলে আমাদের শ্রদ্ধেয় বিশপের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হইতে পারে।

একদা জনৈক আচার্য্যের গৃহে একটী সভা হয়। আচার্য্য মহোদয় একতার বিশেষ পক্ষপাতী। সেই সভায় নানা সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ান উপস্থিত ছিল। উক্ত আচার্য্য এক জন মুসলমানের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কিছু গোলমাল শ্রুত হইল। তাঁহারা শুনিলেন ধর্ম্ম লইয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা বাকবিতণ্ডা করিতেছে। মুসলমানটী সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "দেখুন আপনাদের মধ্যে মত লইয়া কেমন দলভেদ।" পাদ্রী মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি আপনাকে দেখাইব যে যদিও কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে, তবু আসল আসল বিষয়ে এক মত।" এই বলিয়া তিনি বাকবিতণ্ডাকারীদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আইস প্রার্থনা করা যাউক।" এই কথা বলিবামাত্র সকলে অবনত জানু ও অবনত মস্তক হইয়া প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

জাপানের মিশনরী-বিশপ ডাক্তার পুল অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, বিগত ১৪ জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশপের পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালিন তাঁহার বয়স কেবল ৩৭ বৎসর হইয়াছিল।

বিবিধ বিষয়।

রেভঃ বমওয়েচ সাহেবের নূতন নিয়মের (New Testament) অনুবাদ সমাপ্ত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা পাঠ করিলে লোকদের জ্ঞান জন্মিবে। এত পরিশ্রম, বিদ্যা ও যত্নের ফল যে ভালই হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আর কি আছে? আমরা আদ্যোপান্ত এখনও ভাল করিয়া দেখিবার সময় পাই নাই, কিন্তু আগামী বারে আমাদের যাহা বলিবার আছে বলা যাইবে। এখন আমরা কেবল এই মাত্র সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এমন সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে এ দেশে কখন হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চম্যান বলেন, সাধু পৌল বলিয়াছেন, "আমি স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতে অনুমতি দিতে পারি না।" "তোমাদের স্ত্রীগণ উপাসনালয়ে মৌনাবলম্বন করুক" কিন্তু বর্ত্তমান দলভেদীদের সাধু পৌলের অপেক্ষা কিছু বেশী জ্ঞান। একটী কাগজে লেখা আছে, এক জন স্ত্রীলোক মেথডিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট প্রচার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে দুই বৎসরের জন্য ব্রুক্লীনের উপাসনালয়ের পরিচারিকা নিযুক্ত হন। কমিটী মনে করিয়াছিলেন বাইবলে এরূপ নিয়োগ সম্বন্ধে কোন আপত্তি নাই।

অনেকে বাইবেলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর আবিষ্কার করেন। আমেরিকার

'বাইবল পরিবার"(Bible Families) এবং যথেচ্ছাচারী প্রেমিকেরা (Free-Love) বাইবল হইতে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বিবাহ প্রথাই দূষণীয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য পরিচর্য্যা করা সম্পূর্ণরূপে বাইবলের অনুমোদিত।

দিল্লী কেমব্রিজ মিশনের ভূতপূর্ব্ব মিশনরী রেঃ এইচ ব্র্যাকেট সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি উক্ত মিশন পনের সময় আসিয়াছিলেন, কিন্তু বৎসর পরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ যায়। স্বাস্থ্যের জন্য বিলাত প্রতি- করেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি গশন সোসাইটীর পর্য্যটক সেক্রে ছলেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম কেম্ব্রিজ মিশনের অধিনায়ক পূজ্যপাদ বিকর্‌ষ্টেথ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন। পীড়া নিবন্ধন তাঁহাকেও বিলাত যাইতে হইয়াছিল। বিলাতে তাঁহার উচ্চদরের কাজ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মিশনরী-ব্রত ত্যাগ-স্বীকারের জন্য। অতএব ভারতবর্ষে না আসিয়া থাকেন কি প্রকারে?

ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হেরাল্‌ড বলেন, আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অল্প দিনের মধ্যে রেভঃ রজর দত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কাণপুরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অবস্থিতি কালে অবিমিশ্র মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় বাস্তবিক তাঁহার গমনে দুঃখিত হইবে। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ান কন্‌ফেরন্সের বিগত অধিবেশনে আমাদের প্রিয় ভ্রাতার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মন্তব্যটী এই, "কনফেরন্‌স দুঃখের সহিত শুনিয়াছেন যে, রেভঃ রজর দত্ত কাণপুরে বদলী হইবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা সভায় যোগ দিয়া উহার বল বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার প্রশস্ত উদার ভাব ও শিষ্টাচারে আমাদের সমাজের মঙ্গল সাধনের অনেক সাহায্য হইয়াছে। মণ্ডলীর মঙ্গল, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ উভয়েই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, যে তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতি বাঞ্ছনীয়। বদলী না হইয়া কলিকাতায় থাকিলে কনফেরন্স সুখী হইবেন।"

---

২৪ অক্টোবরে বিশপ্‌স কালেজে সম্মিলনী সভার ষাণ্মাসিক অধিবেশন হয়। প্রায় ৬০, ৭০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিয়া সভার উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। কলিকাতার নানা মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে রেভঃ ভবানীচরণ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেন্ট সেভিয়র ও ট্রিনিটী গির্জ্জার সভ্যেরা সুমিষ্ট স্বরে গীত গাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে রেভঃ বরদাচরণ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "প্রকাশ্য উপাসনা—কি রূপে প্রকাশ্য উপাসনা অধিক পরিমাণে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে" এই

বিষয়ে দুইটী প্রবন্ধ বাবু কালীনাথ বসু ও রামকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক পাঠ করা হয়। আলোচ্য বিষয়টী স্বাধীন ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। যতদূর পর্য্যন্ত বুঝা গেল তাহাতে ইহাই স্থির নিশ্চয় যে সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, আচার্য্যগণের প্রতি লোকসাধারণের বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তি নাই। যত দিন পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের প্রতি লোকসাধারণের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত ইপ্সিত ফলের আশা করা যাইতে পারে না। ভরসা করি ক্রমে ক্রমে সন্দেহের ভাব দূর হইয়া যাইবে, পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে, পরস্পরের ভার বহন করিতে শিক্ষা করিবে। এক সম্প্রদায়ের হৃদয় অন্য সম্প্রদায়ের হৃদয়ের সহিত মিশিয়া না গেলে, উভয় সম্প্রদায় মণ্ডলীর সাধারণ মঙ্গলের জন্য প্রাণ পণ না করিলে, ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাব একবারে বিদূরিত না হইলে মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? কেবল বিশপ, পুরোহিত, সেবকের সমষ্টিতে তো মণ্ডলী হয় না, সকল বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ব্যক্তির সংযোগ, সমাবেশ ও সমষ্টিতেই মণ্ডলীর পূর্ণতা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া তো দেহের পূর্ণতা? তবে কেন স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করা হয়? অভিন্ন দৃষ্টির অসদ্ভাবই এই দুর্দ্দশার কারণ বলিতে হইবে। যত শীঘ্র এই শোচনীয় ব্যাপার তিরোহিত হইয়া যায় ততই ভাল।

কলিকাতা ডাওশিসন বোর্ড অব মিসন কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে রেভঃ জে, আর হিল ও রেভঃ রজর দত্ত কাণপুরে বদলী হইবেন রেভঃ বোন বাণ্ডায় এবং রেভঃ ডি. এইচ, জি ডান কলিকাতায় বদলী হইবেন।

সেন্ট সেভিয়র গির্জ্জার সমস্ত ভার বিশপস্‌ কালেজের প্রিন্সিপ্যাল হোয়াইটহেড সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইবে। বিশপস্‌ কালেজের সহিত সেন্ট সেভিয়র মিসনের সম্বন্ধে কিছু ঘনীভূত হইবে। বিধর্ম্মীদের কা[illegible] প্রচার করিবার ভার রেভঃ ভবা[illegible] চৌধুরির হস্তে ন্যস্ত করিবার প্র[illegible] হইয়াছে। রেভঃ বরদাচরণ [illegible] সম্ভবতঃ বিশপস্‌ কালেজের [illegible] থাকিয়া অনুবাদকের কার্য্য ক[illegible] কলিকাতায় প্রোপাগেসন সোসাইটি আরও অনেক পরিবর্ত্তনের কথা আছে বিশপ মহোদয় কলিকাতায় না আসিলে বোধ হয়, কিছুরই স্থির মীমাংসা হইতেছে না।

সম্প্রতি বিলাতের দুইটী প্রসিদ্ধ বিশপের মৃত্যু হইয়াছে। এক জনের নাম ডাক্তার জেম্‌স রসেল উড্‌ফোর্ড, ইনি এলীর বিশপ ছিলেন। আর এক জনের নাম ডাক্তার জেম্‌স ফ্রেসর, ইনি মানচেষ্টরের বিশপ ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

কলিকাতা ।

১৮৮৫ ।

মূল্য দুই আনা মাত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকবর্গকে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি তাঁহারা আপনাদের স্ব স্ব দে পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহক দুই তিন বৎসরের মূল পাঠান নাই। একবারে না পারেন দুই বারে পাঠাইলেই হইবে। যাঁহারা গ বৎসরের মূল্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরিতের নিক বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। সকলের সুবিধার জন্য বাৎসরিক মূল্য এ টাকা মাত্র ধার্য্য করা গিয়াছে। আমরা পাঠকদের ভদ্রতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি যদি টাকা চাহিবার সময় তাঁহারা এ ওজর ও ওজর করেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

শ্রীবরদাচরণ ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৮ নং ইমদাদ আলীর লেন।

বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর অগ্রিম মূল্য ১্ এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারে অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীবরদাচরণ ঘোষ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু ।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন ।)

[৪র্থ খণ্ড ।] নবেম্বর ১৮৫ । [২য় সংখ্যা ।

ভালবাসা ।

আহা ! কি মধুর, কি অমৃতাভিষিক্ত শব্দ ! শুনিলেই পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হয়, চিত্তকাঠিন্য ঘুচে, মনের গরল দূর হয় । ভাষায় তেমন কথা নাই, জগতে তাহার উপমাস্থল নাই তবে কেমন করিয়া বুঝাই "ভালবাসা" কি ? মনে উঠিলে বুক ফাটিয়া যায়, মাথা ঘুরে ; শ্রবণ করিলে চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত প্রবাহ বাহির হয় । দূরাগত বীণাশব্দবৎ, নদীহৃদয়ে অস্ফুট চন্দ্রালোকে কোকিল-কণ্ঠ-গীতিবৎ, সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম পরিমলবাহী সায়াহ্ন সমীরণবৎ, নিদাঘে মলয় পবনবৎ সেই বাণী । মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই, আমার এই স্বপ্নময়ী কল্পনায় তেমন কবিত্ব নাই ; শ্রোতার তেমন সহৃদয়তা নাই ; তাই ভাবিতেছিলাম কেমন করিয়া বলিব "ভালবাসা" কি ? তেমন সুখশান্তি-সৌন্দর্য্য-পবিত্রতা পরিপূর্ণ কই কিছু ত দেখিতে পাই না ? তবে কি আজ মনের সাধ মিটিবে না ?

পাঠক ! আইস, আজ আমি তোমার শিরায় শিরায় প্রত্যেক ধমনীতে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে, মনের অভ্যন্তরে—গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত "ভালবাসা" গাঁথিয়া দিব । তবে কথা এই—ধৈর্য্যসহকারে ও নিবিষ্টচিত্তে বারেক ইহার আগাগোড়া পাঠ করিও ।

এই সমগ্র ভূমণ্ডলে তুমি আমি কেই বল দেখি কয় দিনের জন্য ? তবে যে বেঁচে আছি—তাহার কারণ—তুমি আমাকে ভাল বাস—আমি তোমাকে ভাল বাসি বলিয়া ; নতুবা এ সংসার ছায়াবাজি মাত্র ; কে বলিবে যে সংসার

ভালবাসাময়? কিন্তু তাহা নহে। জগতে যেখানে যাও "ভালবাসা" দেখিতে পাইবে। নিবিড় কান্তারে প্রবেশ কর, বনপশু মধ্যে "ভালবাসা" দেখিবে, শূন্য মার্গে নিরীক্ষণ কর, খেচর মধ্যে "ভালবাসা" পাইবে। গভীর বারিধিতলে যাও, জলচর মধ্যেও "ভালবাসা" আছে দেখিবে। আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে পদার্পণ কর, ভালবাসার এক শেষ দেখিতে পাইবে। পিতা পুত্রে স্নেহ ও ভক্তিরূপে ভালবাসা বিদ্য[illegible] ... বন্ধুমধ্যে সহৃদয়তা ভাবে, মাতা পি[illegible] প্রেম ও মমতাকারে "ভালবাসা" বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ দেখ গুরু শিষ্যকে প্রহার করিতেছেন এ কি ভালবাসার দৃষ্টান্ত নহে? প্রভু ভৃত্যকে ধমকাইতেছেন কেননা [illegible] প্রভুর ভালবাসার পাত্র। এ দিগে দেখ পুত্র শোকাতুরা হতভাগিনী জননী পুত্র বিয়োগে অধীরা হইয়া ক্রন্দন রোলে মেদিনী টলাইতেছে, আকাশ কাঁপাইতেছে, কেননা আজ তাহার হৃদয়ের ধন—ভালবাসার নিধি, অঞ্চলের রত্ন, জন্মের মত অপহৃত হইয়াছে; এ কি ভালবাসার চিহ্ন নহে? গৃহস্থ ভিক্ষুককে তণ্ডুল দান করিতেছেন, কেননা তিনি তাহাকে এক মুষ্টি অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে রোরুদ্যমান দেখিয়া মর্ম্মে পীড়িত হইলেন। এই জন্যই সম্প্রতি জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক কহিতেছিলেন:—

"যে দিগে ফিরাই আঁখি পাই দেখিবারে
ভালবাসা। অপরূপ রূপের মাধুরী।"

ঐ যে অনাথা পতি বিয়োগ বিধুরা কামিনী, নিজ হৃদয় সর্ব্বস্ব স্বামীশোকে পাগলিনীপ্রায়, আলুলায়িত কেশে, ধরাকে শয্যা করত, অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন দ্বারা মেদিনী সিক্ত করিতেছে, ও বাষ্পবারি বিগলিত নেত্রে দিবানিশি আপন মৃত্যু কামনা করিতেছে, এ কি ভালবাসার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নহে?

ভালবাসায় পাপ নাই—প্রণয় দোষাবহ নহে। যে ইহাকে অন্যায় মনে করে সে নিজ অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করে মাত্র। মনুষ্য জীবনে যত কিছু উদ্দেশ্য [illegible] পারে "ভালবাসা" [illegible] নহে। পরবর্ত্তি কালের মনুষ্য প্রকৃতি পূর্ব্ববর্ত্তিকালের ভালবাসা সংঘটন সাপেক্ষ। কেবল ব্যক্তিবিশেষের বলি: নহে মনুষ্যজাতির শুভাশুভ এই "ভালবাসার" উপর নির্ভর করে। তাই বলি "ভালবাসা" পবিত্র, "প্রণয়" ধন্য, "প্রেম" ও "সদ্ভাব" পূজ্য, "ভক্তি" ও "স্নেহ" জগতের হিতকারী। আবার বলি ভালবাসা ব্যতীত ধর্ম্মে আস্থা জন্মে না, সুতরাং "ভালবাসা" পূজ্য, "প্রণয়" নমস্য —প্রেম" সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

কবিগুরু Scott বলেন—

"Love rules the court, the camp the grove. And man below, and saints above. For love is Heaven and Heaven is love"

এক্ষণে স্বার্থত্যাগ যদি ঐশিক ভাব হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে, "ভালবাসা" ব্যতীত আর কোথাও সে ভাব নাই; প্রেম ব্যতীত অন্য ঈশ্বরত্ব

স্বীকার করাও যেন কেমন কেমন বোধ হয়, সুতরাং যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেবল তাহা নহে—মনুষ্যের তাবৎ মহৎ কীর্ত্তি প্রেমমূলক। সংগীত বিদ্যার মূলে প্রেম আছে—ভাষার মূলে প্রণয় আছে কিন্তু কি বলিতেছিলাম—হাঁ আর এক কথা—"ভালবাসা" অন্ধ। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে "Love is blind"—সত্য ভালবাসার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। প্রেম নির্বিকার। পশুপক্ষী আদির ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে ঘোটক ও কুক্কুটে প্রণয় জন্মে; বীবর ও হস্তি, শার্দ্দুল ও বক, কুক্কুর ও মহিষ, মেষ এবং বিড়াল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন [illegible]কৃতিবিশিষ্ট জন্তুর, একের সহিত অপ-[illegible]বশেষ প্রণয় জন্মে। মনুষ্য মধ্যে [illegible] যায় যে হিন্দুগণ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে যবন ও ম্লেচ্ছ জ্ঞানে এমন কি স্পর্শ মাত্রও করে না, [illegible] দেখা গিয়াছে [illegible] খ্রীষ্টি[illegible] সন্তানের মুখচুম্বন করিতেছে। যিনি আপনাকে হিন্দুজ্ঞানে ইংরেজের ছায়া মাড়াইলে এমন কি তাহার নাম করিলেও গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন, আজ কি না তিনিই বিলাত ফেরৎ এবং এক ইংরাজ মহিলাকে সংসার সঙ্গিনী করিয়া ভালবাসার খাতিরে একুল ওকুল দুকুলেই জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছেন। পক্ষান্তরে—দীনবন্ধুর "সেলিম" ও "অশ্রুমতী", সেক্ষপীয়রের রোমীয় ও জুলিয়েট ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। বঙ্গের জনৈক ইদানীন্তন কবি কহিতেছেন—

"প্রেমের প্রতিমে! স্নেহের সাগর,
করুণানিঝর, দয়ার নদি!
হ'ত মরুময় সব চরাচর;
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

—

"ন্যাশনল" বা জাতীয় ভাব।

কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ন্যাশনল ফণ্ড" সম্বন্ধে দুই একটী সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। আরম্ভেই যে গুটিকতক কথা লেখা হইয়াছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিলেই নয়। কথাগুলি এই—"ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপার ইত্যাদি। এমন কোন প্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই না, যাহার প্রতি [illegible] শব্দের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ [illegible] করি[illegible]শনল কশাই-খানা করিলে কেমন হয়? সেখানে ন্যাশনল গরু জবাই করিয়া ন্যাশনল হোটেলে ন্যাশনল বীফস্টেকের আয়োজন করা যাইতে পারে। কারণ এখন এক দল আর্য্য উঠিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতী ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না, কিন্তু ন্যাশনল্ শব্দের গণ্ডূষ করিয়া তাহাকে শোধন করিয়া লন। ক্রমেই ন্যাশনলের দল পুষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি ন্যাশনল্ ফণ্ড নামে আর একটা কথা শুনা যাইতেছে। যখন কোন অনুষ্ঠানকে আগে ভাগে জোর করিয়া ন্যাশনল বলা হয় তখন মনের ভিতর

কেমন সন্দেহ হয়, বুঝি এ জিনিষটী ঠিক ন্যাশনল নয়, তাই ইহাকে এত করিয়া ন্যাশনল বলা হইতেছে ! দুর্গা-পূজাকে কেহ যদি বলে ন্যাশনল দুর্গা-পূজা, তাহা হইলেই ভয় হয় ইহার কিছু গোলযোগ আছে। এই ফণ্ডের সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে।"

আর বেশী উদ্ধৃত করিবার এখন প্রয়োজন নাই। ন্যাশনল বা জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আজ কাল যে কত কথা শুনা যায় তাহার সংখ্যা নাই। কতই যে কৌতুক ও রহস্যজনক কথা শুনা যায় তাহা বলিবার নহে।

এখন কথা হইতেছে জাতীয় ভাব কাহাকে বলে ? আমাদের বোধে ইহার উত্তর দেওয়া বড় শক্ত নয়। আহার, পরিচ্ছদের কথা জাতীয়ভাবের আন্দোলনে বড় আবশ্যকীয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। আহার, পরিচ্ছদ রুচির উপরে নির্ভর করে। রুচি আবার ভিন্ন ভিন্ন লোক ও জাতির সহিত সংঘর্ষণের উপর নির্ভর করে। যাহারা জাতীয়ভাবের গোঁড়া পক্ষপাতী, যাঁহারা "আর্য্য" ও "জাতীয়ভাবের" কথাতেই একেবারে মাতিয়া উঠেন যাঁহারা অনবরত শিক্ষা দেন, ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ একেবারে দূষণীয়, তাঁহারাই নিজে জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, একটী আধটী করিয়া দেশীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। প্রভেদ এই, কেহ অল্প পরিমাণে, কেহ অধিক পরিমাণে বিজাতীয় আচার ব্যবহারে দীক্ষিত হইতেছেন। স্রোতে সকলেই ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন প্রায় কেহই নাই, যাঁহারা কিছু না কিছু পরিমাণে স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা বিলাতী বুট, বিলাতী চেয়ার, বিলাতী আহার ব্যবহার করেন, তাঁহারা বলেন সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে এই সকল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আবার যাঁহারা কিছু অগ্রসর হইয়া কোট হ্যাট ধরিয়াছেন তাঁহারাও উক্ত প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তবে কি জাতীয়ভাব নাই। আছে বৈ কি ! বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব কেবল অনুকরণপ্রিয়তা নহে। অনুকরণপ্রিয়তা তো ভাল। বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব জগতে বিদিত। কতকগুলি ভাল ভাব আছে, অনেকগুলি মন্দও আছে। কোট হ্যাট পরই, বিফকটলেটই চর্ব্বণ কর, ভীরুতা যাইবে কোথায় ? পুরা সাহেবী পোষাকে আচ্ছাদিত হইলেও বাঙ্গালী হৃদয়, বাঙ্গালী সাহস তো রহিয়াছে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে শৈথিল্য, আলস্য, জাতীয় উন্নতিকল্পে দৃঢ় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে বাঙ্গালী উদাসীন। এই সকল জাতীয়ভাব। ভাল গুণও অনেক আছে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, আত্মীয় কুটুম্বের উপকার করা, ইত্যাদি বাঙ্গালীর জাতীয় গুণ আছে। জাতীয় কতকগুলি গুণ আছে, যাহা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ। রং যেমন বদলাইতে পারি না তেমনি সেই সকল বদলাইতে পারি না। ইচ্ছা করিলেই যে সেই সকল গুণ বর্জ্জিত হইতে পারি, তাহা ভ্রমমাত্র। এ বিষয়ে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও

আছে। ইংরেজ, ফরাশীস, জর্ম্মণ, ইতালিয়ানের মধ্যে আচার পরিচ্ছদে বড় প্রভেদ নাই। কিন্তু একটী জাতিও অপরটীর সমান নহে। ইংরেজের কতকগুলি বিশেষ জাতীয় গুণ অথবা দোষ আছে, জর্ম্মণের সেই প্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ অথবা দোষ আছে। যাহারা ইউরো[illegible]ের ভিন্ন জাতীয় লোকের সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারা সেই বিশেষ বিশেষ গুণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

জাতীয় ভাব অর্থে যদি এই বুঝিতে হয় যে, বাঙ্গালীর দেশের উন্নতি সাধনে যত্ন করিবেন, তাহা হইলে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এক জন ব্যক্তি আপনার পরিবারকে ভাল বাসিবে, সে কথা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। পরিবারের পর আপনার জন্মস্থানকে ভাল বাসিবে, তাহাও বলিয়া দিতে হয় না। এটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও ইহার বিকৃতি ঘটিতে পারে। যখন বিশ্বজনীন ভাবের বিরুদ্ধ হয়, তখন জাতীয়ভাব সংকীর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। আমার মঙ্গল হউক, আমার পরিবারের ভাল হউক, আমার দেশের উন্নতি হউক, বলিয়া যদি আমি এমন মনে করি যে আর কাহার, আর কোন পরিবার ও দেশের এরূপ মঙ্গল বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা হইলেই দোষ পড়িয়া গেল, তাহা হইলেই আমার জাতীয়ভাব সংকীর্ণ ও একেবারে দূষণীয় হইয়া দাঁড়াইল।

আমাদের আশঙ্কা পাছে আমাদের "আর্য্য" ভ্রাতৃগণের এই রূপ অনুদার ভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠে। এরূপ ভাব জাতীয় অবনতির একটী বিশেষ কারণ। পণ্ডিত শশধরের ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিমাপূজা।

শিক্ষক। দেবপূজার কথা আজ কাল বড় শুনা যায়। তুমি বলিয়াছ দেবপূজা অন্যায় ও নিষিদ্ধ। তুমি কি আমায় বলিতে পার ইহা নিষিদ্ধ কেন?

ছাত্র। দেব অথবা প্রতিমা আমার মতে পূজার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না।

শি। মনে কর যদি কোন পৌত্তলিক বলে, "আমি তো প্রতিমা পূজা করি না। আমি এমন একটী জিনিস দেখিতে চাই, যাহা আমাকে মহান পরমেশ্বরকে মনে করিয়া দিবে। তুমি বোধ হয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রতিমূর্ত্তি, ছবি স্মরণার্থে রাখিয়া থাক; তেমনি আমি অদৃশ্য পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবার জন্য প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি।" এমন দেবপূজককে তুমি কি বলিবে?

ছা। জানিনা কি বলিব।

শি। তুমি কি বলিবে না, আমি বন্ধুবান্ধব, প্রিয় জনের ছবি রাখি, কারণ ছবির সহিত তাঁহাদের আকারের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যদি ছবি দ্বারা তাঁহাদের আকারের কোন জ্ঞান না

জন্মে, বরং বিপরীত ফলই হয় তাহা হইলে আমি তাহা রাখিয়া কি ক'রব? তুমি কি এই রূপ কথা দেবপূজকের যুক্তি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পার না?

ছা। আপনার কথার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে কোন ছবি কি প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

শি। কেবল তা নয়, আমার তাৎপর্য্য এই যে ছবি, প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, বিকৃত জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। কেননা তাহা দ্বারা দুই একটী গুণ মাত্রই প্রকটিত হইতে পারে, আর সেও ভাল করিয়া হইতে পারে না। প্লেটোর (Plato) মতে সেই ব্যক্তি অনেক অংশে ঈশ্বরের সদৃশ যে সর্ব্বতোভাবে ন্যায়বান। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ আছে। ভাল মানুষের সাধুতা অথবা ন্যায়পরায়ণতা দেখিলে আমাদের নিজের মঙ্গল হয়, আর আমরা ঈশ্বরের স্বভাবও কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ করিতে হয়—যাহাতে অমুক ২ গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে সে কেবল মাত্র মনুষ্য, ঈশ্বরের হস্তের একটী মহৎ কার্য্য। কিন্তু যদি আমরা নির্দ্দেশ করি, ইহাতে ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে প্রতিবিম্বিত ও নিদর্শিত, তাহা হইলে ঐশিক গুণের বিষয় বেশী না করিয়া কম করিয়াই শিক্ষা করা হয়।

ছা। আচ্ছা, প্রাচীন পৌত্তলিকেরা কি এই রূপ করিত?

শি। এ বিষয়ে তোমার কি কিছু সন্দেহ আছে? তাহারাও প্রথমে ২ প্রস্তরাদি একত্র সংগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের স্মরণার্থে রাখিত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই স্তূপাকার প্রস্তরকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া লইত। এই প্রকার পূজা জড়োপাসনার সূত্রপাত।

ছা। গ্রীস, রোম মিশরের কথা এখন থাকুক, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সত্য পথ প্রকাশ করিলে পরও যিহুদীরা কেন প্রতিমাপূজাসক্ত হইল?

শি। ক্ষুদ্র শিশুরা যেরূপ গুণাধার হইতে গুণকে পৃথকরূপে ভাবিতে পারে না, সেই রূপ সে কালের লোকেরাও গুণাধার হইতে গুণকে পৃথক করিতে পারিত না।

"বল" একটী গুণ বিশেষ, কিন্তু সে কালের লোকেরা বল বলিলেই বলবান্ মনুষ্য, বৃষ, সিংহ অথবা অন্য কিছু মনে করিত। শুধু বল বলিলে তাহারা তাহা মনে সহজে ধারণা করিতে পারিত না। তাহার একটী কারণ এই, তাহারা যেশু খৃষ্ট প্রকাশিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা অবগত ছিল না। যেশু খৃষ্টের শিক্ষা—ঐশিক গুণ নিচয় কোন বাহ্য আকার বা রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তদ্ব্যতীত সত্য অদৃশ্য ঈশ্বরের উপাসনার সে রূপ বাহ্যিক আকর্ষণী শক্তি ছিল না, যে রূপ অস্তারোথ, মলোখ অথবা রোমক, গ্রীক কি হিন্দুদিগের দেব দেবীর উপাসনার আনুষঙ্গিক ছিল। ছবি, চিত্র, ভোজ, নৃত্য গীত, সংকীর্ত্তন, পুরোহিতের ক্রিয়া কলাপ, শারীরিক অভিলাষের চরিতার্থতা, সকলই জড়োপাসনার আনুষঙ্গিক

আনুষঙ্গিক ছিল। স্বভাবতঃ এই সকলই ভ্রষ্ট পতিত মনুষ্যের চিত্তাকর্ষক। যিহুদিরা যে স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থাচ্যুত হইয়া বৈদেশিক জড়োপাসনা সম্পর্কীয় ক্রিয়া কলাপের অনুগমন করিয়াছিল, তাহা বিচিত্র নহে। যিহুদীরা সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যিহুদী জাতির ইতিহাসে আমরা এইটী শিক্ষা করি যে ঈশ্বর বিশেষ করিয়া আমাদিগকে আপনার ইচ্ছা জ্ঞাত না করিলে আমরা তাঁহার পূর্ণ ইচ্ছা জানিতে পারি না, তাঁহার শিক্ষার দিকে আমাদের আত্মার চক্ষু সর্ব্বদা প্রধাবিত না হইলে আমরা বিপথগামী হইয়া ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাঁহার সৃষ্টদ্রব্যের উপাসনায় আসক্ত হইব। ঈশ্বরের উপাসনা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সম্পূর্ণরূপে মন, হৃদয়, বুদ্ধি, বিবেক এবং আর আর বৃত্তি নিচয়কে সংযত করিয়া একাগ্রতা পূর্ব্বক ধ্যান না করিলে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় না।

ছা। আমি যতদূর আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে আমার এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, যে ভ্রষ্ট মনুষ্য স্বভাবতঃ জড়োপাসনায় আসক্ত। পতন দ্বারা মনুষ্যের সমস্ত মানসিক শক্তি ও বৃত্তির বিকার জন্মিয়াছে। মন যায় না—সত্য অপাপবিদ্ধ সর্ব্বদর্শী পবিত্রময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে, তাঁহার সহবাসে থাকিতে। মন যায়—এমন দেবতা নির্ম্মাণ করিতে যাহার সহিত ভ্রষ্ট মনুষ্যের কলুষিত মনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উপাসক উপাস্য দেবতা নির্ব্বাচন করে যে রূপ, সেই রূপ উপাসকও ক্রমে ২ উপাস্য দেবতার সদৃশ হইয়া যায়। আপনার সহিত এ বিষয়ে আরও কথোপকথন করিবার সাধ রহিল।

এক সার্ব্বমণ্ডলী ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী।

মণ্ডলী কথার অর্থ, ও তাহার দুই অংশ এবং তাহার উৎপত্তির বিবরণ শেষ করিয়া কেন এই মণ্ডলীকে 'এক' 'পবিত্র' 'সার্ব্ব' ও 'প্রৈরিতিক' মণ্ডলী বলে তাহা দেখাইব। মণ্ডলী এই কয়েকটী গুণান্বিত।

১ম। একতা—সার্ব্বমণ্ডলী এক, দুই নহে। দুই হইতে পারে না। যেমন খ্রীষ্ট এক, তেমনি তাঁহার মণ্ডলী এক। মণ্ডলীর এক মাত্র ভিত্তি প্রভু যেশু খ্রীষ্ট, তিনি কোণের প্রধান প্রস্তর। লিখিত আছে,"তদ্ভিন্ন অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন, করিতে পারে না।" সেই ভিত্তিমূল যীশু খ্রীষ্ট। যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী দেখিতে পাই, তত্রাচ তাহারা এক মণ্ডলী। কারণ তাহাদের এক মস্তক, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট দ্রাক্ষালতা এবং তাহারা শাখা স্বরূপ। খ্রীষ্ট কতক লোকের জন্য এক মণ্ডলী আর কতক লোকের জন্য আর এক মণ্ডলী সৃষ্টি করেন নাই। ইহা হওয়া অসম্ভব। কারণ খ্রীষ্ট-নিরূপিত মণ্ডলির

এক বিশ্বাস, এক সংস্কার, এক ভরসা, এক প্রেম ও এক শাসন। খ্রীষ্ট তাঁহার দুঃখ ভোগের পূর্ব্বে পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "তাহারা সকলে যেন এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও আমাদিগেতে যেন এক হয়।" সাধু পৌল এ বিষয় মণ্ডলীকে তাঁহার পত্রে বলেন, "প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।" যাহারা মণ্ডলীর এই একতা নষ্ট করে তাহারা ঘোর অপরাধে অপরাধি। খ্রীষ্ট তাঁহার যে শরীর অর্থাৎ মণ্ডলীর একতার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই শরীরকে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন করে। সার্ব্বমণ্ডলীর এক প্রধান চিহ্ন একতা। যদিও মণ্ডলীভুক্ত লোকদের মধ্যে সকলের ঠিক এক প্রকার মত নয়, কারণ সকলে এক প্রকার চিন্তা করে না, তত্রাচ তাহারা এক। যেমন দুই জন লোকের এক প্রকার চেহারা হয় না, তদ্রূপ দুই জন লোকে ঠিক এক প্রকার চিন্তা করে না। তত্রাচ তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে মিল থাকাতে তাহারা মনুষ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ সার্ব্বমণ্ডলী ভুক্ত লোকদের মধ্যে সামান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে মিল আছে। সেই জন্য তাহারা এক। ইহাদের এক শাসন প্রণালী, অর্থাৎ খ্রীষ্ট নিরূপিত বিশপ, পুরোহিত ও সেবকগণ দ্বারা শাসিত ও পালিত। ইহাঁদের এক বিশ্বাস, এক সহভাগিত্ব, এক সংস্কার। যে সমস্ত মণ্ডলীতে এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে মিল নাই, সে গুলিকে সার্ব্বমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। এবং এই সার্ব্বমণ্ডলী চ্যুত হইলে তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। ইহার উদাহরণ ডিসেন্টর ভ্রাতাদিগের মণ্ডলীগুলী। এই তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের মধ্যে এক শতের অধিক মণ্ডলী হইয়া পড়িয়াছে। আবার তাহার মধ্যেও মিল নাই। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় এক জন লোকের দ্বারা শাসিত হয়েন। কোন কোন সম্প্রদায় কয়েক জন বিচক্ষণ লোক দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীনদের দ্বারা, শাসিত হয়েন। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া মণ্ডলী শাসন করেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্য এক এক জন শাসনকর্ত্তা। যাহা হউক ইহাদের শাসন প্রণালীর দোষ দেখান আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত সার্ব্বমণ্ডলী পরিত্যাগ করিলে কি প্রকার গোলযোগে পড়িবার সম্ভাবনা।

২য়তঃ। পবিত্রতা। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিষ্যদের উপরে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব দ্বারা এই মণ্ডলীর প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই অবধি খ্রীষ্টের এই দেহরূপ মণ্ডলীতে ঈশ্বরের আত্মা বাস করিতেছেন। ইহা পবিত্র আত্মার মন্দির। ইহাতে স্বয়ং খ্রীষ্ট, পবিত্র ঈশ্বর বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিয়া নিজ

নিরূপিত সংস্কার দ্বারা প্রসাদে ভূষিত করেন। মণ্ডলীকে পবিত্র বলিবার আর কারণ আছে। ইহার পবিত্র শিক্ষা, পবিত্র কার্য্যাদি এবং মণ্ডলীস্থ লোকদের পবিত্র আচরণের নিমিত্ত পবিত্র বলা যায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন মণ্ডলীতে দুষ্ট, অধার্ম্মিক লোক ত অনেক আছে? হাঁ আছে বটে। আর শেষ দিন পর্যন্ত থাকিবেও। খৃষ্ট নিজে ক্ষেত্রস্থ শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তে ও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত জালের দৃষ্টান্তে তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন কোন নগরে দরিদ্র লোক থাকিলেও তাহাকে ধনশালী বলা যায়, তদ্রূপ মণ্ডলীতে দুষ্ট লোক থাকিলেও উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য মণ্ডলিকে পবিত্র বলা যায়।

৩তঃ। খ্রীষ্ট স্থাপিত মণ্ডলী সার্ব্বমণ্ডলী। ঈশ্বর ইব্রাহিম, ইসহাক ও যাকুবের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বংশ হইতে তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। তদনুযায়ী খ্রীষ্ট তাঁহার প্রেরিতদিগকে পাঠাইবার পূর্ব্বে আজ্ঞা দিয়া ছিলেন "তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর।" সার্ব্বমণ্ডলী পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির নিকটে সমভাবে এক শিক্ষা, এক শাসনপ্রণালী, এক পারমার্থিক রাজ্য বিস্তার করে। এই মণ্ডলী পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে আমরা পরিত্রাণার্থ সকল আবশ্যকীয় শিক্ষা পাই। ইহাতে আবাল বৃদ্ধ, ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলের জন্য একই নিয়ম। এবং ইহাতে, সর্ব্বপ্রকার পাপের মোচন হয়।

৪তঃ। আমরা প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে কেন বিশ্বাস করি? প্রৈরিতিক কথার ভাব কি? এই মণ্ডলী প্রেরিতদিগের দ্বারা খ্রীষ্টের আজ্ঞানুযায়ী স্থাপিত। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, "যেমন পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি।" আবার স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "অতএব তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্রআত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।" আর সাধু পৌল বলিতেছেন, "যে ঈশ্বরের বাটী, (অর্থাৎ মণ্ডলী) প্রেরিত ও ভাববাদিগণ যে ভিত্তিমূল স্বরূপ তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর তাহার প্রধান কোনস্থ প্রস্তর যীশুখ্রীষ্ট।" এই প্রকারে প্রেরিতেরা স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্যকালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে সে ক্ষমতা দিয়া যান। এই প্রকারে ক্রমান্বয় আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এই সকল উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান বিশপগণ। যে সকল মণ্ডলীতে এই ধারা নাই তাহারা সার্ব্বমণ্ডলীর অন্তর্গত নয়। এই মত সার্ব্বমণ্ডলী প্রাচীনকালাবধি মানিয়া আসিতেছেন। টারটুলিয়ান বিপথগামি (Heretics) দের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "তাহারা তাহাদের মণ্ডলীর উৎপত্তি দেখাউক, তাহারা আদি হইতে প্রেরিতদের ও তাহাদের উত্তরাধিকারীদের দ্বারা নিযুক্ত বিশপদের ধারা দেখাউক।"

তবে আমরা প্রেরিতদের প্রতীতি বাক্য এবং নিকীয় প্রতীতিবাক্যে যে

'এক' 'পবিত্র' 'সার্ব্ব' ও 'প্রৈরিতিক' মণ্ডলীতে বিশ্বাস প্রকাশ করি, তাহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি?

(১) আমরা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এই মণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছি। সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কেননা তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমরা কখনই ইহাতে স্থান পাইতে পারিতাম না। মণ্ডলীকে নোহের জাহাজের সহিত তুলনা করা যায়। যে সমস্ত জীব জন্তুদিগকে ঈশ্বর সেই জাহাজের মধ্যে লইয়া যান নাই, তাহাদের কি ভয়ানক দশা হইয়াছিল?

(২) আমাদের এই মণ্ডলীতেই বিশ্বস্ত থাকা উচিত। তাহা না হইলে আমাদের নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইব। কারণ মণ্ডলীর মধ্যেই পরিত্রাণ আছে। লিখিত আছে, "এবং প্রভু দিন দিন পরিত্রাণ পাত্রদের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিতেন।"

(৩) মণ্ডলীর বাধ্য হওয়া উচিত। মণ্ডলী যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেয় সে সকল বাধ্য ভাবে পালন করা উচিত। স্বেচ্ছাচারী না হইয়া মণ্ডলীর মত কিম্বা মণ্ডলী যাহা আবহমানবধি পালন করিয়া আসিতেছে সে সমস্ত আমাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী না হইলেও তাহা পালন করা উচিত। কেননা তাহা খ্রীষ্টের আজ্ঞা। কেন না, "যেমন সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করণে, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগ করা উত্তম।"

(৪) যাহাতে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি হয় সে বিষয় প্রত্যেক সভ্যেরই দেখা উচিত। সকলে স্বস্ব স্থানে থাকিয়া ঐক্যে ও প্রেমে সাধ্যানুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণে আমাদের উপরে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শুভসমাচার প্রচার।

কি রূপে প্রচার করিতে হইবে।

লূক ৮; ৯; ১০, অধ্যায় পাঠ কর, খ্রীষ্টের উপদেশে মনোযোগ কর।

১। ঈশ্বরের সহিত প্রচারকের নিত্য আলাপ থাকা আবশ্যক। গীত ৪১; ১২, ১৩। প্রেরিত ৪; ৩১। ৬; ৪। ২ তীম ১; ১৪। ১ কর ২; ১২, ১৩।

পিতর প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ণেলিয়ের নিকট যাইবার আদেশ পান। পৌল প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে কারাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রচারে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী হইলে, সতত প্রার্থনা আমাদের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

২। ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগে সাহস আবশ্যক। ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন। রোম ১; ১৫—১৬। ১ পিতর ৪; ১১। তীত ২; ১৫। যিরি ১; ৬, ১০। (এ

বিষয়ে যিরিমিয়ের ব্যবহার অনুকরণীয়) ১ কর ২; ৩। ২ কর ৪; ৮—১০। ৭; ৪—৬। ১২; ৯, ১০।

৩। সাক্ষী স্বরূপে প্রচার করা আবশ্যক। জাগতিক বিজ্ঞান বা যুক্তি প্রয়োগ নহে। ১ কর ১; ১৭—১৯। ২; ৪, ৫। ২ তীম ২; ২৩-২৫। খ্রীষ্ট সাক্ষী স্বরূপ ছিলেন, যোহন ৩; ১১, ৩২, ৩৩। প্রেরিতেরাও সেই রূপ ছিলেন। প্রেরিত ১০; ৩৯, ৪১, ৪২। ২২; ১৪, ১৫। ২৬; ২২, ২৩। ১ তীম ৪; ১২। ২ তীম ২; ১, ২।

৪। পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করিয়া প্রচার করা উচিত। লুক ২১; ১৫। ১ থিস ১; ৫। প্রেরিত ৪; ৩২।

৫। ঈশ্বরের নিকট দায়িত্বের বোধ থাকা আবশ্যক। ১ কর ৩; ৯। ৪; ৩, ৪। গালা ১; ১০। ১ থিস ২; ৪, ৬।

৬। শ্রোতাদের অভাবের উপযোগী করিয়া প্রচার করা উচিত। ১ কর ৯; ২০, ২২। ১৩; ১৮-২০। ১০; ৩২-৩৩।

৭। নম্রতা সহকারে। ১ কর ৪; ১০-১৩। প্রেরিত ২০; ১৯।

৮। সরলভাবে। ২ কর ৪; ১, ২। ২; ১৭। ১ থিস ২; ৩, ৫।

৯। প্রেমসহকারে। ১ কর ১৩; ১। ২ কর ৫; ২০। ১ থিস ২; ৭—৯।

১০। আনন্দপূর্ব্বক। লুক ১০; ১৭। যিশা ২৪; ২।

কোরহ, দাথন, অবিরাম।

—

গণনা ১৬; ২৩—৫০।

এ দুইটী ঈর্ষ্যা পরিচালিত সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে এই বিদ্রোহটী ঘটিয়াছিল। একটী লেবীয় সম্প্রদায় কোরহ ইহাদের দলপতি। হারোণের বংশ হইতে যাজকত্ব অপহরণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। আর এক দলের অধিনায়ক দাথন ও অবীরাম। ইহারা যাকুবের জ্যেষ্ঠপুত্র রুবেনের বংশজ। মূসাকে অধিনায়কের পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রধান করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। মূসা হারোণের পক্ষসমর্থন করিলেন (৪—১১ পদ)। কিন্তু আপনার বিষয়টী নিষ্পত্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিলেন। কোরহ ও ২৫০ প্রধান লোক মহা জনতা লইয়া আবাসের দ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় ঈশ্বর তাহাদের বিচার করিয়া উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন।

এই বৃত্তান্তে এই এই বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায়—

১। ঈশ্বরের এক মাত্র মহাযাজক আমাদের প্রভু যেশুকে অগ্রাহ্য করিও না (কোরহ যাদৃশ হারোণকে করিয়াছিল) অহঙ্কার প্রযুক্ত মানুষ সতত এরূপ করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সহিত তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। খৃষ্ট বিহীন হইয়া তুমি কি তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিতেছ? কোন অপরাধ কর নাই ইহা মনে করিয়া অথবা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ? ঈশ্বর কেমন "গ্রাসকারী অগ্নিরূপ, ইহা সত্বর বুঝিতে পারিবে। প্রেরিত ৪; ১২। ইব্রী ৪; ১২। যিহুদীরা এই রূপে খৃষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল।

২। পিতামাতা, শিক্ষক, উপদেশক, পালক, প্রভৃতি যে সকল গুরুজনকে ঈশ্বর তোমার উপর নিযুক্ত করিয়াছেন,

তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হও। যাহারা আপনাদের গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতে না শিখে, তাহারা কখনই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না। যাহারা তোমাদিগকে উচিত কথা বলেন, যথার্থ পথ দেখান, তাঁহাদের সকলকেই মান্য কর, মনে রাখ, তাঁহারা তোমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশই জ্ঞাত করিতেছেন। মিশর রাজের কথা না শুনাতে যোশিয়া মারা পড়িয়াছিল। ২ বংশাবলী ৩৫; ২২।

৩। ঈশ্বর দুষ্টদের প্রতি—"যাহারা পুনঃ পুনঃ অনুযোগ পাইয়াও কঠিন হইয়া থাকে"—তাহাদের প্রতি অতি ভয়ানক। অকস্মাৎ তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে (হিত ২৯; ১।) ঈশ্বর কত কাল ইস্রায়েলের পাপ সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে কেমন ভয়ানক কাণ্ড করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিও না। কত অনুগ্রহ, কত অনুযোগই না আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা কি এখনও সেই পাপে রহিয়াছি? রোম ৬; ১৯—২৩। ইব্রি ৬; ৮।

৪। পৃথিবী তোমার জন্য আপন মুখ ব্যাদান করিবে। অকস্মাৎ হইতে পারে, অতি শীঘ্র ও হইতে পারে, নিশ্চয়ই পৃথিবী আপন মুখ খুলিবে। সমাধি কি তোমার পক্ষে বিশ্রাম হইবে না যেখানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষ। উহা সেই ভীষণ গৃহের দ্বার স্বরূপ হইবে? যদি "যীশুতে নিদ্রিত" হইতে চাহ, এখনই তাঁহার নিকট আইস, মৃত্যুরূপ নিদ্রা আরম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ কর। লাজারসের বিষয় স্মরণ কর, যোহন ১১; ৩-১১।

৫। দুষ্টদের হইতে পৃথক হও। পাছে তুমিও তাহাদের পাপে, তাহাদের সহিত উচ্ছিন্ন হও। দুষ্টেরা কখনই একা মরিতে চাহে না। তাহারা অপরকেও পাপ করিতে শিক্ষায়, অবশেষে আপনাদের সহিত নরকে টানিয়া লইয়া যায়। হিত ১৩; ২০। উদাহরণ যারোবুয়াম ও আখন—যিহো ৯; ২০। এখানেও সেইরূপ—১৪ ৭০০, লোক দাথনের সহিত প্রোথিত হইল।

৬। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু তাঁহার শত্রুর সর্ব্বনাশ করে। তুমি কি এখনও তাঁহার শত্রু আছ? সভয় ও সকম্পে আপন পরিত্রাণ সাধন কর। এই পৃথিবী এখনই তোমাকে গ্রাস করিতে পারে। ঈশ্বরের বজ্র এখনই তোমার মস্তকে পড়িতে পারে।

৭। খৃষ্টের অনুরোধে পাপীরা রক্ষা পায়। তিনি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "এই বৎসরও, ইহাকে রক্ষা কর," লুক ১৩; ৭। যোহন ১৭; ২। যদি রক্ষা পাইতে চাও, যীশুর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিশ্বাস।

১। বিশ্বাস কাহাকে বলে? যোহ ১৪; ১। রোম ১০; ৬-১০। ২ কর ৫; ৭। ইব্রি ১১; ১।

২। কি বিশ্বাস করিতে হইবে।

গীত ২৭; ১৩। মথি ৯; ২৮, ৩০। মার্ক ১১; ২৪। ইব্রি ১১; ৩।

৩। বিশ্বাসের লক্ষ্য। ইব্রি ২; ৬। যোহন ৩; ১৬। ২ কর ১; ২৪। ১ তীম ১; ৫।

৪। বিশ্বাসের ফল। প্রেরিত ১০; ৪৩। রোম ১০; ৯—১০। গালা ২; ২০। ইফ ৩; ১২।

৫। বিশ্বাসের পরীক্ষা। আদি ২২; ১৫—১৮। যোহন ১১; ২৫—২৭। যাকুব ১; ১৩। ১ পিতর ১; ৭।

৬। বিশ্বাসের ক্ষমতা। মথি ৯; ২৮—৩০। মার্ক ৯; ২৩। ইফস ৬; ১৬। যাকুব, ৫; ১৫।

৭। বিশ্বাসের কার্য্যকারিতা। রোম ৪; ৩। ইব্রি ৪; ৩। যাকুব ২; ১৭। ১ যোহন ৫; ৪।

খৃষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস।

ইগ্‌নেশিয়ুস্‌।

প্রার্থনা ও সংস্কারের একতা সম্বন্ধে ইগ্‌নেশিয়ুস ইফিসীয় মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে বলেন, "কেহ আপনাকে প্রতারিত না করুক। যিনি মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে অবস্থিতি না করেন, তিনি ঈশ্বরের রুটি প্রাপ্ত হন না। কেননা যদি এক জনের প্রার্থনা এত শক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশপ ও সমগ্র মণ্ডলীর প্রার্থনা আর না কত শক্তিযুক্ত হইবে।" পুনশ্চ অন্য এক পত্রে বলেন, "যিনি মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে অবস্থিতি, করেন। তিনি বিশুদ্ধাচারী যিনি বিশপ, পুরোহিত, সেবক ছাড়া কোন কার্য্য করেন, তিনি আপনার বিবেক সম্বন্ধে নির্ম্মল নহেন।" তিনি ইফিসীয়দিগকে বলেন, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে আবার প্রভু যেশুর দুঃখভোগ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে পত্র লিখিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রকারে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। "তোমরা প্রত্যেকে এবং সকলে মিলিয়া অনুগ্রহ দ্বারা এক বিশ্বাস ও সেই যেশু খ্রীষ্টে সংযুক্ত হও, যিনি মাংস সম্বন্ধে দাবিদের বংশ এবং মনুষ্য ও ঈশ্বর পুত্র। তাহা হইলেই তোমরা অবিচলিত চিত্তে বিশপ ও পুরোহিতদের কথা শুনিবে, এবং সেই একই রুটী ভক্ষণ করিবে যাহা অমরতার ঔষধ, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার উপায়, যেশু খ্রীষ্ট দ্বারা অনন্ত জীবনের আহার।" পুনশ্চ বলেন, "একই ধন্যবাদার্থক ভোজনে (Eucharnist) সমাগত হইতে যত্নবান হও। আমাদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের একই মাংস, তাঁহার রক্তের একই পাত্র। পুরোহিত ও সেবকের সঙ্গে তাঁহাদের সহ দাস একই বিশপ। যাহাই কর না কেন, তাহা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধ হয়।" "আমাদের ঈশ্বর যেশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের বিধানানুসারে পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভে ধৃত হইয়াছিলেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাপ্তাইজ হইয়াছিলেন যেন আপন দুঃখভোগ দ্বারা জলকে পবিত্র করেন।" সত্য শিক্ষা ধারণ করা

কতদূর পর্যন্ত উচিত সে বিষয়েও তিনি আপনার মন্তব্য ইফিসীয় খৃষ্টীয়ানদিগের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কথা কহা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত না করার অপেক্ষা মৌনাবলম্বন করিয়া কার্য্য করা ভাল।" তিনিই প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, যিনি আপনার শিক্ষানুসারে কার্য্য করেন। যেশুর বাক্য বাস্তবিক যাঁহার কাছে আছে, তিনি তাঁহার (যেশুর) নীরবের ভিতরেও রব শুনিতে পান, যেন তাহাতে তিনি সিদ্ধ হন, যেন তিনি আপনার বচনানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, ও মৌনাবলম্বন দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। প্রভুর নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে। অতএব তিনি আমাদের ভিতরে অবস্থিতি করিতেছেন জানিয়া তদ্রূপ আচরণ করি, যেন আমরা তাঁহার মন্দির হইতে পারি, এবং তিনি আমাদের অন্তর্বাসী ঈশ্বর হইতে পারেন। প্রবঞ্চিত হইও না। যাহারা আপনাদের গৃহ (শরীর) কলুষিত করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্য অধিকার করিতে পাইবে না। যদি শারীরিক ভাবে চালিত হইয়া এতাদৃশ লোকেরা মৃত্যুর অধীন হয়, তাহা হইলে যে সনাতন শিক্ষার জন্য খৃষ্ট ক্রুশে হত হইয়াছিলেন সেই শিক্ষা ভ্রষ্ট করিলে আর না কত বিপদে পড়িতে হইবে? যাহারা এরূপ করে, তাহারা নিজে কলুষিত হইয়া অনির্বাপিত অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। যাহারা তাহাদের কথা গ্রাহ্য করে, তাহাদেরও এই দশা ঘটিবে।"

মিথ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে ইগ্‌নেশিয়ুসের উদ্ধৃত কথাগুলি সর্ব্বকালেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পুনর্জ্জন্ম।

১। পুনর্জ্জন্ম শব্দে কি বুঝায়? ২ কর ৫; ১৭। রোম ৬; ৪। ইফিস ২; ১, ৫। ৪; ২৪। যিহি ৩৬; ২৬।

২। পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন। যোহন ৩; ৩, ৬। রোম ৮; ৭, ৮। মথি ১৮; ৩।

৩। পুনর্জ্জন্ম কাহার দ্বারা সাধিত হয়? যোহন ১; ১৩। ৩; ৬। ১ পিতর ১; ৩। ১ যোহন ২; ২৯।

৪। পুনর্জ্জন্মের উদ্দেশ্য। যাকুব ১; ১৮। ১ পিতর ১; ২৩। ১ কর ৪; ১৫। গীত ১১৯; ৫৯। যোহন ৬; ৪৫।

৫। পুনর্জ্জন্মের প্রমাণ। ১ যোহন ৫; ১। ২; ২৯। ৪; ৭। ২ কর ৫; ১৭।

৬। পুনর্জ্জন্মের ফল। ইফিস ৪; ২৪। রোম ৮; ২৯। ৭; ২২। কলস ৩; ১০। ১ যোহন ৫; ৪।

৭। পুনর্জ্জন্মের আশীর্ব্বাদ। রোম ৪, ৬-৮। ৫; ১—৩। ৮; ১৬, ১৭। ২ কর ৯, ৮। যিহুদা ২৪।

শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্ম ব্যাখ্যা (২য় প্রস্তাব)।

অক্টোবর মাসের বঙ্গ বন্ধুতে আমরা দেখাইয়াছি যে তর্কচূড়ামণি মহাশয় "ধর্ম্ম" শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থে ধর্ম্ম শব্দে ভারতীয় ধর্ম্মকে বুঝাইতে পারে না। "ধর্ম্ম কাল্পনিক নয়" এবং "ধর্ম্মের লক্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, অতি সহজেই তাঁহার উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্ম্মই সত্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা, এগুলি কথা প্রয়োগ না করিলেও, এই যে তাঁহার মনের ভাব, তাহ উক্ত প্রবন্ধদ্বয় হইতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি যে ইহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে এক জন বালকেও তাহা দেখাইয়া দিতে পারে।

তিনি একটী বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন। সেটী এই যে, ভারতীয় ধর্ম্ম লোপ পাইলে, তাহার উপর গঠিত কতকগুলি ভারতীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি লোপ পাইবে। তাই বলিয়া যে ভারতীয় ধর্ম্ম সত্য, আর অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা, এ কথা বলিবার তো কোন কারণ দেখি না। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয়-ধর্ম্ম প্রাকৃতিক পদার্থ, বলিয়াই খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে।" এখানে "আমাদের" শব্দে তিনি কাহাদিগকে লক্ষিত করিয়াছেন? এবং "শাস্ত্রে" এই কথাতেই বা তিনি কোন শাস্ত্র লক্ষ্য করিয়াছেন? "আমাদের" শব্দে যদি তিনি কেবল হিন্দুদিগকে এবং শাস্ত্র শব্দে যদি তিনি হিন্দু শাস্ত্র লক্ষ্য করিয়া থাকেন (তাহা বৈ আর কাহাকেও তিনি লক্ষ্য করেন নাই) তাহা হইলে তাঁহার মতে এই ধর্ম্ম যাহাদের নাই তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তবে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে? কি সাহসের কথা! কি অর্ব্বাচীনের কথা! এই প্রকার অসীমসাহসের কথা বলিবার পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্র কি এবং হিন্দু শাস্ত্রই যে সত্য শাস্ত্র, তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না করিয়া (করিবার যো কি) তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাতে পণ্ড শ্রম করিয়াছেন মাত্র। বেদ, পুরাণ, দর্শন, ইহাদের এক একটী দ্বারা এক এক প্রকার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি গঠিত হইয়াছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গঠিত আচার ব্যবহার রীতি নীতির কিছু কিছু লইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আচার ধর্ম্ম, ব্যবহার ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণ শাক্তের আচার আর বৈষ্ণবের আচার এক নয়। এখন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কি বলিবেন?

তিনি ধর্ম্ম শব্দের যে ব্যাখ্যা করি-

য়াছেন, সে তাহার বৈয়াকরণ অর্থ। সেই অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ভারতীয় ধর্ম্মে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় আমরা এক প্রকার দেখাইয়াছি। কেবল সত্য এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মেই তাহা খাটান যাইতে পারে। কেননা যে ধর্ম্ম সত্য, তাহা সার্ব্বভৌমিক হইবে, সকল দেশ, সকল কাল, এবং সকল জাতিতেই তাহা প্রযুক্ত হইবে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম কি সার্ব্বভৌমিক! অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক স্পর্শ করিলে, যাহার গৌরব যায় সে কি মনুষ্যের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইতে পারে, ধর্ম্ম না থাকিলে যখন মনুষ্যত্ব থাকে না, তখন ধর্ম্ম মনুষ্যের একটী প্রাকৃতিক গুণ। ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের প্রাকৃতিক গুণ, তখন যেখানে মানুষ আছে, সেই খানেই সে ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম তো খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নাই, তবে তাহারা মনুষ্য নয়!

তর্কচূড়ামণি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য বোধ হয়, আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কি ভয়ানক মত দাঁড়াইয়াছে, উপরে দেখান গেল। এখন পাঠক স্থির করুন, চূড়ামণি মহাশয় ভ্রমে পড়িয়াছেন কিনা?

আবার, ভারতীয় ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কেন? প্রাকৃতিক হইলে তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি এবং লোপের আশঙ্কা কি? প্রাকৃতিক হইলে অন্যান্য প্রাকৃতিক গুণের ন্যায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বর্ত্তিবে এবং কিছুতেই তাহার লোপ পাইবে না। তবে তার জন্য এত প্রয়াস কেন? প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ আছে। এই সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নিত্য না হইলে সমবায় সম্বন্ধও নিত্য হইতে পারে না। ভারতীয় ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হয়, তবে নিত্যতা প্রযুক্ত ইহার লোপের আশঙ্কা নাই, আর যেখানে মানুষ সেই খানেই এ ধর্ম্ম থাকিবে। কিন্তু তাহা নাই। এমন কি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনেকের মধ্যে ইহা নাই, অতএব চূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যখন গোড়াতেই গলদ, তখন তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কতদূর গ্রহণীয় তাহা পাঠক নিজেই স্থির করিয়া লইবেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে ধর্ম্ম সত্য, সেই ধর্ম্ম কেবল সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে, "ধর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না।" এই কথা যে যুক্তিসঙ্গত, এই কথা যে সকলের গ্রাহ্য, ক্রমশঃ আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, যে তিনি যেন এই গুরুতর বিষয়ে পক্ষপাত বিহীন হইয়া বিচার করিয়া দেখেন, চূড়ামণি মহাশয় আপনার স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবার মানসে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন কি না।

ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব।

সম্প্রতি কলিকাতার বেথুন সোসাইটীর অধিবেশনে সুযোগ্য স্বাধীনচেতা গবর্ণমেন্ট সিবিলিয়ন কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। উক্ত সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কটন সাহেব যে চিন্তাশীল ও সুবিদ্বান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যে স্বাধীনচেতা তাহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে, তিনি যে এ দেশীয় লোকদিগকে ভাল বাসেন, দেশীয়দের সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে, তাহাও কাহার অবিদিত নাই। তাঁহার বক্তৃতা যে শুনিবার, পাঠ করিবার যোগ্য তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে তিনি যে সম্প্রতি বক্তৃতাটী করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল, বিদ্বান ও সুতার্কিকের উপযুক্ত হয় নাই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংযোগ হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃ বিপ্লব ঘটিয়াছে। কটন সাহেব যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্ধু হইতেন (জ্ঞান পূর্ব্বক তিনি যে শত্রু তাহা আমরা বলিতেছি না) তাহা হইলে এই ঘোর বিপ্লবে কি রূপ আচরণ করিতে হয়, ইহাই ধীর ভাবে তিনি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা না করিয়া তিনি কেবলই হিন্দুদিগের প্রাচীন কুসংস্কার পূর্ণ রীতি নীতির, ক্রিয়া কলাপ ও সংস্কারের ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। একে ত "আর্য্য সন্তানগণ" আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে আহ্লাদে "আটখানা" তাহার উপর আমরা কটন সাহেবের ন্যায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের অযথা প্রশংসাবাদ।

কটন সাহেব কোমত শিষ্য। গোড়াতে ভুল না থাকিলে এত বিপর্য্যয় হইত না। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত যেমন ভারতবর্ষে কিছুই ভাল দেখিতে পান না, সেই রূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা চালিত হইয়া কটন সাহেব এ দেশে ভাল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না।

কটন সাহেবের প্রশংসায় দেশীয়দের শ্লাঘা করিবার অনেক কারণ আছে বটে কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়?

কটন সাহেব কোমত শিষ্য বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারেন। ইউরোপায়েরা কোমতের দোহাই দিউন ক্ষতি নাই। তাঁহারা নূতন রস আস্বাদন করিতে শিখিয়াছেন, কিছু দিন তাহাই আস্বাদন করুন।

ভারতবর্ষের কোমত, হর্বর্ট স্পেনসর ডারউইন, স্পিনোজিয়া ভাব নূতন নহে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই সব নূতন নহে। কোমত সে দিন জাতি ও বর্ণ বিভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন বই ত নয়, ভারতবর্ষ অনেক দিন ইহার সৌন্দর্য্য টের পাইয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষে এমন একটী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যাহাদ্বারা ইহা টের পাইয়াছে যে জাতিভেদেই ভারতের দুর্গতি, জাতিভেদ

দূর না হইলে ভারতের কোন প্রকার মঙ্গল নাই।

কটন সাহেবের জাতিভেদ ভাব এখন কেবল "থিয়রীতে" (Theory) এখনও তিনি খৃষ্ট সমাজের আলোক মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম তিনি মানুন আর না মানুন, সমাজে স্বজাতির মধ্যে তিনি সেই ধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন, সেই ধর্ম্মের নীতি তাঁহার শীরায় শীরায় রহিতেছে। তিনি জাতিভেদরূপ পঙ্ক ও অন্ধকারে যদি নিজে পড়িতেন তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন জাতিভেদ কি সুখের নিদান।

আমাদের এক জন ব্রাহ্ম সহযোগী দেখাইয়া দিয়াছেন যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ক্ষমতার (Authority) উপর স্থাপিত। রাজনৈতিক বিষয় রাজার সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন, উচ্চবাচ্য করিবার যো ছিল না। সামাজিক বিষয় শ্রেষ্ঠ জাতির বিধানের উপর স্থাপিত। পারিবারিক বিষয় সম্পূর্ণরূপে পিতার ক্ষমতাধীন। আধ্যাত্মিক বিষয় যাজক ও শাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক দাসত্ব ইহার ফল ছিল।

এই আধ্যাত্মিক দাসত্ব শৃঙ্খলে ভারত বর্ষীয়েরা আবার আবদ্ধ হয়, ইহাই কি মহানুভব কটন সাহেবের ইচ্ছা? যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হয় আমরা তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতেছি, তিনি সফল মনোরথ হইবেন না।

পাশ্চাত্য বিদ্যাও জ্ঞান এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্রেক হইয়াছে। সকল দিকেই জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ হইয়াছে। সেই স্বাধীনভাব পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আচার ব্যবহারে প্রকাশিত হইতেছে। কোমতের চিন্তার ফলের উপর নির্ভর না করিয়া দেশীয়েরা ইউরোপের, জগতের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। এখন এই বিপ্লবের কি সদুপায় অবলম্বন করা যুক্তি সিদ্ধ, তাহাই প্রকৃত ভারত বন্ধুর ঠিক করিয়া বলা উচিত।

বিপ্লব ঘটিয়াছে। স্রোত বহিয়াছে। বাঁধ দিবার যো নাই। কটন সাহেব যদি বলিয়া দিতেন কিরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক স্রোতে ভাসিতে হইবে, কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে, কিরূপে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সামঞ্জস্য করিতে হইবে, কিরূপে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল হইতে হইবে, কিরূপে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হইতে হইবে, তাহা হইলেই, ভারতের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া আপনাকে সপ্রমাণিত করিতে পারিতেন।

বিবিধ।

অধ্যাপক মক্ষমুলর জাতিতে জর্ম্মণ। তিনি এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তিনি জর্ম্মণ সাহিত্যের একটী প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখিতে ব্যস্ত আছেন। যে ভাষাতে গেটে, কাণ্ট,

সিলর, ফিক্‌তে, ডেওয়েটে, নিয়াণ্ডের, খোলুক প্রভৃতি মহাত্মারা গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, সে ভাষা যে আদরের জিনিস, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গ্রন্থ খানি সমাপ্ত হইলে বোধ হয় অনেক ভারতবাসী তাহা পড়িয়া আপ্যায়িত ও উপকৃত হইবেন।

——

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন উত্তীর্ণ ছাত্র কলিকাতায় আসিয়াছেন—টাউনসেণ্ড ও ওয়াকর সাহেব অক্‌সফর্ড মিশনের জন্য, কুপার সাহেব বিশপ্‌স কালেজের জন্য। টাউনসেণ্ড সাহেব অক্‌স্‌ফোর্ড মিশনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

——

মহারাজা দলীপ সিংহ বোধ হয় এত দিন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন, বিলাতে সুখে ছিলেন, বিলাস ভোগ করিতেছিলেন, সকলের নিকট সম্মান পাইতে ছিলেন, কিন্তু কি মতিভ্রম ঘটিল রাজনৈতিক কুহকে পড়িয়া, ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, স্বদেশ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়াছেন। এ দেশে আসিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এখন তাঁহার বাস্তবিক দুঃখের আরম্ভ হইল। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার প্রতি থাকিবে। সুখে আহার বিহার করা বন্ধ হইয়া গেল। লাটিনে একটী প্রবাদ আছে, "বিনষ্ট করিবার অগ্রে দেবগণ মনুষ্যকে পাগল করেন।"

রেভঃ ব্রে সাহেবের এই বৎসরই বিলাত হইতে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন এবারে আসিতে পারিলেন না, সম্ভবতঃ আগামী বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যাগমন করিবেন।

——

কলিকাতা সেণ্টজন গির্জ্জার চ্যাপলেন রেভ, ষ্টিফন্‌সন সাহেব শীঘ্রই ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আছেন। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশীয়দের সহিত তাঁহার বড় সংস্রব ছিল না, তবুও তিনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানদের প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার গমনে বঙ্গীয়খ্রীষ্টীয়ানেরা এক জন প্রকৃত বন্ধু হারাইবেন। বড় ছোট সকলেরই তিনি সমান আদর করিতেন।

——

বড় লোককে যে কত সহ্য করিতে হয় তাহা কেবল বড় লোকেই জানেন। প্রিন্স বিসমার্ক এক রকমে ইউরোপে অদ্বিতীয়। সকল জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃগণকে তাঁহার দিকে তাকাইতে হয়। তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত কোন রাজাই অন্য রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু তাঁহাকে না কতই গালাগালি খাইতে হয়। তিনি সম্প্রতি স্পেনের সহিত ঝগড়া বাধাইতে চান। তাহার পর পোপকে মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত করা হয়। তিনি যে রায় দিয়াছেন তাহা জর্ম্মণীর প্রতিকূলে। তাহাতে বিসমার্ক আপনাকে কিছুই অপদস্থ মনে করিলেন না। অপমান নীরবে সহ্য করিলেন, হজম করিয়া ফেলিলেন। ইহাই তো বড় লোকের প্রকৃতি।

——

ব্রহ্ম দেশের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ইংরাজেরা যে যুদ্ধে জয়ী হইবেন সে বিষয়ে বোধ হয় কাহার সন্দেহ নাই। তবে যুদ্ধটা কত দূর ন্যায় সঙ্গত আমরা বলিতে পারিলাম না। রুশিয়া যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আফগানিস্থান অভিমুখে আসিতেছিল, তখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অনেক চিন্তিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বল অসভ্য থিবাওর প্রতি আর কিছু সহিষ্ণুতা করিলে কি ভাল হইত না, জগতের সাক্ষাতেও ভাল দেখাইত না?

বিশপ সোগার্ড খাতুমের বীর গর্ডনের শেষ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। গর্ডন মরিবার পূর্ব্বে উক্ত বিশপকে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিবেন না। কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্ট ফৌজের ভিন্ন ভিন্ন দল (regiment) সকলেই যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইতেছে।"

আইরিশ জাতির বর্ত্তমান নেতা পারনেল সাহেব নাকি রোমান কাথলিক মত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অগ্রে প্রটেষ্টাণ্ট ছিলেন। ইংরাজকে রাগাইবার জন্য বোধ হয় ইহা করিয়া থাকিবেন। রাজনৈতিক কুহকে পড়িয়া লোকে কি না করিতে পারে? তাহার সাক্ষী মহারাজা দলীপ সিংহ।

আগামী ১৭ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভা হইবে। গত বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায়, অর্থাৎ বি, এ, এম, এ; বি, এল; এম, বি; প্রভৃতি যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ডিপ্লোমা পাইবেন।

প্রেরিত পত্র।

প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে।

বঙ্গ বন্ধু সম্পাদক মহাশয়!

চার্চ্চ মিশনরি সোসাইটীর বিগত চার্চ্চ কাউনসিলের পঞ্চম বার্ষিক সভায় যে সকল বিষয় আলোচনা হয় তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় স্থান দানে বাধিত করিবেন।

১। জানানা মিশন।

কৃষ্ণনগরের দুই তিন প্রচারক মহাশয় জানানা মিশন কার্য্যের বিরুদ্ধে বজ্রবাণ নিক্ষেপ করিতে ক্রটী করেন নাই। মানিলাম যে জানানা মিশন সংক্রান্ত কোন কোন শিক্ষয়িত্রী অকর্ম্মণ্য ও দূষিত, কিন্তু তাহা বলিয়া সমুদয় কার্য্যের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা কি যুক্তি সঙ্গত? তাহাদের ইপ্সিত উপযুক্ত লোক যতদিন না পাওয়া যায় তত দিন কি কর্ম্ম বন্ধ করিয়া সেই প্রকার কার্য্যকারীর অভ্যুত্থানের জন্য অপেক্ষা করিব, না যে প্রকার কার্য্যকারী পাওয়া যায় তদ্দ্বারা কার্য্য করিব ও তাহারই উন্নতি বর্দ্ধন করিব। মনুষ্য স্থাপিত সকল কার্য্যে ক্রটী ও দুর্ব্বলতা থাকিবেই। যদি ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা দেখা যায়, তাহা হইলে সকল কার্য্যই বৃথা যাইতেছে বলিলে আমরা হিন্দুদিগের যুক্তির

বিরুদ্ধে কি বলিব। তাহারা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র দোষ দেখিয়া কি বলে না তোমাদের এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, অমুক খ্রীষ্টান কেমন দুষ্ট, অমুক কেমন দুশ্চরিত্রান্বিত। তাই আমরা পরের চক্ষে কুটা দেখিতে প্রস্তুত আর নিজ চক্ষের কড়িকাট দেখিতে বিস্মৃত হই-তেছি। যদি কোন কোন দুর্ব্বল ভগিনী পতিত হইয়া থাকে তাই বলিয়া আপনারা এমন কি আদর্শ খ্রীষ্টীয় জীবন দেখাইয়াছেন যে জানানা মিশনের সঙ্গে তুলনা করিতে পারিব যে অতি উৎকৃষ্ট। জানানা মিশন অল্প সময়ের মধ্যে কত মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহা কি কাহারও বিদিত নাই। যে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা কখন কখন দেখা যায় তাহার কারণ আমার বোধে কর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তাদিগের অবিবেচনার ফল। কোন স্ত্রীলোক হঠাৎ বিধবা হইল, তাহার স্বামী মিশন কার্য্যে বোধ হয় নিযুক্তছিল, এমন কোন উপায় করিতে পারে নাই যাহাতে স্ত্রী পরিবার ভরণ পোষণ হয়, পাদরী সাহেবের গলগ্রহ হইল, তিনি তাহাকে জানানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু সেই কার্য্যের বিশেষ উপযোগিতা আছে কিম্বা প্রলোভিত হইলে এড়াইতে পারিবে এমন ক্ষমতা (strength of character) আছে কি না এই সকল বিষয় প্রায় ভালরূপে না দেখিয়া ভরণপোষণ করা উদ্দেশ্যও জানানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য একটী উপলক্ষ মাত্র। ইহাতে যে কোন কোন সময় দোষ লক্ষিত হইবে তাহার বিচিত্র কি। আর ৬ কিম্বা ৮ বা কোন কোন স্থলে ১০ টাকা বেতন দেওয়া হয়, কি ঘৃণিত বেতন, একটা ভাল চাকরাণীর বেতন ১০৲ টাকা এবং এই বেতনে যে কি প্রকার লোক পাওয়া যাইবে পাঠকবর্গই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় মহিলাগণ (European jenana ladies) যদি ইউরোপের ঐ প্রকার সমাজ হইতে গ্রহণ করা যাইত ও ঐ প্রকার বেতন দেওয়া যাইত তাহা হইলে প্রায় ঐ প্রকার দুর্ব্বলতা দেখা যাইত। কিন্তু তাহারা উত্তম শিক্ষা পাইয়া, উত্তম বেতন পাইয়া উক্ত কর্ম্মের বিশেষ উপযোগী হয়। উপসংহারে বিশপ মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক যে ভ্রাতারা তোমরা যাহাদের দোষ দেখিতেছ. তাহারা তো তোমাদেরই ভগিনী, তোমাদেরই কন্যা। এবং ইহাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যেখানে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল সেই খানের পুরুষ সকলও দুর্ব্বল ইহাই তাহার পরিচায়ক। এই প্রকার কুৎসাবাদে বিশেষ ফল হয় না বরং যাহাতে এই প্রকার না হয় সেই বিষয়ে নিজে নিজে চেষ্টা করিলে অনেক সংশোধন হইতে পারে।

২। শিক্ষিত যুবা লোক মিশন কর্ম্মে কেন আকর্ষিত হয় না, তাহার কারণ আমরা সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বিবেচনা করি তাহা বলিতেছি।

১—মিশন কার্য্য করিতে যাইয়া অনেক সময় পাদরীর কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অনেক সময় তাহার বিবেচনার যে প্রকরণে কার্য্য করিলে ফলোদয় হইবে তাহা পাদরী সাহেবের মনোমত

না হইলে সে কখন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না; কাযে কাযেই পাদরী সাহেবের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। পাদরী সাহেবেরা অনেক সময় কর্ম্ম গজে মাপ করিয়া সেরে ওজন করিয়া লইতে চাহেন, তজ্জন্য অনেক সময় ওজন সহি ও মাপ সহি হয় না। মিশন কার্য্য এই প্রণালীতে চলা বড় দুষ্কর।

২—কতক কতক পাদিরী মহাশয়গণ এক একটী যথেচ্ছাচারী প্রভু, হাতে মাথা কাটেন; যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, না আছে অনেক সময় যুক্তি, না আছে কাণ্ড জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাই অনেক সময় আজ্ঞা, ঠিক যেমন রুশীয় সম্রাট বিনা পার্লিমেন্টে শাসন করেন। আমি এক জন মিশনরীকে স্বকর্ণে বলিতে শুনিয়াছি যে কালেক্টর সাহেব এক জন পেয়াদাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহার আপীল আছে, কিন্তু আমি আমার ১০০৲ টাকার বেতনের হেড মাষ্টারকে কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহার আপীল নাই। কি ভয়ানক ক্ষমতা! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক পাদরী মহাশয়ের অধীনে একটী স্কুল আছে ও তিনি প্রায় ২৫ বৎসর সেই স্থানে আছেন, কিন্তু বোধ হয় ২৫ বৎসরের মধ্যে ২৫ কিম্বা ৩০ জন হেড মাষ্টারকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। কিম্বা এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে ভদ্র সন্তান বাধ্য হইয়া কার্য্য ছাড়িয়াছেন। এক জন কালেক্টর তাহার কোন নিম্ন-কর্ম্মচারীর প্রতি কখন অমন ব্যবহার করিতে পারিতেন না। পাদরীর হাতে ঐ প্রকার ক্ষমতা না থাকিলে কখনই এমন করিতে পারিতেন না। মহাশয় এ প্রকার অবস্থাতে কি শিক্ষিত লোক আকর্ষিত হয়।

৩—মিশনে গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা ইলবার্ট বিলের প্রয়োজন আছে। গবর্ণমেন্টে কেবল সামান্য ইংরাজদিগকে বিচার করিতে পারিবেন না এই অক্ষমতা, কিন্তু এই স্থানে বেতন, ছুটী, ক্ষমতা, মর্য্যাদা, রাহা খরচ প্রভৃতি সকলই প্রভেদ। দেশীয় পাদরী কিম্বা পাদরী-পরিবার পীড়িত হইলে কোন সংবাদ নাই, ইংরাজ পাদরী কিম্বা পাদরী পরিবার পীড়িত হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অসুস্থ হউক অমনি সিমলা কিম্বা দারজিলিং পাহাড়ে না হয় লঙ্কাদ্বীপে সমুদ্র-বায়ু সেবনে নির্গত হইলেন, সোসাইটী বিল পাস করিলেন, কিন্তু দেশীয় লোকের হউক অমনি ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর, ভ্রাতা ইত্যাদি মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হইবে। আবার ইংরাজ পাদরীরা যে সকল কার্য্য করেন তাহার একাংশ যদি দেশীয় পাদরী করেন তাহা হইলে তাহাকে আণ্ডামান দ্বীপে পাঠান হয়। ইহাতে কি মহাশয় যুবা আকর্ষিত হইতে পারে?

৪—মিশন কর্ম্মে এত কম বেতন যে দেশীয় লোক অনেক কষ্টে দিনপাত করে ও বৃদ্ধাবস্থার জন্য কোন সংস্থান করিতে পারে না। গবর্ণমেন্ট আপনার পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মাক্ষম হইলে ভরণপোষণ জন্য পেন্সন দেন কিন্তু খ্রীষ্টীয় মিশন সোসাইটী বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দেন। এই বিষয় যখন চিন্তা

করি মনে এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হয়। কোন শিক্ষিত যুবা বৃদ্ধাবস্থায় অকূল সাগরে ভাসিতে ইচ্ছা করিবে?

৫—স্বায়ত্ত শাসন (self-govt) প্রথা মিশনে প্রবর্ত্তিত না হইলে শিক্ষিত লোক কখন আকর্ষিত হইবে না। কোন স্থানে পাদরী (Municipal chairman) মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান কর্ম্মে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু মিশন তাহাকে ততদূর ভার দিতে প্রস্তুত নন। গবর্ণমেন্টকে না মিশনকে এই বিষয়ে উদার বলিব ও এই দুই জনের মধ্যে উদারতা কাহার কাছে আশা করা যায়। বেতন কমের জন্য অত যায় আসে না কিন্তু ক্ষমতাতে ন্যূন রাখিব এই যে ভাবটী ইহাই দূষণীয়। অনেক শিক্ষিত যুবা স্থির করিয়াছিলেন যে মিশন কার্য্য করিবেন কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! অনেক কথা তিক্ততাপূর্ণ সত্য বলিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। আমি কেবল উপসংহার করিলাম কোন বিচক্ষণ লোক এই বিষয় ভালরূপে আলোচনা করিতে পারিবেন। আন্দোলন, আন্দোলন, আন্দোলন, আবশ্যক।

জনৈক হেড মাষ্টার।

---

(১)

পলেষ্টীয় রণ ভেরি বাজিলে গম্ভীরে
পশিল কানন ভেদি শ্রবণ বিবরে।
সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে তূণীর পুরিয়া বাণে
উঠিয়া দাঁড়াল বীর শৌল কুলমান
চরণ প্রহারে যথা দাঁড়ায় ফণিনী।

(২)

মূর্ত্তি দেখি ভ্রম হয়, সাক্ষাৎ শমন
রক্ত-জবা লাজ পায়, হেরিয়া নয়ন।
কটাক্ষে সাঁজোয়া ধরি ক্ষিপ্র করে অঙ্গোপরি
বাঁধিল সুতীক্ষ্ণ অসি আর ভীম ঢাল
লম্বিল তূণীর পৃষ্ঠে দেখিতে ভয়াল।

(৩)

রণোন্মুখ হেরি যোনাথন সীমন্তিনী,
ধাইয়া আইলা যথা মত্ত মাতঙ্গিনী।
কাঁচুলি বাঁধুনি খুলি পড়িছে জঘনে ঝুলি
বক্ষো বিলম্বিত, কণ্ঠ ত্যজি হার,
পড়েছে এলায়ে পৃষ্ঠে কুন্তলের ভার।

(৪)

গণ্ডস্থল মসিবর্ণ, চক্ষুর কাজলে,
প্রবাহিনী প্রবাহিত কপোল যুগলে।
ললাটের কেশ রাশি ঢাকিয়াছে মুখ শশী।
অঞ্চল লুটায়ে আহা পড়েছে ধরায়।
বিম্বোষ্ঠে আচ্ছন্ন শোক জলদ মালায়।

(৫)

বাম করে কুন্তলের ভার ছাঁদি ধরি,
কাঁদ কাঁদ স্বরে আহা কহিলা সুন্দরী,
প্রাণেশ! অনেকবার দেখেছি সজ্জার ভার,
কিন্তু তাহে দমেনিক অভাগীর মন,
তবে কেন আজি নাথ,কান্দিছে জীবন,

(৬)

আগুলিয়া দ্বার দেশ বাহু বিস্তারিয়া,
কহিতে লাগিলা পুনঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
দয়িতের আশাভূমি! ছাড়িয়া তোমারে
রহিব কেমনে বল হৃদয়-রঞ্জন!
পাষাণে বাঁধি হিয়া করিবে গমন?

(৭)

বিগত যামিনী শেষে দেখেছি স্বপন।
(বাম নেত্র কেন নাথ ! করিল স্পন্দন ?)
স্মরিলে স্বপন কথা, হৃদয়েতে পাই ব্যথা
তাই বলি প্রাণ নাথ যেওনা সমরে
অভাগীর স্বপ্ন কথা শুন দয়া করে।

(৮)

নিদ্রার কোমল কোলে ছিনু যবে নাথ
কুস্বপন হেরি ঘুম ভাঙ্গিল দৈবাত।
"সমর ভুমিতে শশী আকাশ হইতে খসি'
পড়িতে দেখেছে দাসী নিশির স্বপনে
সন্দেহের ঢেউ তাই উঠিতেছে মনে।

(৯)

তাই ভয় হয় নাথ, চরণ কমল
দেখিতে পাবেনা এই নয়ন যুগল।
তবে যদি যাও নাথ, দাসীরে লইয়া সাথ-
চলহ সমর ক্ষেত্রে করিয়া সঙ্গিনী।
নতুবা নারিব গৃহে থাকিতে নৃমণি।

(১০)

'পথে নারী বিবর্জ্জিতা' সত্য তাহা মানি,
কিন্তু ত্যজে,যেই তারে দুর্ব্বল বাখানি।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি নাথ রাখহ দাসীরে সাথ,
বিনাশিব দেহক্লান্তি চামর ব্যজনে।
পুরাও দাসীর আশা রাখিয়া চরণে।

(১১)

কেন ভয়, বিধুমুখি ! কর অকারণ,
অলীক স্বপন, কভু করনি শ্রবণ ?
হেরিয়া মলিন মুখ, বিদরিয়া যায় বুক
সু-বদনে সুবদনি ! দেও হে বিদায়
পলেষ্টীয় বিনাশিয়া আসিব ত্বরায়।

(১২)

দ্বার ছাড়ি দেও প্রিয়ে! রোধোনা আমায়
থাকিতে সুতীক্ষ্ণ অসি দাসের সহায়
কি ভয় কি ভয় প্রিয়ে, ছাড় শীঘ্র আসি গিয়ে
অরাতি শোণিতে দেশ করিয়া প্লাবন
দেও শীঘ্র ছাড়ি দ্বার, করোনা বারণ।

(১৩)

জাননা কি প্রিয়ে,দেহে থাকিতে শোণিত
ডবিবার নহে কভু যোনাথন-চিত ?
যে দিন সমর ভয় কাঁপাইবে এ হৃদয়
সেই দিন তুষানলে ত্যজিয়া জীবন
বিনাশিব কুললাজ করিব মোচন।

(১৪)

তবে যদি মরি প্রিয়ে অরাতির করে,
নিশ্চয় জানিও যাব অমর নগরে।
বাককাদি বীরগণ শত্রুসনে করি রণ
গিয়াছেন চলি যথা ত্যজিয়া জীবন
ফুটায়ে যশের ফুল মরত-ভুবন।

(১৫)

বিলম্ব করিতে আ[illegible]হিক সময়
ছেড়ে দেও বিধুমুখি ! হইয়া সদয়।
অভাগার মৃত্যু পরে পাপিষ্ঠ পলেষ্টী নরে
আক্রমিলে, দিবোরায় করিয়া স্মরণ,
সমর করিবে দেহে থাকিতে জীবন।

(১৬)

দেখো যেন প্রাণেশ্বরি সতীত্ব রতন
হরে না পাপিষ্ঠ অই পলেষ্টীয়গণ।
যোনাথন জপমালা! বহেনি কলঙ্ক ডালা
মাথে করি এই বংশে পূর্ব্বনারিগণ
গিয়াছেন ত্যজি যারা মরতভুবন।

বি—দাস।

৪র্থ খণ্ড।] এপ্রেল, মে, জুন, ১৮৮৬। [৬, ৭, ৮, সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিষয় পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

ইমদাদু আলির লেন ৮ নং হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৬।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একটী বিশেষ বেবন্দোবস্ত বশতঃ এতদিন বঙ্গ বন্ধু বাহির হইতে পারে নাই। এখন সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সম্পূর্ণ আশা আছে এখন হইতে বঙ্গ বন্ধু নিয়মিতরূপে বাহির হইবে। পাঠকবর্গকে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করি, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বঙ্গ বন্ধুর জীবনে এমন কখন ঘটে নাই, ঘটিবেও না, তাঁহারা মনে রাখিবেন।

যাঁহারা বিগত দুই বৎসরের মূল্য এখনও দেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা চিরকৃতার্থ হইব। তাঁহারা মনে রাখিবেন আবার একবৎসরের শেষ হইতে চলিল।

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৮ নং ইমদাদ্ আলীর লেন।

বঙ্গ বন্ধু সংক্রান্ত নিয়ম।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৮ নম্বর বাটীতে বঙ্গ বন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গ বন্ধুর অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে দেয়।

কেহ বঙ্গ বন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ⁄০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারের অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বঙ্গ বন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৪র্থ খণ্ড।] এপ্রেল, মে, জুন, ১৮৮৬। [৬, ৭, ৮, সংখ্যা।

ইউরোপীয় রাজনৈতিক অবস্থা।

ইউরোপীয় রাজনৈতিক আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া সমগ্র ইউরোপ, এমন কি, সমস্ত ধরাতলকে কবে যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। যাহাদের ইউরোপীয় ইতিহাসের অতি সামান্য জ্ঞান আছে, তাহারাও আজকাল দেখিতে পাইতেছেন যে, ইউরোপীয় রাজনৈতিক আকাশ ঘোরতম মেঘে আচ্ছন্ন। কখন কখন মেঘ সংঘর্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, ক্ষণ প্রভার ন্যায় মধ্যে ২ আলোক দেখা যাইতেছে, কিন্তু আকাশ মেঘাবৃত, কখন যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা বলা যায় না।

প্রথমতঃ সমাজ তান্ত্রিক ও নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেবল রুষিয়াতে যে ইহাদিগের বিক্রম তাহা নহে, ইউরোপের সমস্ত দেশে ইহারা বিদ্যমান। ইহারা সমস্ত বর্ত্তমান বিষয় ধ্বংস করিবার সংকল্প করিয়াছে। ইহাদের কার্য্য কৌশল, ষড়যন্ত্র ও অধ্যবসায় বিচিত্র। ইহাদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া বিশাল রুস রাজ্যের অধীশ্বর একদিনও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন না, কোন রাত্রিতে নিশ্চিন্তে তাঁহার নিদ্রা হয় কি না তাহাও সন্দেহ স্থল। একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়। জর্ম্মণীতে ইহাদের গুপ্ত চর গুপ্ত ভাবে কার্য্য করিতেছে, বিস্মার্কের কূট নীতি ও অভিজ্ঞতা বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহাদের জাতভাই ফেনিয়ানেরা ইংলণ্ডকে অনেকবার ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ফ্রান্স দেশের ত কথাই নাই। যে দিন হইতে রাজবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে আজ ফ্রান্সের অবস্থা অতি শোচনীয়। ঘোর সাংসারিকতায় নিমগ্ন হইয়া

ফ্রান্স দেশ প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিবর্জ্জিত হইয়াছে, ধর্ম্ম ফ্রান্স দেশে আর স্থান পান না। স্পেন দেশের এত দূরবস্থা যে একজন ধার্ম্মিক বিশপ পুরোহিতবর্গের নীতি সংস্কার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইযাছিলেন বলিয়া, সেদিন একজন দুর্নীতি পরায়ণ যাজকের হস্তে আপনার প্রাণ হারাইয়াছেন। ইতালী রোমীয় মণ্ডলীর কেন্দ্র স্বরূপ, সেই ইতালীর নৈতিক অবস্থা স্মরণ করিলে যার পর নাই দুঃখিত হইতে হয়। যে রোমে সহস্র সহস্র সাধু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই রোম আজ অপবিত্রতার স্রোতে ডুবিতে বসিয়াছে।

একটী রাজ্যের সহিত অপরটীর বাস্তবিক সখ্য ভাব নাই। ইংলণ্ড আপনার অধিকার সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছেন বলিয়া তাহার সহিত অন্য কোন ইউরোপীয় রাজ্যের সহানুভূতি নাই। জর্ম্মণীর ঔপনিবেশিক তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া ইংলণ্ডের সহিত তাহার আর সেরূপ সদ্ভাব নাই। যে দিন হইতে মিসরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ইংরাজ আপনার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি ইংলণ্ডের উপরে ফ্রান্সের বিষ দৃষ্টি। জর্ম্মণীর সহিত ফ্রান্সের আন্তরিক মনোমালিন্য। জর্ম্মণী ১৮৭০ খ্রীঃঅব্দে ফ্রান্সের যে দুর্দ্দশা করিয়াছেন, তাহা ফ্রান্স ভুলিতে পারেন নাই, জর্ম্মণীও বিলক্ষণ জানেন, ফ্রান্স সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সুযোগ পাইলেই একবার যুঝিয়া দেখিবে। জর্ম্মণী তাহাতে কোনরূপে ভীত নহে, কিন্তু তাহাকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইতেছে। এদিকে রুষিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা এত মন্দ যে রুষ রাজনীতিকেরা যাহাতে রুষিয়ার লোকের চক্ষু পৃথিবীর অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হয়, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছে। বাহিরের শত্রুর দিকে চক্ষু নিবিষ্ট হইলে, জিগীষাবৃত্তি প্রবল হইলে, রুষিয়ার মধ্যে কিছু শান্তি হইতে পারে, এই আশয়ে মধ্য এসিয়ায় মধ্যে মধ্যে আগুণ জ্বলিয়া উঠে। গরীব তুর্কীর শান্তি নাই। রুষিয়া ধর্ম্মের ছল করিয়া তুর্কীর অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চায়, কিন্তু ইংলণ্ডের স্বার্থ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকাতে সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না।

এই সময়ে চতুর রাজনীতি বিশারদ বিস্মার্ক যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সকল কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়ম সমর প্রয়াসী নহেন, তিনি শান্তির পক্ষপাতী। তাঁহার মৃত্যু হইলে ঘোর অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকিবে।

এদিকে আয়র্লণ্ডের গোল মিটিল না—সহজে যে মিটিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন সদভিপ্রায়েই আয়র্লণ্ডকে আত্মশাসন দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

এই জন্যেই বলিতেছিলাম, ইউরোপীয়

রাজনৈতিক আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। সকলেরই স্বার্থের দিকে টান, শান্তি হইবে কি প্রকারে? সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, শান্তিপ্রিয়তা, যেমন পারিবারিক ও সমাজিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজন তদ্রূপ বা ততোধিক রাজনৈতিক জীবনের পক্ষেও প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনের সময় ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করা হয়, উচ্চনীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু আদর্শ রাজনৈতিক জীবনের কয় জন অধিনেতা আছেন?

ধর্ম্ম পুস্তকের ব্যাখ্যান।

১ করিঃ ১। ১—৮।

"করিন্থ নগরস্থ ঈশ্বরের মণ্ডলী" ঈশ্বরের মণ্ডলী, ঈশ্বরের গৃহ, খ্রীষ্টের মন্দির। ইহাতে ঈশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠান করেন, যেন ইহা দ্বারা ঐশিক জীবন ও মনুষ্যত্বের প্রচ্ছন্ন প্রিয়োজন প্রকাশিত হয়, ইহা দ্বারা যেন মন্দ বিলুপ্ত হয়, লবণ যেমন খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করে, ইহাও যেন সেইরূপ পৃথিবীকে রক্ষা করে। এই মণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত— দৃশ্য ও অদৃশ্য। যাহারা আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা সেই মনসিজ (ideal) অদৃশ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত। যাহারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যোগ্য হউক, অযোগ্য হউক, সকলেই সেই দৃশ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত। খ্রীষ্টীয়ানদের মনসিজ অবস্থা সাধু পৌল নিজেই বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা সাধু হইবার নিমিত্ত আহূত তাহারা পবিত্র আত্মার মন্দির। অন্যত্র তিনি তাহাদের বাস্তবিক অবস্থাও নির্দ্দেশ করেন— তাহারা শারীরিক মনুষ্যের ন্যায় আচার ব্যবহার করে। খ্রীষ্ট নিজে ইতিপূর্ব্বে ধীবরের জাল, কণ্টক বিমিশ্রিত গোধূম পূর্ণ শস্যের রূপকাদি কথায় এই বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

যখন নদীর ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করি, তখন ইহার নির্ম্মল, স্বচ্ছ স্রোতের বিষয় মনে উদয় হয়, তখন নদীর বিশুদ্ধ অবস্থা আমাদের অন্তরে জাগরূক হয়। কিন্তু যখন ভাগীরথী, কিম্বা অন্য বিশেষ নদীর কথা মনে করি তখন আমাদের মনে পঙ্কিল, কর্দ্দমময় জলের কথা মনে উদয় হয়। মণ্ডলীর বিষয় ভাবিতে গেলে ও আমাদের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইবে। অদৃশ্যভাবে অসঙ্গ (abstract) ভাবে মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য, তাহাতে কোন মন্দ নাই। বাস্তবিক ও সসঙ্গ (concrete) ভাবে ইহা করিন্থ বা রোম বা ইংলণ্ডীয় বা অন্য কোন ভুল ও দোষ মিশ্রিত মণ্ডলী বুঝাইবে, কিন্তু গঙ্গানদী যেমন বাস্তবিক একই নদী, উহাকে যেমন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে না, সেইরূপ বাস্তবিক ভাবে দেখিতে গেলে মণ্ডলী এক, দুই নহে। দৃশ্য মণ্ডলীতে অদৃশ্য মণ্ডলী সংযুক্ত রহিয়াছে। দ্রাক্ষালতার রূপক কথায় ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। দুইটী দ্রাক্ষালতা নাই, কেবল একটী আছে। যে শুষ্ক শাখা পরে বিযুক্ত হইবে, তাহা

বর্ত্তমান কালে দ্রাক্ষালতারই অংশ।

এই অদৃশ্য মণ্ডলীর অতি বিচিত্র গতি। ঈশ্বরের "লগস" অর্থাৎ বিবেক ও শব্দ এই মণ্ডলীর আলোক। এই নিত্য শব্দ নীরবে নিঃশব্দে সর্ব্ব কালে আপনার আলোক বিস্তার করিয়া আসিতেছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐশিক জীবন প্রকাশ করাই এই মণ্ডলীর কার্য্য। কিরূপে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে উক্ত হইতেছে।

(১) আত্ম সমর্পণ—"যাহারা খ্রীষ্ট য়েশুতে পবিত্রীকৃত হইয়াছে।"

(২) পবিত্রতা—"পবিত্র হইবার জন্য আহুত।"

(৩) সার্ব্বত্রিকতা—"সকলের সহিত যাহারা সর্ব্বস্থানে আমাদের প্রভু য়েশুর নামে প্রার্থনা করে।

(৪) একতা—"তাহাদের ও আমাদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের।" কারণ খ্রীষ্ট তাহাদের সাধারণ কেন্দ্র স্বরূপ, এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর এক আত্মা, এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক বাপ্তিস্ম, এক ঈশ্বর ও কেন্দ্র, খ্রীষ্টের এক পিতা থাকাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত নিগূঢ় একতা বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রথমতঃ, মণ্ডলীর অস্তিত্ব ইহারই জন্যে যেন তাহাদ্বারা আত্ম সমর্পণ সাধিত হয়। তাহারা খ্রীষ্ট য়েশুতে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। "পবিত্রীকৃত" হওয়ার প্রকৃত অর্থ পৃথকীকৃত হওয়া, কোন কার্য্যে আত্মসমর্পণ করা। খ্রীষ্ট স্বয়ং বলিয়াছিলেন, আমি তাহাদের জন্য পবিত্র ও পৃথকীকৃত. ও আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্য লোকদিগকে উদ্ধার করিবার ও সত্যের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আপনার প্রাণকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের এই ঐশিক গুণ প্রকাশ করিবার জন্যই মণ্ডলীর অস্তিত্ব। যে পরিমাণে মণ্ডলী এই গুরুতর ব্রত পালন করেন, সেই পরিমাণে মণ্ডলীর মণ্ডলীত্ব বজায় থাকে। এই জন্যই প্রাচীনকালে যখন মণ্ডলীর বিষম উৎপীড়ন হইয়াছিল এবং যখন ধর্ম্ম সাক্ষীদিগকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে সাক্ষীদিগের মৃত্যু মণ্ডলীর বীজ স্বরূপ হইল। কিন্তু যখন মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রকৃত স্বভাব বিস্মৃত হইয়া আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ধার্ম্মিকতা সাংসারিক লাভের সোপান ও উপায় স্বরূপ বিবেচনা করেন, ঈশ্বরের অধিকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন, তখন মণ্ডলী স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করেন না: স্বার্থের মূলোৎপাটন করিবার পরিবর্ত্তে স্বার্থ দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত ও বদ্ধমূল করিতেই যত্ন করেন।

দ্বিতীয়তঃ, পবিত্রতা সংস্থাপন করা মণ্ডলীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

করিন্থ মণ্ডলী অতি বিচিত্র রূপে গঠিত হইয়াছিল। এই মণ্ডলীতে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় সংযুক্ত হইয়াছিল। যে সমাজ লইয়া এই মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, সে সমাজে, নানা

প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ছিল। সেই সমাজে, বিদ্যার গর্ব্ব, ধনের গর্ব্ব, ভ্রান্তি, কুসংস্কার, অবিশ্বাস, বিরাজমান ছিল। নূতন খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের মধ্যে পুরাতন ও অভ্যাসগত দোষ ছিল। পুরাতন কুসংস্কারের বিলক্ষণ প্রতাপ ছিল। এই পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মণ্ডলীতে জঘন্য কুনীতির প্রশ্রয় বাড়িয়াছিল, এমন কি, কেহ কেহ তাহা শ্লাঘার বিষয়ও মনে করিত। প্রাচীন দার্শনিক মতের ও আধিপত্য তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ভাবের সহিত তাহা সংযুক্ত ছিল, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে করিত, শরীর সমস্ত পাপের মূল, আর তাহারা ভবিষ্য পুনরুত্থানও অস্বীকার করিত। প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে তাহাদের ধন গর্ব্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা দেখি, গর্ব্বার্থে তাহারা আধ্যাত্মিক বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত। করিন্থীয় মণ্ডলীর এইরূপ প্রকৃত অবস্থা ছিল। প্রাচীন মণ্ডলীর এতদূর দুর্দশা হইয়া পড়িয়াছিল! ইহা হইলেও আমরা এমন পাঠ করি না, "ইহারা মণ্ডলীর নহে, উহারা মণ্ডলীস্থ"; সকলেই মণ্ডলীর অন্তর্গত ছিল। লম্পট ভ্রাতা, অহঙ্কৃত ধনবান ব্যক্তি, দার্শনিক খ্রীষ্টীয়ান, সাম্প্রদায়িক ভাবে পূর্ণ ব্যক্তি—সকলেই পবিত্র হইবার জন্য আহূত হইয়াছিল। সকলেই পবিত্র আত্মার মন্দির—যদিও সেই অধিকারের অপব্যবহার করিবার সম্ভাবনা উক্ত পত্রেই উক্ত হইয়াছে। "তোমরা কি জাননা যে তোমাদের শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির," যে খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে অধিবাস করেন—নতুবা তোমরা তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছ। তাহারা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর তাহাদের জন্য উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা পবিত্র হয় নাই। তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য, তাহারা গ্রহণ করে নাই। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কারাবাসীদিগের জন্য মুক্তি সাধন করা যাইতে পারে। দোষীকে ক্ষমা করিলেও সে ক্রোধ পুষিয়া রাখিতে পারে। এইরূপে সকলেই পবিত্র হইবার জন্য আহূত হইয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত, যেন সকলেই পবিত্র হয়, যদি তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, তাহা হইলে দোষ তাহাদের নিজেরই। মণ্ডলীর কার্য্য খ্রীষ্টগত জীবন সকলের সাক্ষাতে ধারণ করা—মন্দ বিষয় ধ্বংস করা। এই জন্যই সাধু পৌল বলিতেছেন, "তোমরা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত।" ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমরা সকলে পবিত্র হও, কারণ পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেহ ঈশ্বরের দর্শন পাইবে না।

ইস্‌লাম দর্শন।

ইস্‌লাম দর্শন। মুসলমান ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। বাবু যাকুব কান্তি নাথ বিশ্বাস প্রণীত।

আমরা বিগত বারে কৃতজ্ঞতা সহকারে এই গ্রন্থখানির প্রাপ্তি স্বীকার

করিয়াছি। এবারে এই পুস্তক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। অনেক অধ্যবসায়, যত্ন, পরিশ্রম ও গবেষণা পূর্ব্বক যাকুব বাবু যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। এইজন্য তিনি বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ধন্যবাদের পাত্র।

বাঙ্গালা ভাষায়, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদের ব্যবহারার্থ এখানি উত্তম গ্রন্থ হইয়াছে। যে ভাবে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। মহম্মদীয় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমালোচনা করিতে গেলে প্রশস্ত ও উদার ভাব থাকা চাই। কেবল দোষান্বেষণ করিবার অভিপ্রায়ে লিখিলে কোন কাযই হয় না। ধর্ম্মের যে সকল মূল সত্য সকল ধর্ম্মেই নিহিত আছে সে সকল অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার সহিত অন্যান্য সত্যের সমন্বয় করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম শত শত লোকের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র লোক ইহলোক অকুতোভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় নহে। ভুলের মধ্যে সত্য রহিয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে আলোক জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আথেন্স নগরে মহাত্মা পৌল যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কি যতটুকু সত্য আথেন্স নিবাসীদের ধর্ম্মের মূলে ছিল, তাহা বাহির করেন নাই? বাহির করিয়া সেই ভিত্তির উপরে কি পূর্ণ সত্য স্তম্ভ গ্রথিত করেন নাই।

সত্য বুঝাইবার জন্য গাঢ় সহানুভূতি প্রয়োজন। সত্য বুঝান উপহাসের বিষয় নহে, ইহার দায়িত্ব অশেষ। এই ভাবের বশীভূত হইয়া যাকুব বাবু মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও মহম্মদের জীবন চরিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। অনেক প্রচারককে আমরা মহম্মদ সম্বন্ধে অনেক অযথা কথা বলিতে শুনিয়াছি, তাহাদের বোধে মহম্মদ কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারকের দোষোদ্ঘাটন করিতে পারিলে তাহারা যেন বড় খুসী হন। ইহাতে লাভ কি? অন্যের যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দিলে ক্ষতি কি? ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় না।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লাইল (Carlyle) তাঁহার Hero worship নামক পুস্তকে মহম্মদের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার অনেক অংশ অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু মহম্মদ শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি কথার সারবত্তা আছে। মহম্মদ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনের সমালোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার সময়ের পৃথিবীর অবস্থা স্মরণ করিতে হইবে। মহম্মদকে ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ নৈতিক মঞ্চ হইতে, বিচার করা বিড়ম্বনা মাত্র। মহম্মদকে সেই দেশ ও সময়োচিত আচার ব্যবহার, রীতি নীতির দ্বারা বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলেই যাকুব বাবুর

গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বচনগুলির আবশ্যকতা বোধগম্য হইতে পারিবে।

১৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ "মহম্মদের জন্ম লব্ধ কেমন একটী নির্জ্জন প্রিয়তা গুণ ছিল। লোকের সহিত তিনি প্রায়ই ক্রীড়া বা আলাপাদি করিতে চাহিতেন না, একাকী কোন নিগূঢ় বিষয়ের আন্দোলন করিতে ভাল বাসিতেন। অভিজ্ঞতা লাভ মানসে মক্কানগরে আগত সুরীয়, মিসরীয় ও য়িহুদীয় বণিকদের সহিত তিনি সর্ব্বদাই কথোপকথন করিতেন। তাঁহাদের সংলাপনে তিনি য়িহুদী ও খ্রীষ্টয়ান ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।" পুনশ্চ ১৬ পৃষ্ঠায় মহম্মদের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইলঃ—"তিনি প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে ব্যগ্র ছিলেন। গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক এক্ষণে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপে তাঁহার আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকৃত হইল না; একমাত্র সত্যেশ্বরের পরিচয় তিনি কোন মতে লাভ করিতে পারিলেন না। ধ্যান পরায়ণ হইয়া তিনি মক্কার নিকট উপগিরিতে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন; উপবাস ও রাত্রিজাগরণে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন; কাবা মন্দিরকে প্রত্যহ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতেন; এবং হীরা নামক গহ্বরে গিয়া ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করিতেন।"

এই সকল আলোচনা করিলে আমাদের স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে মহম্মদ বাস্তবিক সরল ও ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। যাহা কল্পনার বিষয়ীভূত তাহা ক্রমে ক্রমে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া তাহার প্রতীত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম জগতে মহম্মদের সম্বন্ধে যে কেবল এইটী ঘটিয়াছে, তাহা নহে। অনেক বিখ্যাত ধর্ম্ম সংস্কারকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা মহম্মদের ন্যায় এতদূর পর্য্যন্ত কল্পনার বশে আসিয়াছিলেন, যে অলীক অবাস্তবিক বিষয়কে তাঁহারা বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সুইডনবর্গের এইরূপ হইয়াছিল। রোমীয় মণ্ডলীতে অনেক অনেক সাধুর এইরূপ ঘটিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের স্বদেশীয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা কেশব বাবুরও এইরূপ হইয়াছিল। ইঁহারা যে জ্ঞাতসারে লোকদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছিলেন, আমরা এমন বিশ্বাস করি না। মহম্মদ যে জানিয়া শুনিয়া শত শত নর নারীকে ভ্রান্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বিশ্বাস যোগ্য হইবার বিষয় নহে। এই জন্য আমরা বলি, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিরা যত শীঘ্র সংস্কারক বিশেষের চরিত্রের দোষোদ্ঘাটন করিতে পরাম্মুখ হন, ততই তাঁহাদের নিজের মঙ্গল, ধর্ম্মেরও গৌরব।

তৎপরে উক্ত গ্রন্থে মহম্মদের দুর্ব্বলতা, নৈতিক ভীরুতা ইত্যাদি বিষয় পাঠ করিলে আমাদের শিক্ষা জন্মিবে।

আমরা দেখিব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নেতা কেবল এক জনই ছিলেন, যাঁহার সহিত পিতার অভেদ্য সম্বন্ধ ছিল, যিনি কখন পাপ করেন নাই, যিনি কেবল একমাত্র সকল পাপী তাপিকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিতে পারেন, "হে পাপ ভারে ভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত পাপীরা, তোমরা আমার নিকট আইস। আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

মহম্মদীয় ধর্ম্মের সারশিক্ষা, মহম্মদ প্রকৃত দৈববক্তা ছিলেন কি না, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বিষয়ে মহম্মদীয় ধর্ম্মের আপত্তি কি কি, সেই সকল আপত্তি কিরূপে খণ্ডন করা যাইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় উক্ত গ্রন্থে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে, আমরা সে সকল সবিস্তার করিয়া বলিলাম না। হিন্দুদের নিকট হউক, মুসলমানদের নিকট হউক, যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কর্ত্তব্য গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা। ইহাতে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, অথচ মুসলমানদের নিকট তাঁহা-দিগকে প্রচার করিতে হয়, তাঁহাদের জন্য ইহা এক খানি অবশ্য পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

লুসিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিকার।

"Her arms fall down; sleep sits upon her brow;
Her eye is closed; she sleeps, nor dreams of harm.
Were not her cheek the apple's ruddy glow,
Would you not say she slept on Death's cold arm?'

Longfellow.

পাঠক, চল তোমাকে এক স্থানে লইয়া যাই, দেখিও বৃহৎ বন দেখিয়া ভয় পাইও না। ঐ দেখ কতকগুলি পশু শাবক কেমন লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। আহা কি সুন্দর রং! আবার দেখ, তাহারা কামড়াকামড়ি করিয়া কেমন খেলিয়া বেড়াইতেছে, ইচ্ছা হয় কোলে তুলিয়া লই।

পাঠক, ইহারা কাহার শাবক তুমি কি চিনিতে পারিয়াছ। বোধ হয় শুনিলে অত্যন্ত ভয় পাইবে। ইহারা সিংহ শাবক, দেখিতে অতি সুন্দর। উঃ! ও কি! কি ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন! না, এত মেঘ গর্জ্জন নয়, দেখ শাবক-গুলি কেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর খেলিতেছে না। ঐ দেখ তাহা-দের মাতা কি আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিল। এস আমরা অন্তরাল হইতে দেখি ও শিকারটা কি।

আহা! এমন সুন্দর বালিকাটি শেষে সিংহী ও তাহার শিশুগুলির উদরে প্রবেশ করিবে। ঐ দেখ এখনও সিং-হীর থাবাটী তাহার বুকের উপর রহি-

য়াছে, ও তাহার শিশুরা তাহাকে ঘিরিয়া সঙ্কেতের অপেক্ষা করিতেছে।

দেখ! দেখ! কেমন একটী সুন্দর ক্রুশ বালিকার গলাতে রেশমি ফিতায় ঝুলিতেছে। এখন বোধ হয পাঠক বুঝিতে পারিয়াছ যে, ইহা একটী খ্রীষ্টীয়ান বালিকা। তাড়নার সময় যে বন্যপশু মনুষ্যমাংস ভোজন করিবে তাহার আর বিচিত্র কি!

ঐ দেখ সিংহী উহাকে ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া বসিল। বালিকাটী এখনও জীবিত আছে, অল্প অল্প হাত পা নড়িতেছে, শুন কি বলিতেছে—"হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর;" আবার বলিতেছে "হে প্রভু য়েশু, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।" আহা! বালিকার কি বিশ্বাস, কি ধৈর্য্য, কি প্রেম, এখনও এই বিজন কাননে হন্তার সম্মুখে "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে"

ঐ দেখ, সিংহটী উহাকে ছাড়িয়া কিছুদূরে গিয়া বসিল, এক এক বার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতেছে। উঃ! আবার সিংহী তাহার উপরে সজোরে আসিয়া লাফাইয়া পড়িল। পাঠক, কি মনে কর? বালিকাটী কি এখনও জীবিত আছে, না তাহার কষ্টের শেষ হইয়াছে ও অনন্ত সুখভোগ করিতেছে?

এই বালিকার বিয়য় তোমাকে আরও অনেক বলিব। এখন চল আমরা সিংহী ও তাহার শিশুগুলিকে সানন্দে ভোজন করিতে দিয়া অন্যত্র গমন করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশী।

"To the barrier of the fight
Rode at last a sable Knight.
"Sir knight! your name and scutcheon, say!"
"Should I speak it here,
You would stand aghast with fear;
I am a Prince of mighty sway!"
Longfellow.

পাঠক, এইবার যে ঘটনা দেখিবে, তাহা বিশ্বমণ্ডলে কখন হয় নাই, ও বোধ হয় কখন হইবেও না। যাহা হউক, চল, যাওয়া যাক্। একে রাত্রি, তাতে মরুভূমিতে ভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। ঐ দেখ, দূরে আলো দেখা যাইতেছে, অবশ্যই উহা কোন মনুষ্যের বাসস্থান হইবে। একটু শীঘ্র চলিয়া চল, যদি বিশ্রামের কোন স্থান পাওয়া যায়। মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে ও তাহার চতুর্দ্দিকে পাঁচ ছয়টি তাম্বু রহিয়াছে, নিকটে অনেকগুলি উষ্ট্র বাঁধা রহিয়াছে। কিন্তু ওগুলি কি? তাম্বু বা কোন গৃহাদি বলিয়া ত বোধ হয় না। তবে কি? শুন! কি ভয়ানক শব্দ! ঐ দেখ, কতকগুলি লোক শীত প্রযুক্ত অগ্নির নিকট বসিয়া আছে। চল তাম্বুর নিকটে গিয়া দেখি, উহারা কে। দুই জন সেনা, দুই জন দাস ও একটী ১৫, ১৬ বৎসরের বালক কিছুদূরে একা বসিয়া রহিয়াছে। উহাদের কথাবার্ত্তাও বেশ শোনা যাইতেছে। প্রথম সেনা বলিল "হারকিউলিসের দিব্যি,* রাত্রির পক্ষে ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কেহ যদি এখন আমাদের

* রোমীয় দেবতা।

মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে এস্থানকে নরক বলিয়া বোধ করিবে। তুমি কি কখন ঐ প্রকার ভয়ানক শব্দ শুনিয়াছ?"

দ্বিতীয়। কেয়স্, আমি বলি যে, প্রাচীন শাসনকর্ত্তা এমন বুদ্ধিমানের কার্য্য পুর্ব্বে কখন করেন নাই। এতদিনে তাহারা যমালয় গমন করিত, কেবল ইহাদেরই জন্যে তাহাদের রক্ষা করা হইয়াছে।"

কেয়স্—"কেন সিলুরিয়স্? তুমি, আমি ঐ ইন্দুমিয় শয়তানগুলিকে ত বেশ জানি। আমার বোধ হয়, যে মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

প্রথম দাস—"কেন? আমিও যে সেখানে উপস্থিত ছিলেম, সেখানে যা যা হয় তা সকলই আমি জানি।"

সিলুরিয়স্ — "কাষ্টরের দিব্বি, * তুমি সেখানে ছিলে? কি কি হইয়াছিল বল ত। আচ্ছা দাঁড়াও, আগে এক গ্লাস হোক, তা না ত কথাগুলি নিতান্ত শুষ্ক শুষ্ক বোধ হয়।"

জাস্থিয়াস্ পান করিতে করিতে বলিল, "ভাল, কি হইয়াছিল জান, আমি শাসনকর্ত্তা কেয়স্ সিলিয়স প্লটিনসের সহিত ছিলাম—"

কেয়স্—"আরে যাক্, তার আর নাম কোর্ত্তে হবে না।"

জাস্থিয়াস্—"আচ্ছা তাই হোক, যখন ঐ শাসনকর্ত্তার দাস হোয়ে আমি মহারাজের সহিত যোপাতে উপস্থিত হোলেম, তখন তাঁহারা রাজ্যাদি লয়ে কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন। আমার প্রভু বলিলেন, ইন্দুমিয়েরা আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছে"—"এই সময় সিলুরিয়াস সিংহ চিৎকারটী শুনিয়া বলিল, "ঐ জানোয়ারটাকে মেরে ফেল ত" জাস্থিয়াস্ তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার প্রভু বলিলেন, মহারাজ, আমি দক্ষিণ সীমা অতি অল্প ব্যয়ে রক্ষা করিতে পারি যাহা আপনি সহস্র সহস্র টাকা ও সৈন্য দ্বারাও রক্ষা করিতে পারিবেন না।" তাহাতে মহারাজ ডিসিয়স্ বলিলেন, "সেনাপতে, তুমি যদি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার নিকটে চির-প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিব। যদিও ইষ্টকাদিতে প্রথমে কিছু অধিক ব্যয় হয় বটে, কিন্তু মোট ধরিতে গেলে সৈন্যের ব্যয় অপেক্ষা ইহা অতি স্বল্প-ব্যয়ে সাধন করা যাইতে পারে।"

প্লটিনস বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইট প্রভৃতির কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, যে যদি আপনি কতকগুলি সিংহ আনাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এ সকল উৎপাত একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে।"

মহারাজ উত্তর করিলেন, "মিত্রবন্ধু, তাহা হইলে তাহারা কি একেবারে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।"

প্লটিনস্ বলিলেন,—"না মহারাজ, যদিও তাহারা একেবারে মারিবে না বটে, তথাচ সময়ক্রমে তাহাদের সকল-

* রোমীয় দেবতা।

কেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। মরুভূমিতে ত আমাদের আর কোন কাজ হয় না, এই কাজটা হউক না কেন।

মণ্ডলীর ইতিহাস।

১২ অধ্যায়।

আন্তিয়খ নগরে ১১৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রাজানের পর হ্যাড্রিয়ান সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রায় ২১ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন।

হাড্রিয়ান নিজে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের উৎপীড়ক ছিলেন কি না সন্দেহ স্থল। টরটুলিয়ানের মতে তিনি উৎপীড়ক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর যে তাড়না হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ইহার একটি প্রমাণ এই যে সেই সময়ে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। পুস্তকগুলি সম্রাটকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, যেন তিনি সেই সকল পাঠ করিয়া মণ্ডলীর শত্রুদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু প্রতিবিধান করেন।

কোয়াড্রাদস নামক একজন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই সময়ে আরিষ্টাইদিস নামক জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি উক্ত প্রকার গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থের লোপ হইয়াছে, কিন্তু এই সকলে যে কিছু ফল ফলিয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সম্রাট হাড্রিয়ন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে এই বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহা যেন নিয়ম ও আইন অনুসারে বিচারিত হয়, এবং যাহারা মিথ্যা অভিযোগকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহারাও যেন সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

হ্যাড্রিয়নের সময়ে অর্থাৎ ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যেরুশালমের মন্দির ধ্বংস করিবার সংকল্প করা হয়। ইহার কারণ এই সেই সময়ে য়িহুদীরা বারকোকিবা নাম এক জন কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল। য়িহুদীরা এইজন্য যেরুশালম হইতে নিষ্কাশিত হইল; তাহাতে মণ্ডলীর উৎপীড়নও কিয়ৎ পরিমাণে স্থগিত রহিল। কথিত আছে, এক শত আশি সহস্র য়িহুদী যুদ্ধে নিহত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্ভূত বিশপগণ তৎকালে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। ইতিহাসবেত্তা ইউসিবিয়স বলেন, সেই সময়ে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বিস্তর বিস্তৃতি হইয়াছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে হ্যাড্রিয়নের পরবর্ত্তী সম্রাট আনটনিনসপিউসের (১৩৮—১৬১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালে মণ্ডলীর উৎপীড়ন হয় নাই। হাড্রিয়ানের সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাঁহারও সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সম্রাট পিউস নিজে উৎপীড়ক

ছিলেন না। টরটুলিয়ন ইহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু জন সাধারণের আক্রোশ কোন ক্রমেই কমে নাই। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সময়ে সময়ে ঘোর উৎপাত সাধন করিত। উক্ত সম্রাটের রাজত্বের প্রারম্ভে রোমের বিশপ টেলেস্ফরস নিহত হন। সেই সময়ে জষ্টিন উৎপীড়িত লোকদের সপক্ষে দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুস্তকদ্বয়ে গ্রন্থকর্ত্তা ন্যায়ের কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন। তিনি নির্দ্দেশ করেন যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপাস্য নানা মন্দ আত্মা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগকে তাড়না করে। খ্রীষ্টীয়ানেরা কিন্তু তাহাদিগকে পূজা করে না, তাহারা ঈশ্বর পিতা ও তাঁহার পুত্রের আরাধনা করে। তিনি বলেন যে, কতকগুলি ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান নামে অভিহিত হইলেও অখ্রীষ্টীয়ানভাবে আচরণ করে, তাহাদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিমাণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। যাঁহারা বিশ্বাস পালনার্থ আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহাদের দ্বারাই ধর্ম্মের পরিমাণ করা বিধেয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা সাংসারিক রাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকে না, তাহারা সমস্ত রাজ্যের শান্তিই বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধতা, প্রেম, দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা, সহিষ্ণুতা এবং রাজভক্তি সম্বন্ধে নৈতিক শিক্ষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা যদ্যপি উৎপীড়িত হয়, তাহা হইলে উৎপীড়কদিগকে বিচার দিনে জবাব দিতে হইবে। সেই বিচার দিনে মৃত লোকদের শরীর উত্থাপিত হইবে, এবং যে ব্যক্তিরা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অপরাধীরূপে দণ্ড দিয়াছে, তাহারা শয়তানের সহিত অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। তিনি খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণ, দুঃখভোগ, আরোহণে আপনার বিশ্বাস প্রকাশ করেন, বলেন ঐশ্বরিক আপ্ত বাক্যের পূর্ণতা কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি জনৈক খ্রীষ্টীয় যুবকের বিশুদ্ধাচরণের একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। তিনি বলেন, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ, তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে প্রেরিত বর্গের প্রচার, তাঁহার মৃত্যু, আরোহণ, যেরুশালমের বিনাশ, ভিন্ন জাতীয় লোকদের মন পরিবর্ত্তন বিষয়ে হিব্রীর দৈববক্তৃগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি অদৃষ্টবাদের অযৌক্তিকতা নির্দ্দেশ করিয়া মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের অর্থ নির্দ্দেশ করেন; তিনি বলেন, ঈশ্বর পুত্র মূসাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনি পবিত্র সহভাগ ও প্রভুর দিনের সমাজ পদ্ধতিও বর্ণনা করেন। তিনি পরিশেষে সম্রাটকে পরামর্শ দেন যে যদি তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে অন্ততঃ ধর্ম্মের জন্য যেন খ্রীষ্টীয়ানদিগকে তাড়না না করেন।

প্রবন্ধ রত্ন।

প্রবন্ধ রত্ন। শ্রীজটাধারী শর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

এই গ্রন্থখানি অনেক দিন ধরিয়া সমালোচনা করিব বলিয়া মনে করিয়া আছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক কারণ বশতঃ সংকল্পটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। ভরসা করি, প্রবন্ধরত্ন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কারী আমাদের দোষ ক্ষমা করিবেন।

গ্রন্থখানিতে ব্রাহ্মণ, স্ত্রী চরিত্র, ব্রজলীলা, সত্যযুগের আবির্ভাব, ঘোমটা, সৌন্দর্য্য, বঙ্গীয় নাট্যশালা, নারী জন্ম, চৈতন্য কি পূর্ণব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ আছে। ইহাতে অনেক পড়িবার জিনিস আছেঅনেক রহস্য ও আমোদ জনক বিষয়ও আছে। ইহার সাহচর্য্যে দুই চারি ঘণ্টা আমোদে কাটান যাইতে পারে। কিন্তু দুই এক জায়গায় মর্ম্মভেদী বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে যদি নির্দ্দোষ বিদ্রূপ থাকিত, যদি এমন বিদ্রূপ থাকিত, যাহাতে কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া না হইত, তাহা হইলে আমরা আরও প্রাতি লাভ করিতে পারিতাম। ভদ্রলোকের উচিত মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ না করা, ভদ্রলোকের উচিত এমন একটীও কথা না বলা, যাহাতে মনুষ্যের মনে আঘাত লাগে, কেবল আঘাত লাগে এমন নহে, অনেকদিন সে কথা মনেও থাকে। ভদ্র লোকের উচিত এমন একটীও কথা না বলা যাহাতে ব্যক্তিগত ইর্ষা ও হিংসা ভাব প্রকাশ পায়, ভদ্র লোকের ভদ্রতা সহকারে সকল কর্ম্ম করিলেই সুখের বিষয়। জটাধারী শর্ম্মা, আমরা বোধকরি, প্রবীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জটা ধারণ করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় সাংসারিকতা হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি বোধ হয় অধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার মতে বোধ হয় মনুষ্যের মনে বৃথা দুঃখ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তবে কেন তিনি জটাধারী হইয়া ব্যক্তি বিশেষের গ্লানি করেন? আমাদের বোধে কাহার গ্লানি করা, কাহার অযশ ঘোষণা করা, কাহাকে অন্ধকারে ছুরিকা প্রহার করা, পুরুষের কার্য্য নহে। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, "ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই, তবে যদি কে ঘরে কে— "আমি কলা খাই না র মত নকল দাঁত বাহির করে শুষ্ক হাসি হেসে মিটমিটে ডাইনের মত আসিয়া আসরে আপনি বাহির হইয়া পড়েন তবে আমি নাচার।"

ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই বলা হইয়াছে। এটী কি প্রামাণিক কথা? আমরা সব কথাগুলি উদ্ধৃত করিতে চাই না। কিন্তু "বিচারপতির নিকট দাঁড়াইয়া যুবকের আধ্যাত্মিক মা হইয়া এক আনা সন্মান পাইতে পারেন" ইত্যাদি কথাগুলি বলিবার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি? ইহাকে কি অন্ধকারে ছুরিকা মারা বলা যায় না? আমরা এবিষয়ে আর কিছু বলিব না, বলিতে ইচ্ছা নাই, বলিলে উপকা-

রও দর্শিবে না, কিন্তু আমরা বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ করা কি নির্ম্মম নহে, হৃদয় বিহীন নহে? ইহাতে কি ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব প্রকাশ পায় না? ইহা কি জটাধারীর সমান লোকের কর্ত্তব্য? এ কার্য্যে কি তাঁহার সমান লোকের শোভা পায়?

আর দুই একটী কথা আমাদিগকে অগত্যা বলিতে হইল। অদ্বিতীয় বঙ্গীয় পণ্ডিত, পরলোকগত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন একটী সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া ২৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, "ডাক্তার বন্দ্যোর সিদ্ধান্ত যে ভ্রম বিজৃম্ভিত তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অত্যুচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে না পারিয়া নিম্ন হইতে ছয় খানি উপল খণ্ড সংগ্রহ করতঃ রত্ন বলিয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে প্রদান করিয়াছেন।" প্রবন্ধরত্নে একথাগুলি না লিখিলেই ভাল হইত। আলোচ্য বিষয়ে ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা তাহার আন্দোলন আমরা এখন করিব না, কিন্তু স্বীকার করিয়া লইলাম, যে তাঁহারই ভুল হইয়াছে, তাহা হইলেই কি তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যুক্তিযুক্ত? ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত অন্বেষণ কর, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ এক জন দেশীয়কেও পাইবে না। তাঁহার ন্যায় বাস্তবিক সুশিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গদেশে আর কয়জন আছেন? ইউরোপে যে সকল প্রগাঢ় পণ্ডিত আছে, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় এ দেশে তাহাদের অনুকরণ বলিলেও চলে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য কাহাকে বলে ভারতবর্ষের লোকেরা এখনও তাহা জানে না। একটু ইংরাজি, একটু ইতিহাস, একটু দর্শন শাস্ত্র, একটু বিজ্ঞান জানিলেই ভারতবাসী আজকাল মনে করে সব জানা হইল। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য কাহাকে বলে, কিসে হয়, সে ধারণা টুকু বাঙ্গালীর নাই। পরলোকগত ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে ধারণাটী বিলক্ষণ ছিল। তিনি ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান ও বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। এটী তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি মোটের উপর বলিতে গেলে, তাঁহার সমান পণ্ডিত এদেশে একজনও নাই। "জটাধারী" চমৎকৃত হইবেন না। এটী বাস্তবিক সত্য কথা। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান সকলেই এক প্রকারে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে এমন লোকের সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া ফেলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদি উল্টাইয়া ফেলিতেই হয়, তাহা হইলে কি বিনয় ও ভদ্রতার সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ভাল দেখায় না? যাবজ্জীবন তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আর জটাধারীর ন্যায় এক ব্যক্তি সহসা বলিয়া ফেলিলেন—বলিতে একটুকু কুণ্ঠিত হইলেন না—যে ডাক্তার বন্দ্যো সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অত্যুচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মাক্সমূলর, উইলিয়ম মিউর, ওয়েবর যাহা বলিতে সাহস করেন নাই, জটাধারী হঠাৎ তাহা বলিয়া ফেলিলেন বলিয়া আমাদের কিছু দুঃখ হয়।

আর একটুকু বলা আবশ্যক। নবদ্বীপ নিবাসী একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে ঠাট্টা না করিলেই কি নয়? নিম্নলিখিত কথাগুলি সত্য কি অসত্য তাহা আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু জটাধারী মহাশয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি, অন্য রকমে কি প্রতিবাদ করা হয় না? কথাগুলি এই: "স্মার্ত্ত বাবাজী বোধ হয় এই সমস্ত বচন দেখিয়া বা নীচ লোকের নিকট অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া চৈতন্যের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন, বাবাজী মনে রাখিবেন, এগুলি যবনাধিকারের জাল পুরাণ বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।"

অশীতিপর বৃদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সিদ্ধান্ত যদি প্রতিবাদ করিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে বিনয় সহকারে প্রমাণ সহিত তাহা করিলে কি ভাল হইত না?

অগত্যা, কর্ত্তব্যানুরোধে, আমাদিগকে এই কথাগুলি বলিতে হইল। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার মধ্যে এমন অনেক স্থল আছে, যাহা পাঠ করিয়া লোকেরা তৃপ্তি লাভ করিবেন, মনের সুখে কতকক্ষণ হাসিবেন। তাহা পড়িয়া অনেকে "মনে মনে পুরস্কার দিবেন।" বিশেষতঃ "সত্যযুগের আবির্ভাব" প্রবন্ধটী আমাদের বোধে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিদ্রূপ স্থলে কতকগুলি এমন সত বলা হইয়াছে, যাহা সত্যান্বেষকদের হৃদয় স্বতঃই আকর্ষণ করিবে। লেখা সরস, প্রাঞ্জল ও সুখ পাঠ্য। একটুকু উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনের উপসংহার করিব। ৪২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "এবারে একটি অকাট্য প্রমাণ দিব। এদেশের লোক বহুকাল হইতে বুঝিয়াছিল, কিন্তু একটু ভাল করিয়া বুঝিতেছে, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। অহিংসা ধর্ম্মটা আমাদের দেশে ইতি পূর্ব্বে ও লোকে আচরণ করিয়া আসিতেছে। দেশে রক্তপাত না হয়, এজন্য হিন্দুরা লাগিয়া পড়িয়া ক্লাইব ও সেরাজুদ্দৌলার যুদ্ধ বিগ্রহ কেমন কলে কৌশলে মিটাইয়া দিলেন? নেড়েরা বড় রক্তপাত করিত, এজন্য রাজ্যটা ইংরাজ হস্তে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ক্লাইবকে জিতাইয়া দিলেন! শ্বেতাঙ্গদের মুষ্ট্যাঘাতেও প্রাণবধ হয়, সুতরাং প্রাণী বধ ভয়ে বাঙ্গালীরা একটী মুষ্ট্যাঘাত করিতে জানে না। সে দিন শ্রীরামপূরের একজন দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্ণাগ্রে ও গ্রীবাগ্রে পূর্ণার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত, বিধ্বস্ত, ও বিঘূর্ণীত করিয়া দিল—ভাগ্যে প্রাণে মারে নাই, এত অহিংসা কি আর কোন জাতিতে আছে?"

আরও অনেক কথা আছে, যাহা উদ্ধৃত করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল,

কিন্তু স্থানাভাবে করিতে পারিলাম না। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে গ্রন্থখানি কিনিতে পারেন। মূল্য বেশী হয় নাই, চারি আনা মাত্র।

বিগত সাবিত্রী সভা।

অল্প দিবস গত হইল আমরা একজন বিচক্ষণ ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তিনি জর্ম্মণ, ফ্রান্স, ইতালিয়ান, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষা ভাল করিয়া জানেন। তিনি ইউরোপের নানাদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন। আমাদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক তিনি ইংরাজ নহেন। তিনি ইংলণ্ডে অনেকবার বিদেশীর ন্যায় বাস করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তাহাদিগের উন্নতি দেখিলে যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েন। তিনি আমাদিগকে সরল ভাবে বলিলেন, "আমি ইংরাজ নহি। কিন্তু ইংলণ্ডে বাস করিয়াছি, ইংলণ্ডবাসীদিগকে আমি বিলক্ষণ জানি, তাহাদের মনের ভাব গতিক, রীতি নীতি আমি ভাল করিয়া বুঝি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইউরোপে যত জাতি আছে, ইংলণ্ডবাসীরা সকলের হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালীরা যখন খবরের কাগজে কেবল আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, তখন আমার দুঃখ ও রাগ হয়। কখন কখন মনে হয় যদি বাঙ্গালীর হাত ও মুখ কোন প্রকারে কিছু দিনের জন্য বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীর তুলনা করা পাগ্‌লামী ও ধৃষ্টতা মাত্র। ইংরাজের সমান হইতে বাঙ্গালীর অনেক বৎসর লাগিবে—শত শত বৎসর লাগিলে লাগিতে পারে। কিন্তু যখন বাঙ্গালীরা আত্ম গরিমায় পূর্ণ, যখন তাহাদের অভাবই বোধ নাই, তখন তাহারা যে একটী বড় জাতি হইতে পারিবে, তাহাও সন্দেহ স্থল।"

এ কথাগুলি অনেকের হয় ত ভাল লাগিবে না, কিন্তু আমরা এ কথাগুলির প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। অক্ষয় বাবু, বীরেশ্বর বাবুর ন্যায় সুবিদ্বান ও গণ্য লোকেরা যখন সাবিত্রী সভায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখে অক্লেশে বলিলেন যে, বাঙ্গালীর সব প্রথাই ভাল, বাঙ্গালীর আর অন্যের নিকট শিখিবার প্রয়োজন নাই, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজ নীতি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট, তখন আমরা জানিলাম, বাঙ্গালীর আর দুর্দ্দশার সীমা নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই, দুই দশ জন ছাড়া অধিকাংশ লোকের এরূপ মত নয়। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে আমাদের দেশের আচার ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যাহা ভাল ভাল বিষয় আছে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা অশেষ সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুপ্রথার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ইউরোপ ও এসিয়ার আঘাত প্রতিঘাতে উভয় দেশেরই মঙ্গল হইবে,

তাঁহারা জানেন, দেশের অনেক অভাব অনেক হীনতা আছে, অনেক শিখিবার আছে, ইউরোপীয় লোকদের ন্যায় অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ক্লেশস্বীকার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও পালন ও অন্যান্য নানা গুণ অনেক অভিজ্ঞতা ও সময় সাপেক্ষ। ইউরোপের উন্নতি এক দিনে হয় নাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিও এক দিনে হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারূপে ভিত্তি থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কুসংস্কার থাকাতে অসুবিধাও আছে।

যে সমাজ সংস্কারকেরা বলেন, আমাদের কেবলই অনুকরণ করিতে হইবে, তাঁহাদের মহা ভ্রান্তি, যাঁহারা বলেন আমাদের কিছুরই সংস্কার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের মারাত্মক ভ্রান্তি। আমরা গতবারে সাবিত্রী সভায় বীরেশ্বর বাবুর বক্তৃতা সম্বন্ধে দৈনিক পত্রিকা হইতে যে কতকগুলি বিশিষ্ট লোকের মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহার অনেকটা আমরা অনুমোদন করি। আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয়ের সংমিশ্রণ ও সংঘর্ষণে যে গুলির উৎপত্তি হয়, তাহা বিবেক ও সভ্যতার বর্ত্তমান সাধারণ আদর্শ অনুসারে বাছিয়া লইলেই গোল মিটিয়া যায়। যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের উভয় দলের সিদ্ধান্তের মধ্যস্থিত একটী স্থান অধিকার করিলে প্রায়ই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

পুনরুত্থান ও আধ্যাত্মিক রাজ্য।

পীলাতকে উত্তর স্থলে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আমার রাজ্য এই জগৎ সম্বন্ধীয় নহে"। তাহার পরেই বলিয়াছিলেন, "তুমি ঠিক বলিতেছ আমি রাজা; এই উদ্দেশ্যে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্যই আমি পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি যেন আমি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি। যে ব্যক্তি সত্য সম্বন্ধীয় সে আমার কথা শ্রবণ করে।" পুনরুত্থানই সত্যের রাজ্যে বাস্তবিক প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ। পুনরুত্থান বিষয়ে ধ্যান করিলে খ্রীষ্টভক্ত ঈশ্বরের সাক্ষাতে সকল বস্তু যেরূপে প্রতীয়মান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। "সত্য সত্য আমি তোমাকে কহিতেছি মনুষ্য পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।" খ্রীষ্টীয়ান যাত্রী সত্যের রাজ্যে গমন করিতেছেন। পুনরুত্থানরূপ সেতু পার হইয়া তিনি অদৃশ্য জগতের পথে বিচরণ করেন। সেই সুদৃঢ় আশ্রমে উপনীত হইয়া তিনি যে রাজ্যের নিবাসী হইয়াছেন, তাহার বিষয় আন্দোলন করিতে পারেন, আধ্যাত্মিক রাজার বশ্যতা স্বীকার করা কাহাকে বলে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইয়াছে, যে বিধান দ্বারা তিনি নিজে পরিচালিত হন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন, যে ভয়া-

নক শত্রুর সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পান। তিনি দেখিতে পান, যেমন খ্রীষ্টের আগমনে মনুষ্যের রূপান্তর হইবে, তেমনই তিনি সপ্রকাশ হইলে নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী দেদীপ্যমান হইবে।

পুনরুত্থান সুসমাচারের সার সুসমাচার। এই সুদৃঢ় ভিত্তিতে যিনি স্থাপিত হইয়াছেন, তিনি জীবন সমস্যা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জীবনের নিগূঢ় রহস্যগুলি আলোকিত হইয়াছে, অসীম ও সসীম ভাবের দৃশ্য বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য হইয়াছে, ইতিহাসের গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এই অপূর্ণ পাপময় জীবনের অনন্ত বল, অসীম শক্তি, অনির্ব্বচনীয় প্রভা, অচিন্তনীয় ও উচ্চ আদর্শ পরিব্যক্ত হইয়াছে। পাঠক! খ্রীষ্টের পুনরুত্থান কি তোমার জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইতেছে? না, আমরা পাপের সমাধিতে এখন সমাহিত রহিয়াছি? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মৃতের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ করিতেছ কেন?

বঙ্গদেশীয় খৃষ্ট মণ্ডলীর স্বাধীনতা।

আজকাল স্বাধীনতার ভেরি বাজিয়াছে। আত্মশাসনের কথা লইয়া আয়লণ্ডে গোলমাল, ভারতবর্ষে গোলমাল, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যেও গোলমাল। আত্মশাসন জিনিসটী মন্দ নয়, কিন্তু রাজনৈতিক আত্মশাসন হউক, মণ্ডলী সংক্রান্ত আত্মশাসন হউক, কোন আত্মশাসন পদ্ধতি সহজে শিক্ষা করা যায় না। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অনেকগুলি বিষয়ের প্রয়োজন আছে। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে, উক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিতে হইবে।

একজন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বলিয়াছেন স্বাধীনতারূপ অমূল্য ধন দান করিবার, অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার সংকল্প করা হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিক স্বাধীনতার যোগ্য কি না, যাহাদিগকে আত্মশাসনের ভার অর্পণ করা যাইতেছে, তাহারা আত্মশাসনের সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত কি না। তাহা না করিলে স্বাধীনতা ও আত্মশাসন বিড়ম্বনা মাত্র, বাঞ্ছিত ফল না ফলিয়া বিষময় ফলই ফলিয়া থাকে। স্বাধীনতারূপ দান উৎকর্ষ সাধন না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে।

এখন আমরা দেখিব, বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীতে স্বাধীনতা ও আত্মশাসনের সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না। যদি সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বা কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বাধীনতা লাভের কি সময় উপস্থিত হইয়াছে? এটী বিবেচনা করিতে গেলে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা আশা করি, আমাদের ইউরোপীয় হিতৈষীগণ ও দেশীয় খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ আমাদের মন্তব্যে বিরক্ত হইবেন না।

ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ যে সকল লোকের মধ্যে আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন, তাহাদের অধিকাংশ লোকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের ক, খ, গ, জানে না, নানা সাংসারিক কারণ বশতঃ তাহারা খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে। তাহাদের চিরসংস্কার যে, সোসাইটী আপনার লাভার্থ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে, এবং এইজন্য তাহাদের সাংসারিক উপকার সাধন করিতে বাধ্য। আমরা তাহাদের দোষ দিই না। যে সকল মহা পুরুষেরা বিচার ও বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে মণ্ডলী ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহার জন্য বিশেষ রূপ দায়ী। তাঁহারা হয়ত এক রকম মনে করিয়া ভাল ভাবিয়াই এই-রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই কর, কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিবে! এই সকল লোককে লইয়া তোমরা বঙ্গদেশে মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছ, তাহারা যাহা চাহিয়াছে, তাহাই দিয়া আসিয়াছ, একটী লোক তোমাকে ছাড়িয়া গেলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পর হঠাৎ যদি তাহাদিগকে বল, এখন তোমরা স্বাধীন হইলে, এখন তোমরা আপনাদের পুরোহিত, সেবক আচার্য্য নিযুক্ত করিবে, গির্জ্জার ব্যয় ভার গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া ইহার অর্থ ভাবিতে থাকিবে। তবে কি সোসাইটীকে চিরকালই তাহাদের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে? আমরা একথা বলি না। তবে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? আমরা আপনাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের উত্তর যে সকলের প্রীতিকর হইবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রীতিকর হউক বা অপ্রীতিকর হউক কর্ত্তব্য বোধে কোন না কোন উত্তর দিতেই হইবে।

আমরা কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা এখন বলিতেছি না, কিন্তু পাঠক বুঝিবেন আমরা কৃষ্ণনগর, বারুইপুর, কৃষ্ণপুর, টালিগঞ্জের ন্যায় মণ্ডলীর বিষয় আন্দোলন করিতেছি। এখন এই সকল মণ্ডলীর মধ্যে যাহাদিগকে স্বাধীনতা-প্রিয়, দানশীল, লোক বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক? ইহা কি সত্য নয় যে রিডার, কাটেকিষ্ট, পাষ্টর, স্কুল মাষ্টারেরাই স্বাধীনতা প্রয়াসী ও দানশীল বলিয়া পরিচিত? আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই সকল লোক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া দান করে, না বাধ্য হইয়া দান করে? যাহাদের সাংসারিক অবস্থা রিডর, কাটেকিষ্টের অপেক্ষা ভাল তাহারা কি অপেক্ষাকৃত অধিক দান করে? আমাদের এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ

আছে, পাঠকগণ আমাদের সন্দেহ দূর করিলে আমরা বাস্তবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। হইতে পারে আমরা এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, এই জন্য যিনি আমাদের ভ্রম অপনোদন করিতে পারিবেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

আর একটী কথা এই। যেখানে ইংরাজ পাদ্রী কার্য্য করেন সেখানে বিডব, কাটেকিষ্ট, স্কুল-মাষ্টার যেরূপ দানশীলতা প্রকাশ করেন, সেইরূপ দানশীলতা কি বাঙ্গালী পাদ্রীর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহার কারণ ও অর্থ কি?

আমরা যে মণ্ডলীর স্বাধীনতা ও আত্ম শাসনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা জাল স্বাধীনতা চাই না, প্রকৃত স্বাধীনতা চাই। এই স্বাধীনতা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে হয় না, এক মিনিটেও হয় না। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যেপর্য্যন্ত স্বাধীনতা না হইবে, সে পর্য্যন্ত এ দেশীয় মণ্ডলী নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য থাকিবে। ইহার জীবন থাকিবে না—জীবন দান করিতেও সমর্থ হইবে না।

জাল স্বাধীনতার মোহে ইউরোপীয় বন্ধুগণ মুগ্ধ হইবেন না। প্রকৃত স্বাধীনতার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, তদনুসারে চলিতে হইবে। তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, নতুবা সবই পণ্ডশ্রম। লোকদের মধ্য হইতেই যদি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বলিতে পারা যায় যে ভিত্তিমূল পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে কিসের উপর ভিত্তি স্থাপন করা যাইতেছে, পাঠকেরা সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু কেহ কেহ বলিবেন সমালোচনা করা, দোষ দেখান বড় সহজ। সমালোচনা করিয়া দোষ দেখাইয়া কিরূপে প্রকৃত সংস্কার ও সংশোধন করিতে হয়, তাহার উপায় প্রদর্শন না করিলে দোষ দেখাইবার উপকার কি? এ কথায় যুক্তি আছে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এবার স্থান না থাকাতে আমরা আগামী বারে এ বিষয়ের আন্দোলন করিব মনে করিতেছি। পাঠকেরা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন।

প্রার্থনা।

(১) প্রার্থনার সময়।

সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। লূক ১৮; ১। অনবরত প্রার্থনা কর। ১ থেস, ৫, ১৭।

সর্ব্ব সময়ে প্রার্থনা কর। এফি, ৬; ১৮। দিবসের মধ্যে তিন বার তিনি জানুপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। দানি, ৬, ১০।

সায়ংকালে, প্রাতঃকালে, ও মধ্যাহ্নকালে আমি একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিব, তাহা হইলে তিনি আমার রব শ্রবণ করিবেন। গীত ৫৫; ১৮।

দিনের মধ্যে সাত বার আমি তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিব। ১১৯; ১৬৪।

১। গাত্রোত্থানের সময়। ৬৩; ৭।
২। অতি প্রত্যূষে। মার্ক ১; ৩৫।
৩। এক প্রহরে। মার্ক ১৫; ২৫। প্রে, ক্রি, ২; ১৫।
৪। দ্বিতীয় প্রহরে। প্রে, ক্রি, ১০; ৯।
৫। তৃতীয় প্রহরে। প্রে, ক্রি, ৩; ১।
৬। সায়ংকালে। আদি, পু, ২৪; ৬৩।
৭। রাত্রিতে। গী ১১৯; ৬২। প্রে, ক্রি, ১৬; ২৫।

(২) *প্রার্থনার স্থান।*

প্রার্থনা সভা।

যেখানে আমার নাম আহূত হয়, সেইখানেই আমি তোমার নিকট আসিব, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। যাত্রা, ২০, ২৪।

বিশ্বাসীগণ ও সমাজের মধ্যে। গীত ১১১; ১।

আপনার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে প্রার্থনা কর। মথি ৬; ৬।

ছাদের উপর।

তিনি প্রার্থনার জন্য ছাদের উপর উঠিলেন। প্রে, ক্রি ১০।

প্রতিষ্ঠিত স্থান।

তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রে, ক্রি, ৩; ১।

সমুদ্র কুল।

আমরা সমুদ্র কুলে জানুপাত করিলাম। প্রে, ক্রি, ২১; ৫।

উদ্যান।

তিনি কিদ্রোন স্রোতস্বতী পার হইয়া একটী উদ্যানে গমন করিলেন। যোহ, ১৮; ১।

শয্যা।

তাহাদের শয্যায়। গীত ১৪৯; ৫।

প্রান্তর।

খ্রীষ্ট প্রান্তরে গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেন। লূক ৫; ১৬।

(৩) প্রার্থনার বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি।

১। শরীর অবনত করা।

(ক) তিনি জানুপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন। লূক ২২; ৪২।

(খ) তখন তিনি আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অধোমুখে পতিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন।

(গ) আমার আত্মা ধূলিতে অবনত হইয়াছে, আমার উদর ভুমিতে সংলগ্ন হইয়াছে।

২। অবনত বদন। সে স্বর্গের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিতে ও সাহস করিল না। লূক ১৮; ১৩।

৩। বক্ষে করাঘাত করা। লূক ১৯; ১৩।

৪। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও রোদন করা। তিনি মাংসে অবস্থান কালে তাঁহার নিকট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা করিলেন। ইব্রী, ৫; ৭।

৫। পবিত্র ভয়। ঐ

৬। চক্ষু উত্তোলন করা। তোমার

প্রতি, হে স্বর্গবাসী আমি চক্ষু উত্তোলন করিয়াছি। গীত ১২৩, ১।

৭। হস্ত উত্তোলন করা। পবিত্র হস্ত উত্তোলন করিয়া। ১ তিম. ২; ১৮।

৮। শরীর সংযত করা। ২ করি, ৭, ১১। প্রাতে প্রাতে আমার শাস্তি হইয়াছে। গীত ৭৩, ১৩।

অল্পবয়স্কা সাক্ষী।

কোন সময় একজন লোকের বাড়ীতে চুরি হয়। আদালতে যখন সেই বিষয় লইয়া বিচার হয়, তখন যে বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল সেই বাড়ীর একটি ছোট নয় বৎসরের বালিকাকে বিশেষ আবশ্যক বোধে চুরীর সাক্ষী দিতে আনা হয়। চোরের পক্ষে উকিল দেখিল যে, মহা বিপদ, যদি বালিকাটি সাক্ষী দেয়, তাহা হইলে ত সমস্তই ফস্কিয়া যায়। অতএব সে বালিকাকে সাক্ষীরূপে দাড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দিব্য লইতে জান? সে, বলিল "মহাশয় আমি আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

উকিল বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, শুনছেন্ ত, যখন এ দিব্য লইতেই জানে না, তখন কি প্রকারে সাক্ষী দিবে, ইহার সাক্ষ্য লওয়া হইবে না।"

বিচারপতি বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি স্থির হও, আমি দেখিতেছি,—তুমি আমার কাছে আইস, তুমি কি কখন দিব্য লইয়াছ?"

বিচারপতির কথা শুনিয়া বালিকার মুখ মণ্ডলে রক্তাভা দেখা দিল, সে বলিল, "না, মহাশয়।" বিচারপতি বলিলেন, "আমি কোন প্রকার দূষনীয় দিব্যের কথা বলিতেছি না; তুমি কি পূর্ব্বে কখন কোন আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছ?"

"না, মহাশয়।"

বিচারপতি একটি পুস্তক তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "এইখানি কি পুস্তক জান?"

"আজ্ঞা, এখানি বাইবল, আমাদের ধর্ম্মপুস্তক।"

"তুমি কি কখন এ পুস্তক পড়িয়াছ?"

"হাঁ, মহাশয়, আমি ইহা প্রত্যহ পাঠ করি।"

"আচ্ছা, বাইবল কি?"

"ইহা ঈশ্বরের বাক্য।"

"আচ্ছা, ইহার উপরে তোমার হাত রাখ।"

বালিকাটি পুস্তকের উপরে হস্ত রাখিলে, বিচারপতি তাহাকে শপথ-কথাগুলি বলিয়া দিলেন। বালিকা পুস্তক হস্তে করিয়া বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এক্ষণে যাহা বলিব তাহা সত্য; সকলই সত্য, সত্য বিনা মিথ্যা বলিব না; আর এ বিষয় ঈশ্বর আমায় সাহায্য করিবেন।"

বিচারপতি বলিলেন, "এখন তুমি শপথ করিলে, আচ্ছা বল দেখি, যদি তুমি সত্য না বলিয়া মিথ্যা বল, তাহা হইলে কি তোমার শাস্তি হইবে?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"কি শাস্তি?"

"আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিবেন।"

"কয়েদ ব্যতীত আরও কি কিছু হইবে?"

"হাঁ, তাহা হইলে আমি স্বর্গে যাইতে পারিব না।"

"তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

বালিকাটি ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া যাত্রা পুস্তকের বিংশতি অধ্যায় শেষের পদ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল,—"তুমি তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" পাঠান্তে বলিল, আমি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে শিখিবার অনেক পূর্ব্বে এই পদটী জানিতাম।

বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কি কেহ বলিয়াছিল যে, তোমাকে আদালতে এই চুরির বিষয় সাক্ষ্য দিতে হইবে?"

"হাঁ, মহাশয়। মা যখন শুনিলেন যে, আমাকে আদালতে সাক্ষী দিতে হইবে; তিনি আমাকে তাঁহার কামরায় লইয়া দশ আজ্ঞা বলিতে বলিলেন, তৎপরে আমরা দুইজনে হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, যেন আমি আদালতে সাক্ষী দিতে আসিয়া কোন মিথ্যা না বলি, আর ইহাতে যেন তিনি আমায় সাহায্য করেন। পরে বাহিরে আসিলে, মা আমাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "নবম আজ্ঞা ভুলিও না মনে রাখিও, যে তুমি আদালতে বিচারপতির নিকটে যাহা বলিবে তাহা সকলই ঈশ্বর শুনিবেন।

বিচারপতির চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল ও তাঁহার ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর?"

বালিকা স্পষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ, মহাশয়!"

বিচারপতি বলিলেন, "ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি তোমাকে উপযুক্ত মাতা দিয়াছেন।" তিনি আরও বলিলেন, "এই বালিকা একজন উপযুক্ত সাক্ষী। যদি আজ আমার নামে কোন নালিস উপস্থিত হয়, আর আমি যে দোষে দোষী না হই, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন তিনি আমাকে এই প্রকার সরল হৃদয়া সাক্ষী প্রদান করেন। এখন ইহার পরীক্ষা করা হউক।"

ছোট বালিকা সাক্ষী দিতে আসিয়া সকলই সত্য বলিল। চোরেরও উপযুক্ত শাস্তি হইল।

পাঠক, আমার বক্তব্য এই যে, যখন আমরা কোন বিষয় লইয়া কথা কহি, তখনই যেন মনে করি যে আমরা একটী আদালতে উপস্থিত রহিয়াছি।

এই পৃথিবী একটী বৃহৎ আদালত, ও ঈশ্বর ইহার বিচার কর্ত্তা।

তৈল মর্দ্দন।

অনেক দিন হইল আমরা প্রিয়তম পাঠক পাঠিকাদিগকে স্নান করাইয়া রাখিয়াছি। আজ কাল বৃদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম দিনে, সভ্যতায় উচ্চ সোপানে বসিয়া শিক্ষিত পাঠক পাঠিকারা সাবান বেসম ফেলিয়া যে স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন করিবেন, প্রাইস, গসনেল, রোলাগুকে অনাদর করিয়া চিন্তামণি সাধুখাঁর আদর করিবেন ইহা মনে করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। এই জন্যই আমরা সুরুচিসেবিত পাঠক পাঠিকাদিগকে বিনা তৈলে রুক্ষ স্নান করাইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি তাহাতে সকলে তৃপ্তিলাভ করেন নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধুর অনুরাগী না হইলেও আমাদের অনেক পাঠক তৈলওয়ালা ঢোল ঢাক, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি নবীন সভ্য সাধুখাঁদিগের বড়ই পক্ষপাতী। দেখিতেছি, আজ কাল গলিতে গলিতে "সুবাসিত তৈলের খোসবয়" ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে; দেখিতেছি আমাদের কামিনী, দামিনীদিগের কাছে তাহাদের সুবাসিত খোসবয়ের বড় আদর। তবেই বুঝিতেছি, তেলমর্দ্দনটা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। বিলাতী ম্যাকাসর জৌনপুরে ফুলেল, ফুলবাবু ও ফুলমণিদের অঙ্গে উঠিয়া থাকে, গরিব সর্ষপের আদরই কেবল কমিয়াছে।

যাহাই হউক অদ্য আমরা তৈল মর্দ্দনের কথা লইয়া কিঞ্চিত আলোচনা করিব। দেখাইব তৈল ব্যবহারে অনেক উপকার আছে। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদিকেরা নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য বাবু ও সভ্যতরা বিবিদের সুকোমল গাত্র দূষিত করিবার জন্যও বদমাইসী করিয়া যান নাই।

"সাহেবেরা তৈল মর্দ্দন করেন না, তাঁহাদের ত কোন অসুখ ব্যাধি হয় না। তবে আমরা কেন তৈল মাখিব?" অনেক অকালপক্ক জ্যেষ্ঠতাত বালকের মুখে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরের দেখিয়া চলে, নিজে ভাল মন্দ বুঝে না, এমন লোক সংসারে চিরকালই আছে। অনেক দিনের কথা বলিতেছি; পুত্র তৈল স্পর্শ করে না দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে রামকৃষ্ণ তুই তৈল মাখিস না কেন?" বুদ্ধিমান পুত্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "কবিরাজ মহাশয় যে তৈল মাখেন না।" পিতা তখনই পুত্রের ভ্রম দূর করিলেন; "কবিরাজ মহাশয় দিবারাত্র কত চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন, যোগেন্দ্রনাথ রস, রসরাজ, রসমর্দ্দন, আঘ্রাণ করিতেছেন, কত মধ্যম নারায়ণ, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু তৈল পাক করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন। তাঁহার তাহাতেই তৈলের কাজ হইতেছে। তোতে আর কবিরাজ মহাশয়েতে?" তখনকার পুত্র, এখনকার মত সভ্য গুরুদের কাছে উপদেশ পায় নাই। এখনকার মতন তখন সমাজ সংস্কারক

ছিল না। কাজেই তাহার যুক্তির দৌড় এখনকার জ্যেষ্ঠতাতদিগের মত অধিক ছিল না। সে পিতার যুক্তি-তেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পরদিন হইতেই আবার তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিল। এখনকার অকালপক্ক বালকদিগকে এরূপ যুক্তির দ্বারা বুঝাই-বার যো নাই। এক একটী সাহেব যে সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটী গোমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এক একটী বিবির উদরবিবরে যে মাসে মাসে কাহন কাহন কুক্কুট প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা এখনকার যুবকেরা বুঝিবেন না।

"পয়সোঽষ্ট গুণং মাংসং মাংসাদষ্ট গুণংহবি।
হবিসোঽষ্ট গুণং তৈলং মর্দ্দনান্নতুভক্ষণাৎ॥

তৈল ঘৃতের অষ্টগুণ, ঘৃত মাংসের অষ্টগুণ; সুতরাং তৈল মাংসের চতুঃষষ্টি গুণ। কিন্তু মর্দ্দনে, ভক্ষণে নহে। সাহেবেরা যেমন তৈল মর্দ্দন করে না; কিন্তু তেমন ৬৪ গুণ মাংস ভক্ষণ করেন, কাজেই তাঁহাদের তৈল মর্দ্দনে প্রয়োজন হয় না। আমাদের যুবকেরা কিসে সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যান? তাই বলিতেছি, তৈলের গুণ না জানিয়াই আমাদের নব্য বাবুরা তৈলের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন? গুণের কথা কিছু শুনিবেন কি?

তিলাদিস্নেহ বস্তুনাং স্নেহাতৈলমুদাহৃতং।
তত্ত্ব বাত হরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিল সম্ভবং॥

তিল তৈলই মুখ্য, আর সব গৌণ। তিল তৈলের গুণও বড় অধিক।

তল তৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বল-বর্ণকরং পরং।
বৃষাং বিকাশি বিষদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তংবাতকফাপহং।
বীর্য্যেনোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তহৃৎ॥
লেখনং বদ্ধ বিমুত্রত্বগামাশয় শোধনং।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়িব্রণমেহনুৎ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃ শূলনাশনং লঘুতাকরং।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভঙ্গে ভোজনেঽন্যথ॥
ছিন্ন ভিন্ন চ্যুতোৎপিষ্ট মথিত ক্ষত পিচ্চিতে ভগ্নস্ফুটিত বিদ্ধাগ্নি দগ্ধাবিশ্লিষ্ট দারিতে॥
তথাভিহত নির্ভুগ্ন মৃগ ব্যাঘ্রাদি বিক্ষতে।
বস্তৌ পানেঽন্ন সংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষি পূরণে।
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিল তৈলং প্রশস্যতে॥

এবম্ভূত বহুগুণযুক্ত তিল তৈল পুরাতন হইলেও গুণহীন হয় না।

ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্কং হীন বীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলং পক্কমপক্কংবা চিরস্থায়ি গুণাধিকং॥

পুরাতন হইলেও যে কেবল তিল তৈলের গুণ হীনতা হয় না এমন নহে;

প্রায় সকল তৈলেরই এইরূপ গুণ হীনতা হয় না। এটী তৈলজাতির সাধারণ গুণ।

কোন্ তৈলের কিরূপ বিশিষ্ট গুণ তাহা শ্রবণ করুন।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকং রসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তা-স্রদূষকং॥
কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃ কর্ণা-ময়াপহং।
কণ্ডু কোষ্ঠক্রিমিপিত্ত কুষ্ঠ দুষ্টব্রণ প্রণুৎ॥

দুঃখের বিষয় বিশুদ্ধ সর্পী তৈল পাওয়া ভার রাজিকা শব্দে লাল কাল দুই প্রকার রাই সরিষা। তাহার গুণ শুনুন;

তদ্বদ্রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষ মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ।

সর্ষপতৈলের যে সকল দোষ গুণ আছে রাই সরিষার তৈলেও সেই সকল দোষ গুণ। বাড়ার ভাগ অধিকতর মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ।

তুবরী শব্দে এক প্রকার শিম। শিমের বীজেও তৈল উৎপন্ন হয়। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদিক তাহারাও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন;

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘুগ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্বিষহৃত কণ্ডু কুষ্ঠ কোষ্ঠ ক্রিমি প্রণুৎ॥
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণসোথ হরং পরং॥

তীসীতৈলের গুণ শুনুন;

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফ-পিত্তকৃৎ।
কটুপাককমচক্ষুষ্যং বল্যংবাত হরং গুরু॥
মলকৃদ্রসতঃ স্বাদুগ্রাহি ত্বগ্দোষহৃৎ ব্রণং।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্থ-পূরণে।
অনুপান বিধৌচাপি প্রয়োজ্যং বাত-শান্তয়ে॥

কুসুম বীজের তৈল হয়. তাহার কথা বলি;

কুসুম্ভতৈলমম্লংস্যাত্তুষ্ণং গুরু বিদাহিচ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতংবল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদং॥

খাখত বলিতে পোস্ত। তাহার তৈল কিরূপ বলি;

তৈলং খাখসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং-গুরুস্মৃতং।
বাতহৃৎ কফকৃচ্ছীতং স্বাদু পাকর-সশ্চতং॥

এরণ্ডতৈলের অশেষ গুণ;—

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছি-লং তথা।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থায়িমেধা কান্তিবল-প্রদং।
কষায়ানুরসংসূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশো-ধনং।
বিস্রংস্বাদুরসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরং॥
বিশমস্বরহৃদ্রোগ পৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলহৃৎ।
হন্তি বাতোদরানাহ গুল্মষ্ঠীলাকটী গ্রহাণ॥

বাতশোণিত বিড়বন্ধ ব্রধ্নং শোথা-
মহিদ্রধীন্।
আমবাত গজেন্দ্রস্য শরীর বন চারিণঃ॥
এক এব নিহন্তায়মেরণ্ড স্নেহকেশরী॥

তারপিণ তৈলের গুণাগুণ শুনুন ;

তৈলং গর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণ
নাশনং।
কুষ্ঠপামাক্রমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহং॥

তৈল বহুগুণ হইলেও তাহার প্রত্যহ ব্যবহার ভাল নহে। কোন বস্তুরই নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত নহে। এই জন্য আর্য্যেরা তিথিভেদে বারভেদে এবং অবস্থাভেদে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নিষেধবিধি করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লোক নাকি নির্ব্বোধ, কার্য্য-কারণবোধে অসমর্থ, যুক্তি অনুসরণে অক্ষম। সেই জন্যই আর্য্যেরা অশিক্ষিত এবং অল্পবুদ্ধিদিগকে নিষেধবিধি প্রতিপালনে বাধ্য করিবার জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শাসন করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞেরা ইহা অনায়াসেই বুঝিয়া থাকেন।

বারবিশেষে বিধি নিষেধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে;

অর্কেমুনং দহাতিহৃদয়ং কীর্ত্তিলাভশ্চ
সোমে।
ভৌমে মৃত্যুর্ভবতি নিয়তংচন্দ্রজে
পুত্রলাভঃ॥
অর্থগ্লানির্ভবতিচ গুরৌ ভার্গবেশোক-
যুক্তঃ।
তৈলাভ্যঙ্গাওনয়মরণং সূর্য্যজেদীর্ঘ-
মায়ুঃ॥

তবেই দেখা যাইতেছে, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিবারে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্য তিন বার প্রশস্ত। এক দিন তৈলমর্দ্দন করিলে নাকি পরদিনও তাহার অবশিষ্ট অঙ্গে থাকে। আর দেহে তৈলের কার্য্য হইতেও নাকি সময় দরকার, এই জন্যই এইরূপ বিধি নিষেধ করা হইয়াছে।

অবস্থাভেদেও তৈল গ্রহণ নিষিদ্ধ।

উপোষিতস্যব্রতিনঃ কৃত্তকেশস্য
নাপিতৈঃ।
তাবৎ শ্রীস্তিষ্ঠতি প্রীতা যাবত্তৈলং-
নস স্পৃশেৎ॥

অপিচ;

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে
তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাতৈলং বিব-
র্জয়েৎ॥

ঘৃতঞ্চসার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্প-
বাসিতং।
অদুষ্টপক্কতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ

পাঠক বুঝিলেন, তৈল ব্যবহারের গুণ দোষ কিরূপ; পুষ্পবাসিত তৈল, আয়ুর্ব্বেদবিহিত পক্কতৈল এবং সার্ষপ-তৈল প্রতিদিনই ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুষ্প জন্য তৈলের যে বিশিষ্ট গুণ জন্মে, তাহাতে অন্য দোষ দূর করিয়া দেয়। পক্কতৈলের ত কথাই নাই। যে গরীব সর্ষপ তৈলের প্রতি নবীন ও নবীনাদিগের এত বিরাগ তাহাও প্রতিদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই দেখ, কোন কোন

প্রকার তৈল সকলের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে। সুতরাং তৈল ব্যবহারে কোন বাধা পড়িবার যো নাই।

নববিভাকর।

ভাত ও ময়দা।

দুগ্ধপোষ্য পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা পূর্ব্বাহ্নেই দুগ্ধ পান করাইয়া শান্ত করিয়াছি। অন্ন ও ময়দাভোজী পাঠক পাঠিকাদিগের স্নান হইয়াছে। ভোজনে আর অধিক বিলম্ব হইলে, পিত্ত পড়িবে। ভাবপ্রকাশ ও রাজ-নির্ঘণ্টের নির্ঘণ্ট করিতে বসিয়া পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের, পিত্ত পড়া-ইলে নিতান্তই মহাবৈদ্যের মত কাজ হইবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমরা এই জন্যই সময় থাকিতে থাকিতে অন্নের ব্যবস্থা করিতেছি।

বাঙ্গালীর অন্নগত জীবন; ধান্যই বাঙ্গালীর প্রধান জীবনসহায়। এই ধান্য হইতেই অন্নের উৎপত্তি।

শস্য ক্ষেত্রং গতংপ্রহাঃ সতুষং ধান্য-মুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং॥

ধান্য যতক্ষণ ক্ষেত্রে থাকে ততক্ষণ শস্য; তুষশুদ্ধ থাকিলেই ইহা ধান্য। কাঁড়াইলেই আম। আর অগ্নির উত্তাপ দিলেই অন্ন।

এই অন্ন বুদ্ধির প্রীতিকর, শুক্রের পুষ্টিকর, ধাতু এবং ইন্দ্রিয়ের বল-কারক। ক্ষুধা, ক্ষয়রোগ, শ্রম এবং কৃষতার নাশক। অন্ন আবার নূতন হইলে একরূপ, পুরাতন হইলে এক-রূপ, উষ্ণ হইলে একরূপ, শীতল হইলে একরূপ। নানারূপে নানা গুণ।

নবান্ন শ্লেষ্মাকারক কিন্তু বড় স্বাদু; সুস্নিগ্ধ, তেজস্কর; কিন্তু গুরু। যাহার পরিপাকশক্তি বলবতী তাহার পক্ষে নবান্নভোজনে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। পুরাতন অন্ন অপেক্ষা নবান্নের পুষ্টিকারিতা অনেক অধিক। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকারা নবান্নের অনুরক্ত নহেন। পুরাতন অন্নই তাঁহাদিগের পথ্য! পথ্য বটে, কিন্তু পুরাতন খাইতে বিরস, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, তবে অগ্নিকর, সুতরাং শীঘ্রই জীর্ণ হয়।

উষ্ণান্নের গুণ সর্ব্ববাদিসম্মত, উষ্ণান্ন বিশুদ্ধ, হৃদ্য, অগ্নিকর, বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশ করে, রক্তপিত্তপ্রকোপকার। কিন্তু অত্যুষ্ণভোজন নিষিদ্ধ, ইহা যেন সক-লের স্মরণ থাকে। অত্যুষ্ণ অন্ন বল-নাশক।

শীতল এবং শুষ্ক অন্ন দুর্জ্জর। কড় কড় ভাত কদাপি খাইবে না। অতি-ক্লিন্ন সপ সপে পান্তা ভাত দুর্জ্জর, হজম হয় না; সুতরাং অখাদ্য। তণ্ডুলান্বিত অন্নও দুর্জ্জর। অসিদ্ধ বা ধিকপড়া ভাত খাইলে অসুখ করিবে।

কিন্তু জলধৌত উষ্ণান্ন শীঘ্র পরিপাক পায়, শীতল ও লঘু। গরম ভাত জলে ধুইয়া খাইলে যে অনেক উপকার তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকারা বেশ জানেন। পচাপান্তা পরিত্যজ্য বলিয়া যেন পাঠিকারা মনে করিবেন না,

রাত্রিকালের ভাত ভিজাইয়া রাখিলে তাহা অভক্ষ্য হয়। রাত্রিস্থিত জলযুক্ত অন্ন বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষই নাশ করে। ভৃষ্টতণ্ডুল অর্থাৎ ভাজা চাউলের অন্ন লঘু এবং অগ্নিকর। বাল্যকালে আমরা পিতামহীকে পঞ্চম্যাদি ব্রতোপলক্ষে চালভাজার ফলার করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার প্রসাদও পরিতুষ্টচিত্তে ভোজন করিয়াছি। তাহাতে অসুখ করে নাই। পিতামহিরা অপথ্য ভোজন করিলে অবশ্যই পিতামহঠাকুরেরা নিষেধ করিতেন। পত্নিপ্রেম নব্যদিগেরই নবীন একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

রাজবল্লভ অন্নের যেরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলে ভাব প্রকাশক কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন;

সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাংতোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতংচোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতং॥

চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া রাখিলে যখন ফুলিয়া উঠিবে, তখন পাঁচগুণ জলে তাহা পাক করিবে। তাহাতে যে সুসিদ্ধ ফুলাফুলা এবং শুভ্রবর্ণ ভাত হইবে তাহাই গরম গরম ভোজন করিবে। তাহারই গুণ অধিক।

অন্নপূর্ণাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, অন্ন পাক করিলেই হয় না, তাহাতেও কৌশল চাই। যাঁহারা নিজে পাক না করেন, তাঁহারাও পাচক পাচিকাদিগকে রন্ধনটা শিখাইয়া দিবেন। আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি, ব্যঞ্জনপাকের জন্যই বিলাসিনীরা ব্যতিব্যস্ত, ভাতটা যেন কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের জীবনটী যে অন্নগত, ব্যঞ্জন উপলক্ষ মাত্র তাহা সকলে বুঝে না। ভাতের গুণবিষয়ে ভাবপ্রকাশও মৌনাবলম্বন করেন নাই। তিনি বলিতেছেন।

ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।

কিন্তঃ—

অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং ফলপ্রদং॥

অন্নের গুণাগুণ বিষয়ে রাজবল্লভ যাহা বলিয়াছেন, ভাবপ্রকাশও তাহাই বলিয়াছেন, সুতরাং ভাবুক পাঠক পাঠিকাদিগকে আর ভাব প্রকাশের ভাব লইয়া বিরক্ত করিব না।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন ভেতো বাঙ্গালিসম্পাদক নিজে যেমন কেবল ভাতে মরিয়া আছে, পরকেও সেইরূপ ভাতে মারিতে চাহে। এই ভয়ে আমরা ময়দার কথাটাও এইখানে কহিয়া যাইতেছি।

গোধুম স্নিগ্ধ মধুর, বাত পিত্ত এবং দাহনাশক, তবে কিঞ্চিৎ গুরু; কিন্তু শ্লেষ্মা ও জড়তা বৃদ্ধি করে, পরন্তু বলকর এবং বীর্য্যকর। রাজনির্ঘণ্ট একথা বলিতেছেন। রাজবল্লভ বলিতেছেন, গোধুম তেজস্কর, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, শীতল, এবং সারক।

ভাত ও ময়দা দুই প্রকার ভোজ্যেরই আমরা ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। যাঁহার যাহাতে রুচি হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ

করিতে পারেন। দুগ্ধের ব্যবস্থা করিবার সময় আমরা ঘৃতেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। পাঠিকারা ইচ্ছা করিলে চারিটি ঘৃত অন্ন দান করিতে পারেন, আর যদি তাহাতে তৃপ্তি না হয়, দুইখানা ফুলেকো লুচিও ভাজিয়া লইতে পারেন। আপাততঃ ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যত দিন না মৎস্য মাংসের ব্যবস্থা করিতেছি, ততদিন পোলাও কালিয়ার কাছে যাইবার যো নাই। তবে যদি নিতান্তই ফুলকো লুচি বা সাদা ভাত ভক্তজনের পাতে দিতে সম্মত না হন, তবে না হয় আজিকার মত এক হাঁড়ী ঘি ভাত নামাইয়া লইবেন। মৎস্য লইয়া আমরা শীঘ্রই দ্বারস্থ হইতেছি।

নববিভাকর।

প্রেরিত পত্র।

প্রীতিভাজন বঙ্গবন্ধু সম্পাদক

মহাশয়!

আমাদের এই লাঠিমারা কথাগুলি বন্ধুতে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

মেথদিষ্ট সঙ্গীত সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টীয় সমাজের নানা সাম্প্রদায়িক বিদ্যোৎসাহী, সমাজ হিতানুরাগী মহাত্মাগণ জ্ঞানগর্ভ গীতাদি প্রণয়ন করিয়া হিতসাধনে তৎপর হইতেছেন। বাস্তবিক গীতের ন্যায় সুধামাখা পদার্থ জগতে দুর্লভ। ইহার সদ্ভাব-গর্ভ বচন বিন্যাস সুললিত হইলে, শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা, মুমূর্ষ অন্তরে জীবিতাশা এবং মহাপাতকীর অন্তঃকরণে পবিত্র সুখ স্রোত প্রবাহিত হয়। আহা, যাঁহারা গীতের মধুরতা ও মনোহারিতা গুণ পরম্পরা আস্বাদনও অনুভব করিয়াছেন, বোধ করি তাহারা ত্রিলোকদুর্লভ সুধাকেও নীরস বলিয়া হেয়জ্ঞান করেন। অতএব আমাদের মধ্যে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি সেই আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইয়া সয়তান-কর-নিবদ্ধ বঙ্গের উন্নতি সাধনার্থ বদ্ধকটী হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

মেথদিষ্ট সঙ্গীত সংগ্রহ সত্বরে সংস্কৃতাবয়বে দৃশ্যমান হইবে, এরূপ জনরব অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। সম্প্রতি তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাহ্যাবয়বে চরিতার্থ হইয়া পুস্তকখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম; এক পাত দুই পাত করিয়া প্রায় চারিশত গীত শেষ করিলাম। সমূহ নূতন নূতন গীত দেখিয়া মনে কত আনন্দোদয় হইতে লাগিল। মহাত্মা মুডী, স্যানকী, ওয়েস্লী প্রভৃতির জীবন্ত বাক্য সমন্বিত কয়েকটী উৎকৃষ্ট গীত এরূপ সরল ও সুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, যে তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ অপরাপর গীত পুস্তকে প্রায় দৃষ্ট হয় না। যদি সমুদয় গীতগুলি এইরূপ প্রণালীতে সংগৃহীত হইত, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। যাহা হউক ভরসা করি, যাহা ভাল তাহা সর্ব্ব পক্ষেই ভাল বলিয়া বোধ হইবে।

কতকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা সুরের গীত এরূপভাবে রচিত হইয়াছে যে পড়িবামাত্র তাহার ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কেবল দুই একটী গীতের কতকংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপঢৌকন দিব যথা;—

১২১ গীত।

"অন্য রাজ্যে ছোটই ছোট,
বড় কভু হয়না ছোট;
যীশুর রাজ্যে বড়ই ছোট,
ছোটকে ছুটে এস না।"

১২২ গীত।

"ফুটিল প্রেমের ফুল শুষ্ক হলো
তরুমূল,
বহিল প্রেমের ধারা মরুপরে নীরধারা
সম্বরিলাম অশ্রুধারা গুণসিন্ধু পেয়ে
হাতে" ইত্যাদি

২৯৮ গীত।

"পাপতিমির নাশিলে,
ধর্ম্মসূর্য্যোদয় নিশিতে
তাই বেৎলেহেমের মাঠেতে,
দিবানিশি জ্ঞানপ্রেমে"

বলা বাহুল্য, যে এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে গৌড়ীয় সাহিত্য, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে পদার্পণ করিয়া যে রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে বিচার করিলে এতাদৃশ পদবিন্যাস যুক্ত গীত কিছুই কাজের নয়, বলিতে হইবে। ভাষার অপকৃষ্টতায় গীতগুলি খাপছাড়া হইয়াছে। বস্তুতঃ সহজ শব্দ রচনায় ব্যবহার করা যার পর নাই উত্তম অভ্যাস; কিন্তু সেই অনুরোধে, কতকগুলি শ্রুতিকটু, অরুচিসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ বা সংযোজনা করিতে পারিলেই রচনার মাধুরী রক্ষা করা কিম্বা বলবতী করা হয়, এরূপ মনে করা কদাচ উচিত নহে। পক্ষান্তরে কতকগুলি মহাশয় ব্যক্তি মনে করেন, যে রচনায় উচ্চদরের শব্দাড়ম্বর করিতে পারিলেই আমরা সাহিত্য সংসারে কৃতবিদ্য বিবেচিত হইতে পারিব। এরূপ মহামতিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এতাদৃশী আত্মবঞ্চক ভ্রুবচিন্তাকে পরিহার করেন।

১০৪ গীত।

"সংসার ছেড়ে নির্জ্জন স্থানে
যদি কর্ত্তাম সন্নাস,
গগনস্পর্শী ধ্যানাচলে
উঠে কর্‌তাম স্বর্গবাস"

"শুন পাপী ত্রাণের বাক্য
তব মুখে!—সন্নিধান!
কর বিশ্বাস; দেও সাক্ষ্য,
খ্রীষ্ট করিলেন উত্থান
সেই মুহূর্ত্তে
পাবে নিশ্চয় পরিত্রাণ" ইত্যাদি।

উপরোক্ত গীতগুলির বিষয় বিবেচনা বা বিচার করা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ এই বলা যায়, "বামণের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা"। অপরন্তু স্থানে স্থানে কবিবর, স্বেচ্ছাচারিতায় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ৩০৫, ৩০৬,

১৬২, ১৮৯, ২৭২, এবং ১৯২ গীতগুলি পাঠ করিলে ছন্দের কিম্বা চরণের একতা দৃষ্ট হইবে না।

সংশোধনের দোষে অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধি কেবল নহে, কিন্তু ভাল ভাল কয়েকটী গীত খেঁচুড়ী পাকা হইয়াছে। ৬, ৮১, ২৬৮, ২৬৯, ৩৫৭ ইত্যাদি গীত বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট অনুভব হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন গীতের তাল আছে, রাগিনী নাই।

অনেকগুলি গীতের রচয়িতা বিদ্যমান ও জানা শুনা থাকিলেও তাহাদিগকে নামে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আবার যাহাদিগকে রচক বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। জানিনা, এরূপ পক্ষপাতের কারণ কি।

পক্ষান্তরে "এম" কৃত গীতগুলি কোনটীরই সুরের সহিত মিলন হয় নাই। পদাংশের ন্যূনাধিক্যই সে দোষের মূল।

যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, তাহা উদ্যোগ, যত্ন এবং বহুদর্শিতা সাপেক্ষ। শুনিয়াছি, ওয়েশ্লীয়ান মিসনের জনৈক কৃতবিদ্য ইংরাজ মিশনরীর যত্নে সঙ্গীত সংগ্রহ ২য় বার সংস্কৃত হইল। গীত পুস্তকটীর সমুদয় ভার তাঁহারই সদ্বিবেচনার উপর সমর্পিত হইয়াছিল। তিনি যে তদ্বিষয় সমূহ পরিশ্রম এবং ব্যয় করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। সঙ্গীত সংগ্রহ এরূপে ক্ষত বিক্ষত হইবে, আদৌ আমরা এরূপ আশা করি নাই; কেননা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবারই বিশেষ ভরসা ও সম্ভাবনা ছিল। মনোমত না হওয়ায় আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। দুঃখে সঙ্গীত সংগ্রাহক মহাশয়কে দুই চারি কথা বলিয়াছি, ভরসা করি তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেন।

বশম্বদঃ—

শ্রী সঙ্গীত সংগ্রাহক মহাশয়ের

স্পষ্ট বাদী ছাত্র।

প্রাত্যহিক জীবন পুস্তক।

মনুষ্য কি বালকের জীবন একখানি বৃহৎ পুস্তকের সদৃশ। তাহাতে প্রত্যহ কিছু না কিছু লেখা যাইতেছে। প্রত্যেক দিবসের জন্য একটী পৃষ্ঠা, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাতে এক একটী করিয়া ছত্র আছে। তুমি যখন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর, তখন সেই পুস্তক শুভ্র থাকে, তাহাতে কিছু লেখা থাকে না। কিন্তু রাত্রি না হইতে২ তাহা লেখাতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। একটী স্থানও খালি থাকে না। প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিছু না কিছু লিখিত হইতেছে। তুমি নিজেই লেখক। হয়ত এক জায়গায় একটী হানিজনক, অসার, মন্দ কথা, অন্যত্র রাগ কি অভিমান কি অহংকারের কথা লিখিত থাকে; আবার ত্যাগস্বীকার, নম্রতা, কোমলতা বা সহিষ্ণুতার কথাও লেখা থাকিতে পারে। পৃষ্ঠা লেখায় পরিপূর্ণ না হইলে কেহ বলিতে পারে না, কি লিখিত হইবে।

কিন্তু লেখা সাঙ্গ হইলে, কাহার সাধ্য তাহা মুছিয়া ফেলে? তুমি পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পার না; এক ছত্রও তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে গুপ্ত রাখিতে পার না। "আমি আপনার পাপ স্বীকার করিব না, আমি পাপের বিষয় ভাবিব না, আমি নিজের পাপ ভুলিয়া যাইব," ইত্যাদি বলিলে কিছুই ফল হইবে না। পুস্তকে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ঈশ্বর সমস্তই পাঠ করিয়াছেন। তুমি পাতা উল্টাইয়া যাইতেছ, গত জীবনের পাপ ভুলিয়া যাইতেছ, কিন্তু চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান থাকিলেও, ঈশ্বর তোমার সমস্ত পাপ মনে করিয়া রাখিয়াছেন।

কিরূপে লিখিতেছ, সে বিষয়ে সাবধান হইও; কল্যকার পৃষ্ঠা বদলাইবার যো নাই, কিন্তু আজিকার পাতায় লেখা এখন সাঙ্গ হয় নাই; কল্যকার লেখা এখন আরম্ভ হয় নাই। কাঁহার চক্ষু পুস্তকের উপর রহিয়াছে, তাহা একবার মনে কর। পুস্তক তো লিখিত হইতেছে। এক দিন না এক দিন লেখা সাঙ্গ হইবে। শেষপাতা শীঘ্র শাঘ্র আসিয়া পড়িবে। সকল পুস্তকের শেষে "সমাপ্ত" কথাটী লিখিত থাকে? তোমার ও পুস্তকে "সমাপ্ত" সন্নিবিষ্ট হইবে। কবে "সমাপ্ত" কথাটী লিখিত হইবে, বলিতে পারি না; হয়ত সত্তর বৎসর, বা সত্তর সপ্তাহ, বা সত্তর ঘণ্টা, বা সত্তর মিনিটের মধ্যেই লেখা সমাপ্ত হইতে পারে: মৃত্যু হইলেই উহা সমাপ্ত হইবে। তুমি সমাধিতে বিস্মৃতি গহ্বরে তাহা নিক্ষেপ করিতে পার না। ঈশ্বর তাহা স্বর্গে সঞ্চয় করিবেন।

এমন এক দিবস আসিতেছে, যে দিনে সকল পুস্তক খোলা হইবে। আব্রাহাম, দাবিদ, পৌল, তোমার, আমার সকলের পুস্তক খোলা যাইবে। এখন আমরা যাহা চিন্তা করিতেছি, যে কার্য্য করিতেছি, তাহা বিস্মৃতির গর্ত্তে নিপতিত হইতে পারে, কিন্তু সে সময়ে সকলই মনে পড়িবে। আমরা প্রত্যেকে আপন আপন পুস্তক পাঠ করিব, ঈশ্বর সমস্ত পুস্তক পাঠ করিবেন।

নানা কথা।

স্মুর্ণার বিশপ পলিকার্পকে তাড়না বশতঃ স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি জনৈক শিষ্যের সঙ্গে এক নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যাত্রা করেন। সান্ধ্য সমীরণে বড় বড় বৃক্ষ শোভিত একটী উদ্যানে তিনি বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন তাঁহার উক্ত শিষ্য একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে বসিয়া রোদন করিতেনেছ। পলিকার্প তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! কাঁদিতেছ কেন?" শিষ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন "পৃথিবীতে সত্য রাজ্যের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমি কেনই বা না কাঁদিব? ঝটিকা ইহার চতুর্দ্দিকে বহিতেছে, ইহা নিশ্চয়ই উহাকে বিনাশ করিবে। অনেক শিষ্য ইতিপূর্ব্বে স্খলিত

হইয়াছে, সত্যের অবমাননা করিয়াছে। অনেকে মুখে সত্য স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর উহা হইতে অনেক অন্তর।" বৃদ্ধ পলিকার্প এই কথাটী শুনিয়া কিছু হাসিলেন, বলিলেন "বৎস! ঐশিক সত্যের রাজ্য একটী গৃহস্থের রোপিত বৃক্ষ তুল্য। গৃহস্থ নিঃশব্দে বীজ বপন করে, পরে চলিয়া যায়। বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, পাতা নির্গত হয়। বন্য কাঁটা গাছ গাছড়া অতিক্রম করিয়া বৃক্ষ বাড়িতে থাকে। শাখার ছায়াতে বন্য গাছ আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বৃক্ষটী বাড়িতে লাগিল, যত বাত্যা ইহার উপর দিয়া বহিতে থাকে, ততই ইহার মূল ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়। ইহার শাখা প্রশাখা আকাশের দিকে উন্নত হইতে থাকে। ঝটিকাতে বৃক্ষের তেজ ও দৃঢ়তাই হইয়া থাকে। বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল, শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইল, কাঁটা গাছ উহার তলে আবার উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু উন্নত বৃক্ষের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই বৃক্ষ অবিচলিত, দৃঢ়, শান্তিপূর্ণ ঈশ্বরের বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!"

প্রেমের পক্ষে আদেশ নাই। সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই করে। সে বিলম্ব করে না, ওজরও করে না। তাহাকে চালাইতেও হয় না, সে আপনি চলে। লুথর

যখন মানসিক বায়ু মণ্ডলের পরিবর্ত্তন ঘটে, লোকেরা যখন নূতন ভাব গ্রহণে উত্তেজিত হয়, তখন নির্ব্বুদ্ধিতা আপনাকে প্রজ্ঞা মনে করে, অজ্ঞানতা জ্ঞানের রূপ ধারণ করে, স্বার্থ উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে ধর্ম্ম বলিয়া ভাবে। জর্জ এলিয়ট

আরব দেশীয় একটী প্রবাদ বাক্য অনুসারে মনুষ্য চারি প্রকার ঃ

যে ব্যক্তি অজ্ঞান, কিন্তু আপনার অজ্ঞানতা সম্বন্ধে অজ্ঞান, সে নির্ব্বোধ, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর, যে ব্যক্তি অজ্ঞান, কিন্তু যাহার অজ্ঞানতার জ্ঞান আছে, সে সরল, তাহাকে শিক্ষা দাও।

যে ব্যক্তি জ্ঞানবান, কিন্তু আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান, সে নিদ্রিত, তাহাকে জাগ্রত কর।

যে ব্যক্তি জ্ঞানবান এবং আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, সে বাস্তবিক জ্ঞানী; তাহার অনুগমন কর।

বিবিধ।

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে একজন চিন্তাশীল লেখক "সত্য" সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত, সত্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা লিখিয়াছেন। যাহারা আমাদের দেশের সকলই ভাল বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, ভ্রমের 'বৈজ্ঞানিক' যুক্তির অন্বেষণ করিতে সদাই ব্যস্ত, আর্য্য নাম উচ্চারণে যাহাদের চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত হয়, তাহারাই বাস্তবিক ভারতের শত্রু, যাঁহারা প্রকৃত মিত্র তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া

দোশ প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতীকার ও সংশোধন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। রুগ্ন ব্যক্তি যদি আপনার রোগই চিনিতে পারিল না, তাহা হইলে চিকিৎসক করিবে কি? সে যাহা হউক "সত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সমস্তটী উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলে আর ভাল হইত।

"আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়ে অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক, খ, শিখাই, কিন্তু সত্য প্রিয়তা শিখাই না-- তাহাদের একটা ইংরাজি শব্দের বানান ভুল দেখিলে, আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু তাহাদের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করি না। * * * সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ বপন করিয়া গেলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয় গ্রস্থ ক্ষুদ্র ধূলি বিহারী কীটাণু হইয়াছি। ইংরাজদের নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারি, সত্যের প্রভাবে সরল ও সবল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাস পরায়ণ নহি।"

এই চিত্রটী যে অতিরঞ্জিত তাহা বোধ হয় কোন সরল পাঠক বলিবেন না। মেকলে এই কথা বলিয়াই বাঙ্গালীর ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন। তিনি যদি বাঙ্গালী হইয়া এই দুই চারি প্রকার কথা বলিতেন, তাহা হইলে লোকে সহজে তাহা হজম করিয়া ফেলিত। কিন্তু তিনি যে ইংরাজ। সে দিবস আবার মিউনিসিপ্যালিটী সভায় বাবু কালীনাথ মিত্র অধিক সংখ্যক বাঙ্গালীকে গোখাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। বুঝি এবার আর মিউনিসিপ্যাল সভ্য নির্ব্বাচিত না হন।

বৈশাখ মাসের এক খণ্ড "প্রচার" উপহাররূপ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। প্রচার লেখকদের আর পরিচয় দিতে হইবে না। সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাত লেখক। শ্রীযুত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের "সংসার" নামক উপন্যাসে বঙ্গের সমাজ চিত্রটী বড় মন্দ বলিয়া বোধ হইল না। উক্ত পত্রের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় যে চিত্রটী অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সহজেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। চিত্রটী এই: "হিন্দু ধর্ম্মের স্থূল স্তম্ভ স্বরূপ হরিশঙ্কর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুধাপাত্র পড়িয়া শত খণ্ড হইয়া গেল,—বলিলেন হা ধর্ম্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্র লোকের ঘরে এ কি অধর্ম্ম আচরণ? হিন্দুয়ানি আর বুঝি থাকে না। শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাচ্ছাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন আর বুঝি শ্বাসনালিটী থাকে না। বিশ্বম্ভর বাবু, সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বড় বড় ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম্ম কর্ম্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাক্‌শক্তি রহিত হইলেন, এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শত মুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেজের ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতার ভুয়োভুয় নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ছোটনাগপুরের প্রাচীন মিশনরী বাস্ সাহেব ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর উৎসাহ ও বিশ্বাস সহকারে মিশনরীর কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, ছোটনাগপুরেই আপনার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। বাস্ সাহেব যখন ছোটনাগপুরে প্রথম আগমন করেন, তখন তথায় একজনও কোল খ্রীষ্টীয়ান ছিল না। এখন কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা ৪২০০০ হইয়াছে! আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ছোটনাগপুরের খ্রীষ্টীয়ানেরা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, বাস্ সাহেব এবং তাঁহার ধার্ম্মিকা সহধর্ম্মিণীকে উপহার স্বরূপ কিছু পাঠাইতে সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি ছোটনাগপুরের মিসনের যাঁহারা হিত কামনা করেন, তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিবেন। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্তে জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত খ্রীষ্টের কার্য্য করা সামান্য অধিকার নহে!

পাঠকেরা বোধ হয় জানেন যে অনেক দিন হইতে বিশপের বোর্ড অব্ মিসন্স সংগঠিত হইয়াছে। এখন আর কলিকাতায় প্রোপাগেষণ সোসাইটী নাই। প্রোপাগেষণ সোসাইটী টাকা দেন, কিন্তু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। বিলিং সাহেব প্রোপাগেষণ সোসাইটীর প্রতিনিধি স্বরূপ

হইয়া বোর্ড অব্ মিসনেরও সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভা নিয়মিত রূপে হয়, কিন্তু সভার কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, তাহা এখন জন সাধারণ জানিতে পারে নাই। আমরা ভরসা করি বৎসর শেষ না হইতে হইতে কোন উপায়ে জন সাধারণকে জানান হইবে, সভার কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, বর্ত্তমান প্রণালী কিরূপ কার্য্যকারী হইতেছে। ইণ্ডিয়ান চর্চ্চম্যানে আমরা পাঠ করিলাম যে রেভ পি, এম, রুদ্র উক্ত সভার সভ্য না হওয়াতে রেভ জানি আলি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কি প্রণালীতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানি না। রেভ জানি আলি বিলাতে শিক্ষিত হইয়াছেন, এ দেশে সাহেব মিসনরীর মতন থাকেন, বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানদের বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান সম্ভবতঃ অতি অল্পই। আমাদের বোধে তিনি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতিনিধি স্বরূপ গৃহীত হইতে পারেন কি না সে বিষয় সন্দেহ স্থল। আমরা উপরেই বলিয়াছি, কি প্রণালীতে সভ্য নির্ব্বাচন হয় তাহা আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। হইতে পারে ঠিক প্রণালিতেই মিষ্টর আলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আলাহাবাদের সুদক্ষ্য চ্যাপলেন হার্ডি সাহেব কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হার্ডি সাহেব বিশপ কটনের চ্যাপলেন হইয়া এদেশে প্রথমে আগমন করেন। তিনি চ্যাপলেন হইয়াও দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন—চ্যাপলেন হইয়াও মিসনরী কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, মিসনের জন্য তিনি নিয়মিতরূপে যত দান করিতেন, তাহা অল্প চ্যাপলেনই করিয়া থাকে। আলাহাবাদে তিনি অনেক ভাল কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তত্রস্থ লোকেরা আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছে। পাদ্রি স্কোবেল সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফ্রান্সের সাধারণ তান্ত্রিকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী। কিসে সেথা খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন হয়, তাহারই চেষ্টা তাহারা করিতেছে। কিন্তু এ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। প্যারিসের আর্চ্চবিশপ কিছু দিন হইল অতি গম্ভীর ভাবে আপনার স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। "আমি এ দেশের রাজনৈতিক শাসনের পরিবর্ত্তন সাতবার সচক্ষে দেখিয়াছি, আমি বিলক্ষণ প্রাচীনও হইয়াছি, অতএব আমি সভাপতিকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে যদিও সাধারণ তন্ত্র স্বাবলম্বিত প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মের অনেক ক্ষতি করিতে পারিবে, তত্রাচ ইহার বিনাশ সাধন করিতে কখনই পারিবে না। মণ্ডলী অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন উহা ফ্রান্সের লোকদের অন্তঃকরণে বিরাজমান। যাহারা উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্নবান, মণ্ডলী উহার সমাধিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিন্তু

সাধারণ তন্ত্র, কি ঈশ্বর, কি ইতিহাস কাহার হইতে অমরতার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয়েন নাই।"

কোন২ খ্রীষ্টীয়ান কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া বলে, চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের লোকেরা ক্রিয়া কলাপ বাদী এবং এই জন্যই তাহারা মুক্তিমার্গ কাহাকে বলে জানে না! প্রথমতঃ এ কথাটী দুঃসাহসের কথা! শুনিলে আমাদিগকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়! সে যাহাহউক আমাদের যে কথা ভাল লাগে না, তাহাই যে ভাল নয় সে কথা আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু আমরা সরল হৃদয় কুসংস্কার-বর্জ্জিত পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের ক্রিয়া কলাপ আছে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আর কাহারও কি ক্রিয়া কলাপ নাই? প্রভেদ এই, কাহার কাহার ক্রিয়া কলাপ ধর্ম্মপুস্তক ও বিবেক অনুমোদিত, আর কাহার কাহার ক্রিয়া কলাপ না ধর্ম্ম পুস্তক না বিবেকানুমোদিত। একজন হয়ত ধর্ম্মপুস্তক উল্লিখিত সাধুগণের রীতি অনুসারে প্রার্থনার সময় জানুপাত করেন, আর একজন প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া প্রার্থনার সময় বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকেন। একজন পরিচারক হয় ত সার্ব্বত্রিক খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পদ্ধতি অনুসারে "ক্যাসক" পরিলেন, অন্য জনের তাহা অসহ্য হওয়াতে দেশীয় হিন্দু বা বৌদ্ধদের রীত্যনুসারে গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে সকল লোকেরই মধ্যে কোন না কোন প্রকার ক্রিয়া কলাপ আছে। যতদিন মনুষ্য শরীরী থাকিবে, ততদিন তাহার ক্রিয়া কলাপের প্রয়োজন থাকিবে। তবে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের ধর্ম্ম পুস্তক ও বিবেক অনুমোদিত বিবিধ সুশিক্ষা ব্যঞ্জক ক্রিয়া কলাপের উপর এত চোট কেন?

আমাদের একজন সংবাদ দাতা বলেন যে বিগত ৯ই মে ১৮৮৬ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুর নিবাসিনী সুধামুখী বিশ্বাস নাম্নী জনৈক বিবাহিতা রমণী, বারাকপুরস্থ ওয়েস্লীয়ান মিসনের সুযোগ্য মিশনরী এন, সি, বি কর্ত্তৃক বাপ্তাইজি হইয়াছেন। সুধামুখীর পিতা মাতা বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য হওয়ায় তিনি শৈশবে জলসংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এখন সুধামুখীর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর।

কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান আছেন যাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বলেন "অমুক কাজ করিতেছ? কখন অমন করিও না। হিন্দুরা ত অমন কাজ করিয়া থাকে, রোমাণ কাথলিকেরা প্রায় ঐরূপ কাজ করে, ইত্যাদি।" এরূপ কথা যাহারা বলে তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিতে পারি না। যাহা ভাল কাজ, তাহা রোমাণ কাথলিকেরা করিলেও ভাল, হিন্দুরা করিলেও ভাল। আজকাল যেরূপ অর্থবিহীন দোষ মিশ্রিত সংস্কারের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমাদের বোধ হয় অনেক বিষয়ে হিন্দু ও

রোমাণ কাথলিকদের অনুকরণ করিলে মঙ্গল। হিন্দুরা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করে বলিয়া কি আমাদিগকে সায়ংকালে স্নান করিয়া গোমাংস ধ্বংস করিতে হইবে? রোমাণ কাথলিকেরা প্রত্যহ উপাসনালয়ে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের সহভাগী হয় বলিয়া কি আমাদিগের পক্ষে বৎসরান্তে একবার উপাসনালয়ে গমন করিলেই যথেষ্ট হইলে? মহম্মদীয় লোকেরা প্রত্যহ পাঁচ বার নেমাজ করে বলিয়া কি আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে একেবারেই হইবে না? যাহা ভাল তাহা "মুক্তিফৌজ" করিলেও ভাল। সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

একদা একজন স্কটল্যাণ্ড নিবাসী পাদৃ একজন গরীব ছাত্রকে তাহার পাঠে সাহায্য প্রদান করিতেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন যুবকটী যেন ক্রমে ক্রমে পরিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। ক্রমে ক্রমে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইল? কিন্তু একটী বিষয়ে কিছু গোলযোগ ছিল। দুই জনের মধ্যে কেহই হিব্রু জানিতেন না, কিন্তু হিব্রু না জানিলে প্রেস্‌বিটিরিয়ান কমিটী অনুমতি পত্র দিবেন না। উক্ত পাদৃ বিষম বিপদে পড়িলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি যুবকটীকে বলিলেন, "গেলিক ভাষায় লিখিত বাইবল খানি সঙ্গে লইয়া কমিটী যখন তোমাকে হিব্রু পড়িতে বলিবে, তখন ঐ পুস্তক হইতে অনর্গল পড়িয়া যাইবে।" যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এরূপ করিলে কি পরীক্ষকেরা টের পাইবেন না? পাদৃ বলিলেন, না, সে ভয় তোমার নাই, আমি যাহা বলিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিও।" পরীক্ষার দিবস আসিল, পরীক্ষা হইল, পরীক্ষকেরা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। যুবক পরিশেষে হিব্রু বাইবলের এক অংশ পড়িতে অনুরুদ্ধ হইলেন। ভয় ও কম্পনের সহিত তিনি "গেলিক" বাইবল পড়িয়া অনুবাদ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সভাপতি মহাশয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। সভ্যগণ! আপনারা কি বলেন?" অবশেষে সকলে মিলিয়া যুবকের হিব্রু জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবকের পাদৃ বন্ধু কিছু বলিলেন না, সকলে সন্তুষ্ট হইল, প্রচার করিবার অনুমতি পত্র গ্রহণ করিয়া সফল মনোরথ হইয়া যুবক গৃহে গমন করিলেন।

সুপক্ক বেল অহিফেনের ন্যায় সদ্‌গুণ ধারণ করে। অথচ ইহা সেবনে মনুষ্য জড় ও অলস হইয়া পড়ে না। পেটের পীড়ায় বেল অহিফেন অপেক্ষাও উপকারী। ঔষধে যে অপসার সারে নাই, নিয়ম মত বেল খাওয়ানে সে রোগ আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। বেলগাছের পত্র, ত্বক সবই মহোপকারী।

রেড়ির পাতা বাত রোগের মহৌষধ। শরীরে যে স্থানে অত্যন্ত বাতের বেদনা হয়, সেই স্থানে কিঞ্চিৎ সাজিনামূল মিশ্রিত সরিষা তৈল মালিস করিয়া তাহার উপর রেড়ির পাতা দিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পাতাগুলি আগে আগুনের তাপে বেস গরম করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক কঠিন বাতের পীড়া অল্প সময়ে ভাল হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ডাক টিকিটের অর্দ্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এমন ক্ষুদ্র গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই। লর্ড ডফরিনের পুত্রের নিকট নাকি ইহার একখানি আছে।

গ্রীক সমর সজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন। গ্রীকমন্ত্রী কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন—রাজা বিনা যুদ্ধে মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, ইউরোপে মহাযুদ্ধের সুত্রপাত হইল। একদিকে ইংলণ্ড, জর্ম্মনী, অষ্ট্রীয়া, ইটালি ও তুরুষ্ক, অপরদিকে রুশিয়া, ফ্রান্স ও গ্রীক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গ্রীকরাজ সমর সাজ না ছাড়িলে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া ইউরোপের অনেক রাজ্য চূর্ণ করিত।

সঞ্জীবনী।

ইতিমধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের রেকর্ডে আপিসে একটা কবুতর আসিয়া বসে। একজন তাহাকে ধরিতে গেল, ইচ্ছা করিয়া ধরা দিল। কাগজ খানা খুলিয়া দেখা গেল, তাহাতে কবুতরের মূর্ত্তি ও কি লেখা আছে। প্রধান জজের কাছে কাগজ ও কবুতর চালান দেওয়া হইল। তিনি উর্দ্দুলেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "জষ্টিস রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যের মৌলবী আবদুর রহমের যে মকদ্দমা আছে, তাহাতে যেন সে জয়ী হইতে পারে।" হাইকোর্টের জজদিগকে ধরিবার জন্য এই মন্ত্রপূত কবুতর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ির রাজবাটীর সম্মুখে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ১২০০ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৬০০ ফুট, বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ১২ ঘটিকার সময় হইতে এই পুষ্করিণীর উপরি-ভাগে দুগ্ধের সরের মত একরূপ পদার্থ জন্মিতে থাকে। ক্রমে সমস্ত পুষ্করিণীর উপরি-ভাগে এই দুগ্ধবৎ পদার্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জলপাইগুড়ির সিভিল সার্জ্জন ও কমিশনর সাহেবগণ এখন পর্য্যন্ত ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

পণ্ডিতা রমাবাই এক্ষণে আমেরিকায় আছেন, তিনি সেখানে গিয়া অনেক জায়গায় বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজিতে এমন ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তৃতায় আমেরিকার সাহেব বিবিরা চমৎকৃত হইতেছেন।

৪র্থ খণ্ড ।]　　জুলাই ১৮৮৬ ।　　[১০ সংখ্যা ।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।

কলিকাতা ।

ইমদাদ্ আলির লেন ৩৬ নং হইতে প্রকাশিত ।

১৮৮৬ ।

মূল্য ছয় পয়সা মাত্র ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৩৬ নম্বর বাটীতে বঙ্গ বন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা এখনও মূল্য দেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বাধ্য হইব। এই মাসের মধ্যে যাঁহারা স্বস্ব দেয় না পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে ১॥০ টাকার হিসাবে মূল্য দিতে হইবে।

বঙ্গ বন্ধুর অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য, তিন মাসের মধ্যে দেয়। কিন্তু যাহারা তিন মাসের মধ্যে মূল্য প্রেরণ না করিবেন, তাহাদিগকে ১॥০ টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

কেহ বঙ্গ বন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমবার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারের অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৩৬ নং ইমদাদ্ আলীর লেন।

বঙ্গ বন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৪র্থ খণ্ড।] জুলাই ১৮৮৬। [১০ সংখ্যা।

অমৃতবাণী।

(উপদেশ)

"হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।"

আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, যেখানে শব, সেই-খানেই গৃধ্রেরা একত্রিত হয়।

ভ্রাতৃগণ! আমাদের অদ্য এখানে সমবেত হইবার কারণ চিন্তা করিলে কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূর্ণ হইতে হয়। আমরা আর একবার তাঁহার দেহ নিরীক্ষণ করিতে আসিয়াছি, আমরা যেশু খ্রীষ্টকে ক্রুশের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিতে আসিয়াছি।

তোমরা যে তাঁহার দেহ নিরীক্ষণ, তাঁহার অপার দুঃখ ধ্যান করিতে আসিয়াছ, তাহা চিন্তাও করিলে আনন্দরসে নিমগ্ন হইতে হয়, ইহার কারণ তোমরা উৎক্রোশ পক্ষীর ভাবাপন্ন হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। সাবধান হইতে হইবে, যেন উপাসনা সমাপ্ত না হইতে হইতেই ক্লান্ত হইয়া না পড। তিন ঘণ্টা কাল সজাগ থাকিয়া ধ্যান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, তোমরা যে এখানে আসিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর। যাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিতে চাহে, যাহারা অতীতকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত পাপের মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃ ক্রুশের তলে অদ্য উপস্থিত হইবে, কারণ যেখানে শব, সেইখানেই গৃধ্রেরা একত্রিত হইয়া থাকে।

ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে আমাদের

স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত যুদ্ধের ফলাফল তুলনা করিলে, যুদ্ধক্ষেত্র যৎসামান্য বলিয়া বোধ হইবে। ওয়াটুরলূর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ব্যাপার শুনিয়া থাকিবে। যেখানে সেই যুদ্ধ ঘটে, সেই স্থান অতি সংকীর্ণ ছিল। দুই একটী ক্ষেত্র সম স্থানের সমষ্টি করিলে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের সমান হইবে। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছিল, তাহা একবার মনে কর। তাহাতে ইংলণ্ড ও সমগ্র ইউরোপের শান্তি হইয়াছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের আয়তন যে প্রকারই হউক না কেন, তাহার সহিত ফলের তুলনা করা যায় না। অতি সংকীর্ণ সামান্য স্থানেই মহৎ মহৎ ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্য ক্রুশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের মধ্যে কি এইরূপ ভাবের উদ্রেক হইবে না? আমরা কি ঐ স্থানে একটী অদ্ভুত যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি না? সেই সময় মহা শত্রুর অভূতপূর্ব্ব বিক্রম হইয়াছিল। এই জগতের অধিপতি ও গৌরবের অধিপতি ক্রুশের উপর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই যে তাহাদের প্রথমবার সাক্ষাৎ এমন নহে। তেত্রিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া শান্তিরাজ এই পতিত ভ্রষ্ট সংসারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই জগতের অধিপতি বেশ জানিয়াছিল, যে তাহার বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর হইবার বিশিষ্ট সম্ভাবনা। ইহার পূর্ব্বে একবার অরণ্যে দুইজনের ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। এখন শেষ সংগ্রাম। ইহ জগতের অধিপতি ধীরে ধীরে সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হইয়াছিল। সে সফল মনোরথও হইয়াছিল; সে ইতিপূর্ব্বে একজন প্রেরিতকে বিপদগামী করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিয়াছ; সে আর সকলকেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল, এক্ষণে যেশুকে সে একাকী দেখিল বটে, কিন্তু কি বলে বলীয়ান হইয়া মনুষ্য পুত্র ভীম সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সে দেখিতে পাইল না।

তিনি মনুষ্য পুত্র বটে, কিন্তু ঐশীশক্তি তাঁহার পবিত্র জীবনের অবলম্বন স্বরূপ, তিনি ঈশ্বরের মেষ শাবক বটে, কিন্তু তিনি অনন্ত কালের পরিত্রাণশৈল

আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। চক্ষু উত্তোলন কর, তাঁহার অমৃতবাণী কর্ণ কুহরে প্রবেশ করুক। জীবন সার্থক হইবে। ক্রুশে বিদ্ধ, নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ও ব্যথিত, তবুও তিনি নিজের বিষয় ভাবিতেছেন না, অন্যের জন্যে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত— ক্রুশ বহনে, যন্ত্রণার দহনেও কি নিঃস্বার্থ ভাব!

ইহাতে অনুপম শিক্ষা লব্ধ হইতে পারে। ক্রুশ বহনে নিঃস্বার্থ ভাবই এই শিক্ষা। কত শত পুরুষ, স্ত্রী, ঈশ্বরের নিরূপিত ক্রুশটী বহন করিতে গিয়া স্বার্থপর হইয়াছে, নির্ম্মম হইয়াছে, অন্যের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, আপ-

নাদের পরীক্ষায় অন্যের পরীক্ষা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে।

ত্রাণের অধিপতির দিকে দৃষ্টিপাত কর, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের জন্য ক্রূশ বহন করিলেন, অন্যের বিষয় চিন্তা করিলেন। ইহাতে যে বিশ্বাস ভাব প্রকাশ পাইল, কেবল তাহা নহে, ইহাতে গভীর প্রেমের উচ্ছ্বাস দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইল—"হে পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" এমন প্রেমের শিক্ষা আর কোথা পাইবে? এখানেই প্রেমের আরম্ভ, এই খানেই প্রেমের অন্ত!

তাঁহার পবিত্র ললাট যখন কণ্টকিত হইল, তাঁহার হস্ত পদ যখন বিদ্ধ হইল, বড়শাঘাতে যখন তাঁহার কুক্ষি দেশ বিদ্ধ হইল তখন কি দেখা গেল? দেখা গেল যে সকল উন্মুক্ত দ্বার হইতে দয়ার প্রস্রবণ কল্লোলস্বরে প্রবাহিত হইতেছে।

"হে পিতঃ! ক্ষমা কর।" কাহার প্রতি কি শত্রুতা সাধন করিবার ইচ্ছা আছে? কাহার সর্ব্বনাশ হইলে কি তোমার মনে আনন্দ অনুভব হয়? তাহা যদি হয়, তবে বলি অদ্য ক্ষমা শিক্ষা কর, বৈর নির্য্যাতনের বাসনা হৃদয় হইতে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেল। এই আশ্চর্য্য প্রার্থনার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর। কখন কি মনে হয় যে, তুমি অন্য কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছ, মনে হয় কি যাহাদের নিকট ভালবাসা পাইবার আশা করিয়াছিলে, তাহারা আপনাদের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্যই তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, মনে হয় কি লোকে তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই? তবে আজ তাঁহাকে স্মরণ কর, যিনি কাহারও অপকার করেন নাই, কিন্তু অধম পাপীর ন্যায় দণ্ড ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত লোকে ভাল ব্যবহার করে নাই, ভাব দেখি, তোমার প্রভুর সহিত লোকে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। দাস প্রভুর সদৃশ হইলেই যথেষ্ট। ক্ষমাই করিতে যদি না পারিলাম, তাহা হইলে তাঁহার কথা আর শুনিবার প্রয়োজন কি?

কেবল ইহা নহে, আর একটী আলোচনার বিষয় আছে। সেটী এই—"কারণ তাহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।" কি ভয়ঙ্কর কথা! ইহাতে পাপের অনিষ্টতা ও অপকারিতা কতদূর পর্য্যন্ত প্রকটিত হয়। এই কথাতে জানা যায়—প্রভু নিজেই বলিতেছেন—যে পাপ করিলে আমাদের যে ক্ষতি হয়, তাহা বলিবার নহে। তিনি ক্রূশ বৃক্ষে পাপের ঠিক পরিমাণ করিয়াছিলেন।

এই কথাগুলি একবার ভাব দেখি। প্রথমতঃ, যখন আমরা পাপ করি, তখন কি করিতেছি, আমরা তাহার উপলব্ধি করিতেছি না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি বাল্যকালে কখন মিথ্যা কথা কহ নাই, অশ্লীল কথা কহ নাই, ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ কর নাই, কোন কুঅভ্যাস পরায়ণ হইয়া তাহা অন্যকে শিক্ষা দেও নাই? বিদ্যা-

লয়ে বিদ্যা শিক্ষা কাল শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়, অনেকে জীবনের কঠোর সংগ্রামে একজন অন্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পায় না, কিন্তু যৌবন কালে যে ব্যক্তি পাপ করিয়াছে, সে কি অশ্লীল কথা প্রত্যাহার করিতে পারে? সে কি তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল নস্যাৎ করিতে পারে? যৌবন কালে জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ করিলে যে মন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয় সে কে থামাইতে পারে? সে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া কোথায় যে মিশাইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ক্রুশে প্রভু যে এক কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা কেমন সত্য! আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা বাস্তবিকই জ্ঞাত নহি আমরা কি করিতেছি—আমরা জ্ঞাত নহি, মনুষ্যের প্রতি কি করিতেছি; কিন্তু সে ত তত গুরুতর নহে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কি করিতেছি, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না।

য়িহুদীরা যখন খ্রীষ্টকে ক্রুশে প্রেক বিদ্ধ করিতেছিল, তখন তাহারা প্রতাপের অধিপতিকে ক্রুশে হত করিতেছিল; আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা আত্মাকে সন্তপ্ত করি, য়েশুকে উৎপীড়ন করি, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি কুব্যবহার করি, আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার এই সকল অর্থ নিহিত রহিয়াছে।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আমার কথা একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যাহা মনে করি না, চিন্তা করি না, আমাদের পাপ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরাইয়া আনিতে পারি না। তোমরা যদি পরের একটী বৃক্ষ হইতে কোন ফল পাড়িতে যষ্টি উৎক্ষেপ কর, আর যষ্টিটী গাছে আট্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে সেটী যেমন তোমাদের পাপের সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া বৃক্ষের উপর আট্‌কাইয়া থাকে, তদ্রূপ আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা পাপের চরম সীমা দেখিতে পাই না, আমাদের পাপ আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা আর প্রত্যাহার করিতে পারি না, তাহা উচ্চাকাশে এমন একটী দাগ করে, যাহা মুছিয়া ফেলিবার আর যো নাই।

অদ্য ভ্রাতৃগণ! য়েশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশ কাষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন: তিনিই পাপের নিগূঢ় রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্রুশ হইতে স্বর্গ স্পর্শ করিতে পারেন; তিনি আমাদের যৌবনকালের অপরাধের সাক্ষ্য বিলুপ্ত করিতে সমর্থ এবং তাহা করবেনই; তিনি আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত দণ্ড একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম ও তাহা করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।

কেবল আইস, আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করি যে আমরা পাপ করিয়াছি, ঈশ্বরের ও মনুষ্যের বিরুদ্ধে যে কি পাপ করিয়াছি, তাহা আমরা জানি না, পরে তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব প্রার্থনা করিতে বলি, আমার

তিনি আমাদের জন্য করিয়াছিলেন, "হে পিতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।"

হে ধন্য উদ্ধার কর্ত্তা! তুমি যে বাল্যকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আমার একমাত্র শিক্ষা দাতা, আমার বাল্যকালের অসংখ্য অসংখ্য দোষ ও অপরাধ ক্ষমা কর, আমার বিরুদ্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আমার আশাহীন পাপপূর্ণ জীবনকে তোমার রক্তের দ্বারা প্রক্ষালিত ও সুশোভিত কর।

স্পেসার্টবনের নেকড়িয়া ব্যাঘ্র।

"হে প্রভো! তুমি মৃত্যুর পাত্রদিগকে মুক্ত কর।"

ব্যাভেরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত রিনেক নামক গ্রাম হইতে অন্যূন চারি শত হস্ত দূরে একটি বিজন কুটীর ছিল। সেই গ্রামের উপাসনালয় হইতে একটি পথ বক্রগতিতে স্পেসার্টবন পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। এই পথের কোথাও বা এল্‌ম, লেম্বু প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ সকল ছায়া করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা এই পথটি লোহিদ্বর্ণ শিলাখণ্ড শোভিত উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে, ইহা এমনই বন্ধুর, যে দেখিলেই বোধ হয়, কে যেন ঐ পথের উপর দিয়া লাঙ্গল চষিয়া গিয়াছে। তৎপরে এই পথটী ধীরে ধীরে বক্র গতিতে প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন একটী শাখা পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়া গিয়াছে। এই পথের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড ফ্রাঙ্কোনীয় অরণ্য ছিল। এই অরণ্যের সম্মুখের কতকগুলি বৃক্ষ তথাকার উচ্চ ভূমির উপরিভাগে যে সমস্ত শস্যক্ষেত্র ছিল, তাহাদের স্থানে স্থানে ব্যাপিয়া ছিল। এই স্থানে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। শীতকালের সুদীর্ঘ রাত্রীতে ইহাদের গর্জ্জন শ্রবণে বলিষ্ঠ ক্ষেত্রাধ্যক্ষ তাহার নিজ ধনুর্ব্বাণের প্রতি লক্ষ্য করিত, ও সুষুপ্ত শিশু ভয়ে জননীকে জড়াইয়া ধরিত।

ইতিপূর্ব্বে যখন দেশে বর্ত্তমান সময়ের মত এতাধিক লোকের বসতি ছিল না, তখন ঐ সকল নেকড়িয়া ব্যাঘ্র যে প্রকারে চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত, যে প্রকারে উহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিত ও যে প্রকারে এক সময়ে একটা বৃদ্ধ নেকড়িয়াকে গির্জ্জার সমীপবর্ত্তী সমাধিস্থানে স্থাপিত ক্রুশের নিকট গুলি করা হইয়াছিল, এই সমস্ত কথা লইয়া প্রাচীন ব্যক্তিগণ অগ্নিকুণ্ড পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উত্তাপ সেবন করিতে করিতে পরস্পরে কত কি গল্প করিত। আরও তাহারা বলিত শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাবে ঐ নেকড়িয়া সকল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য কুটীরের দ্বারদেশের নিম্নভাগে দন্তদ্বারা গর্ত্ত খনন করিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ঐ প্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা

কেহই বিশ্বাস করিত না, এমন কি গ্রামস্থ বালিকাগণ বসন্ত উৎসবের নিমিত্ত স্পেসার্টবনে মারগ্রেভের ইয়ু নামক বৃক্ষ পর্য্যন্ত গমন করিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না। কারণ, সকলেই বিবেচনা করিত যে সাধু পুরুষ মার্কের দিবস হইতে সাধু লূকের দিবস পর্য্যন্ত নেকড়িয়া ব্যাঘ্রেরা কাহারও কোন অপকার করে না।

পূর্ব্বোক্ত কুটীরে হান্সকেম্পটেন নামক একজন সংস্বভাব ক্ষেত্রাধ্যক্ষ বাস করিত। সম্প্রতি সে এস্থল হইতে বহুক্রোশ দূরে ক্রইট্‌সবর্গ নামক স্থানে একজন রিনেফবাসী ধনীব্যক্তির কার্য্যে গিয়াছিল। মিতা নাম্নী তাহার স্ত্রী একাকিনী সেই কুটীরে বাস করিতেছিল। প্রতিবাসীরা বলিত, শীতকালের সুদীর্ঘ রাত্রীতে মিতা ও তাহার শিশু কন্যাটীর বাসের পক্ষে এই কুটীর খানি অতিশয় বিরল জনশূন্য স্থান। কিন্তু মিতা তাহাদের কথায় হাস্য করিয়া বলিত, আমি প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের প্রাঙ্গণে থাকিলে যেরূপ নিরাপদ থাকিতাম, এই কুটীর খানিতেও তদ্রূপ নিরাপদে আছি।

সে আপনার কন্যা দাসী এবং ছাগগুলিকে লইয়া সারাদিন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও সমস্ত কর্ম্ম ফুরাইয়া উঠিতে পারিত না।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝা মাঝি একদিবস অপরাহ্ণ সময়ে কিঞ্চিত ময়দা আনিবার জন্য মিতা গ্রামের মধ্যে গমন করেন। যাইবার সময় ধর্ম্মালয়ের পরিচারক বৃদ্ধ পিটরের ট্রুড্‌চেন নাম্নী পৌত্রিকে নিজ কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বলিয়া যান, "দেখ, ট্রুড্‌চেন সূর্য্য অস্ত যাইতে এখন পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল সময় আছে। ঐ দেখ সূর্য্য কিরণ ডেটিংটন পর্ব্বতের শিখরে দেখা যাইতেছে। আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া আসিব এবং তুমিও সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে গমন করিতে পারিবে।"

এই বলিয়া মিতা বাহির হইলেন। ধরাতল নীহারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, বার্চ্চ নামক বৃক্ষ হইতে পিঙ্গলবর্ণ পাতা সমূহ নীরবে চারিধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, পড়িয়া যেন তাহারা নবীন বসন্তরাজের আগমন প্রকাশ করিতেছে।

দশ দিবস পূর্ব্বে "ক্যানডল্‌ম্যাসের" জন্য রিনেক দেশের সমস্ত বাগান অনুসন্ধান করিলেও একটী "স্নোড্রপ" ফুল পাওয়া যাইত না, কিন্তু এক্ষণে ইতস্ততঃ ছায়াবৃত স্থান সকল হইতে উক্ত ছোট ছোট ফুলগুলি কেমন দৃষ্টির আবিভূ্ত হইতেছে।

আজি কি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার সায়াহ্ন, সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছেন ও মেঘশূন্য, সুনীল, সূর্য্য কিরণ-মণ্ডিত গগণ মার্গ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিক্ নীহারে শ্বেতবর্ণ দেখাইতেছে, ও তদ্দারা রাত্রীর ভীষণতা ও অনুভুত হইতেছে।

যে স্থানে কুটীর খানি ছিল, তাহার কিঞ্চিত উর্দ্ধে কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ একটি জঙ্গল ছিল। শরৎকালে বালক-

গণ তাহার কাল জাম কুড়াইতে যাইত, জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই কাঁটা গাছগুলি সুন্দর সুন্দর ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া থাকিত। একদিন এই জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর নেকড়িয়া ব্যাঘ্র লুকাইয়া ছিল। যে সকল কৃষক উচ্চভূমিস্থিত ক্ষেত্রে কার্য্য করিত, তাহারা ইহাকে বিশেষরূপে জানিত, কারণ এপ্রকার সাহসী ও ঈদৃশ চতুর ব্যাঘ্র বহুদিবসাবধি কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় নাই। গ্রামস্থ বলবান যুবকগণ ইহাকে অনেকবার শিকার করিতে চেষ্টা করিয়াচিল কিন্তু তথাচ তাহাতে সে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা ত্রস্ত না হইয়া প্রতি রাত্রে হয় মেষশালার নিকটে নীরবে গুড়ি মারিয়া থাকিত, না হয় কোন একটা ঝোপে শিকারের চেষ্টায় বসিয়া থাকিত। "মিকেলমাস" দিনের কাছাকাছি হেনুরি সনৃর্ডকের ক্ষেত্র হইতে সে একটী মেষ শাবক লইয়া পলায়ন করে। সে দিন একটী উৎসব দিনের সন্ধ্যাকালে প্লেসার্টবনের "খেলু" নামক এক যুবতীরে মারিয়া ইহার দক্ষিণ কর্ণটি ছিঁড়িয়া লইয়াছিল। শীতের অতিশয় প্রাবল্য বশতঃ বোধ হয় সে এক্ষণে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কুটীর মধ্যে ট্রুডচেন দোলনাটিকে দোল দিতে ছিল ও নিদ্রিত কন্যাটীর পার্শ্বে বসিয়া গুন গুন স্বরে গান গাহিতেছিল! ট্রুড্চেন ঘরের কোনে চিমনীর নিকটে একখানি কাষ্ঠ মঞ্চে এ রূপ ভাবে বসিয়া আছে যেন কেহ দাঁড়াইয়া তাহার ছবি তুলিতেছে, গৃহস্থিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে অঙ্কিত বড় বড় কুকুরের চিত্র বিচিত্র ছবির সহিত ট্রুডচেনের সাদৃশ্যের অনৈক্য বশতঃ বালিকার কচি কচি চাঁপাফুলের মত চুলগুলি ও নীলবর্ণ চক্ষুদ্বয় এবং ছোট মধুর মুখ খানি বেশ মানাইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ খানিতে চিন্তার রেখা লক্ষিত হইতেছিল, তাহার স্কন্ধে বোধ হইতেছিল যেন গুরু ভার ন্যস্ত হইয়াছে। দশ মিনিট কাল গত হইল, এখনও পর্য্যন্তও ছোট মেয়েটি দোলনায় ঘুমাইতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে কে যেন দরজার শিকলি ধরিয়া নাড়িল।

ট্রুডচেন বলিল, "ভিতরে আইস।"

কিন্তু কেহই তাহার কথায় উত্তর দিল না। ট্রুডচেন আপনা আপনি বলিল "বা, আমি মনে করেছিলাম বাহিরে কেহ আসিয়াছে, এখন ত সব স্তব্ধ দেখিতেছি; মাতা কেম্পটেন ঘরে ফিরিয়া আসিলে ভাল হয়।" পরে সে আপনা আপনি একটি পুরাতন গান আরম্ভ করিল।

এক মিনিটের মধ্যেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে দরজার শিকলি নড়িয়া উঠিল। ট্রুডচেন পুনরায় বলিল, "ভিতরে আইস," কিন্তু এবার তাহার স্বর কম্পিত ও বিচলিত হইল।

তৎপরে পূর্ব্ববৎ সকলই নিস্তব্ধ হইল। পরক্ষণেই কে এক জন পুনর্ব্বার দরজায় ধাক্কা মারিল, এবং দরজা বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে শিকলি নাড়াইতে লাগিল। বস্তুতঃ নেকড়িয়া ব্যাঘ্রেরা এমন কি শৃগালদিগের অপেক্ষাও

অধিক ধূর্ত। আমরা লোকদের মুখে ইহাদের শিকার করিবার ক্ষমতা বিষয়ে নানা প্রকার আশ্চয্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়াছি।

বালিকা ট্রুডচেন বলিল, "আমি কি মূর্খ! যেই হউক না কেন, উহাকে ভিতরে আসিতে দেওয়া যাউক। বোধ হয় কোন প্রতিবাসীর কিছুর আবশ্যক হইয়াছে।" এই বলিয়া সে উত্থিত হইয়া দ্বারদেশে গমন করিল।

এই সময়ে মিতা আপনার প্রয়োজন সাধন পূর্ব্বক বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল। মিতার যদিও একটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল, তথাপি তাহাকে দেখিলে বালিকা বলিয়া বোধ হইত। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, পিতা দেখিল যে পিতর নামে একটী বৃদ্ধ গির্জ্জার সন্নিহিত সমাধিক্ষেত্রে গান বাজনা করিতে যাইতেছে। পিতা ভাবিল, এখনও অনেক সময় আছে, তন্নিমিত্ত সেও পিতরের সহিত তথায় প্রবেশ করিল। এই সমাধি ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে ঘাসের উপর দুই তিনটী ক্রুশ সংস্থিত রহিয়াছে, একস্থানে একটি মৃত পুরোহিতের সমাধির উপর একখানি শ্বেত পাথরের ক্রুশ রহিয়াছে; কোথাও বা অল্পদিনের প্রোথিত সমাধির উপর পিঙ্গলবর্ণ ফুলের মালা সকল ঝুলিতেছে আর গির্জ্জার উত্তর পার্শ্বে কোথাও বা ঘাসের ভিতর এখন পর্য্যন্তও তুষার জমিয়া রহিয়াছে। অস্তোন্মুখ সূর্য্য কিরণে গির্জ্জার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গবাক্ষ সমূহ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ কবি বলিয়াছেন, এই স্থানটি যেমন, এই সন্ধ্যাকাল ও এই দৃশ্যও তদনুরূপ উপযোগী। ক্ষেত্রে শস্য বপন পূর্ব্বক পরে ক্ষেত্রাধ্যক্ষ যেরূপ উপযুক্ত সময়ে তাহা কর্ত্তন করেন, তদ্রূপ এই স্থানেও মৃতব্যক্তি সকল উক্ত শস্যের ন্যায় প্রোথিত রহিয়াছেন। তাঁহারাও একদিন ঈশ্বর কর্ত্তৃক মুক্ত হইবেন। সে যাহা হউক, এই গির্জ্জাটী পুরাতন ধরণের। ইহার ছাদ অতি বিস্তৃত ও এই ছাদের এক পার্শ্বে একটী গুম্বেজ রহিয়াছে, গুম্বেজটীর উররিভাগ ক্রমশঃ শরু ও তৃ-পল বিশিষ্ট। এই গির্জ্জার পূর্ব্বাংশ অতি বৃহৎ ও সুশোভিত।

রাজ পথে সাক্ষাৎ।

দৃশ্য—রাজ পথ।

সময়—রবিবার প্রাতঃ কাল।

ব্যক্তিগণ—গোপাল।

হারাণ ও তাহার ছেলেরা।

গোপাল। কি হারাণ! ছেলে পুলে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচ যে।

হারাণ। না বেড়াতে বেরুই নি, তবে গির্জ্জায় যাচ্চি। তুমি গির্জ্জায় যাবে না?

গোপাল। না, দেখ, আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি, গির্জ্জায় যাওয়া একটা ফ্যাসান হোয়ে পড়েচে বৈত নয়। আদত জিনিস হচ্চে মন, মনেই যদি ঈশ্বরকে ভজলেম্, তা হোলে সব হোল,

এর চেয়ে আর কি চাই? আমি অমন লোক্ দেখান কায্ কর্ত্তে ভাল বাসি না।

হারাণ। ওহে, না, আমিত বলচি না। আমি শুনলেম তোমার না কি খুব কপাল ফিরেচে। শুনলেম জমীদার না কি তোমার দেনা মাপ কোরেচেন্। তোমায় আর না কি খাজনা দিতে হবে না।

গোপাল। বাস্তবিক, আমাদের জমিদারের মতন ভদ্র লোক আর নাই। তুমি শুনেছ? কাল রাত্রে আমরা দল বেঁধে গিয়ে তাঁর কত ধন্যবাদ দিয়ে এলেম্।

হারাণ। কি, তুমিও গিয়েছিলে?

গোপাল, কেনই বা না। দেখ এত বড় পরিবার, তাতে এত ধার কর্য্য, তিনি আমায় এত টাকা মাপ না কর্‌লে আমি যে মর্ত্তুম। তাই জন্যেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর্ত্তে গিয়েছিলেম্।

হারাণ। না. আমি মনে করেছিলেম, যে তুমি লোক্ দ্যাখান কাজ কর্ত্তে ভাল বাস না।

গোপাল। লোক দ্যাখান কায্? এটা লোক দ্যাখান কাজ নয়। কেবল তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলেম্।

হারাণ। সেটা মনে মনেই দিলেই ত হোত। আবার তাঁর বাটিতে যাবার দরকার ছিল কি?

গোপাল। হারাণ, তোমার বুদ্ধি বড় কম। জমীদার এতে যে আরও জেয়াদা সন্তুষ্ট হোয়েছেন, তাকি জান না? আর এতে যে কেবল জমীদার সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা নয়, কিন্তু লোকেরাও বুঝতে পেরেচে যে আমরা নিমখারাম্ নই।

হারাণ। গোপাল, এতক্ষণ পরে হাতে পেয়েছি। তুমি যে জন্য জমীদারের বাড়ী গিয়াছিলে, আমরাও সেই জন্যে গির্জ্জায় গিয়ে থাকি। তিনি যে রোজ্ রোজ্ আমাদের এত উপকার করছেন্। এমন কি যাঁর উপর আমাদের মরণ বাঁচন পর্য্যন্ত নির্ভর করছে, তিনি কি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র নন্। এখন বুঝতে পার্‌লে কি জন্যে আমরা গির্জ্জায় যাই। ঐ ঘণ্টা বাজছে; আর দাঁড়াতে পারি না, তা হোলে দেরী হয়ে যাবে। এস ছেলেরা। নমস্কার মশাই, তবে আজ্‌কের মত চল্লেম।

আমার ঘড়ী।

অমি বৈঠকখানায় বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় একটার তোপ পড়িল। অনন্যমনে ঘড়ির দিকে চাহিলাম, হঠাৎ মনটা কেমন করিয়া উঠিল। পুস্তকটি টেবিলে রাখিয়া ঘড়ীটী দেয়াল হইতে নামাইয়া হাতে করিয়া লইলাম। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম। মনে কতই চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

পাঠক, যদি তুমি এই ঘড়ীর কথা শুন, হয়ত তুমিও দুঃখিত হইবে। এই

ঘড়ীটী আমি অনেক দাম দিয়া কিনিয়াছিলাম। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। যে কেহ এই ঘড়ী দেখিয়াছে, ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু কি হইবে? ইহার একটী ভয়ানক দোষ ঘটিয়াছে। ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর চলে না। এতবার সারাইয়াছি, কিন্তু পেণ্ডুলমও চলে না, ঘড়ীর কাঁটাও নড়ে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিতে সুন্দর হইলে হইবে কি? ইহার দ্বারা ত কোন প্রকার উপকার হইতেছে না। ঘড়ীটী দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মনে এক ভাবের উদয় হইল। মনে হইল এই পৃথিবীতে আমার ঘড়ীর মত অনেক অনেক লোক আছে। অনেক স্ত্রী পুরুষ ও ছেলেরা আছে তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই করে না। ঈশ্বর তাহাদিগকে কেন সৃষ্টি করিয়াছেন? না, তাঁহাকে প্রেম করিতে, তাঁহার সেবা করিতে, তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে। কিন্তু কৈ? কয় জন তাঁহার ইচ্ছামতে চলে? কয়জন তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করে? কয় জন তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে সচেষ্ট হয়? বোধ হয় একজনও নহে। তাহা যদি না হইল, তবে তাহারাও কি আমার এই ঘড়ির মত নহে? তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হইয়াও যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য না করিল, তাহা হইলে ইতর প্রাণী আর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর বিভিন্নতা কোথায় রহিল? বোধ হয় কিছুই নহে।

এই সময় আমার আর একটী কথা মনে পড়িল, একদিন বিদ্যালয়ে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় এক জনকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার উত্তর দিতে পারিল না দেখিয়া বলিলেন, "তোমাকে যখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখনই উত্তর দিতে পার না, ইহার কারণ কি? তোমার কি লেখা পড়া শিখিবার ইচ্ছা নাই? তাহা যদি না থাকে, তবে কেন মিছামিছি বাপের টাকাগুলি ধ্বংস করিতেছ, এখন হইতে কায কর্ম্মের যোগাড় কর। তোমার এখানে বসিয়া থাকাও যা, আর একটা ছাগল আনিয়া বাঁধিয়া রাখাও তা।"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথার অর্থ এই যে, যখন কেহ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য না করে, সে পশু সদৃশ। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যখন মনুষ্য সাংসারিক কর্ম্ম না করিলে এত দুর্ণামের ভাগী হয়, তখন তাহাদের জীবনের যে মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করা, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, তাঁহাকে তুষ্ট করা ইত্যাদি কার্য্য শৈথিল্য দেখিলে তাহাদের কি বোধ হয়? না, তাহারা আমার ঘড়ির মত বন্ধ হইয়া আছে, ও আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছে না, এত দেখিতেছে, শুনিতেছে, তথাপি কিছুমাত্র চৈতন্য হইতেছে না। ঈশ্বর কেবল আমাদের আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত এ জগতে রাখেন নাই। কেবল সুখ

ভোগ করিতে রাখেন নাই। কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন সকল বিষয়েই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করি।

এক্ষণে পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি প্রকারে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি? তাহা হইলে আমার উত্তর এই,—"তোমার পিতা মাতার বাধ্য হও, তাঁহাদের মান্য কর। অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ কর। অন্যের যাহা ভাল তাহারই অনুকরণ কর, যাহা মন্দ তাহার অনুসন্ধান করিও না। ধর্ম্ম-পুস্তক অধ্যয়ন কর, এবং তাহা যে যে বিষয় শিক্ষা দেয়, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর। আর যখন তাঁহার নিকটে পবিত্র আত্মার সাহায্য যাঞ্চা করিবে, যখন তুমি আপনাকে খৃষ্টপদে উৎসর্গ করিবে, তখনই বুঝিব যে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ।

প্রিয় পাঠক, এই সকল বিষয় ধ্যান কর, প্রত্যেকে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ রাখিয়া আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা কর,—

"ঈশ্বর যে জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি আমি পূর্ণ করিতেছি?"

লুসিয়া।

সম্রাট বলিলেন, "সিনিয়স্ প্লটিনস্, একি তোমার নিজের কথা?"

প্লটিনস্ উত্তর করিলেন, "না, মহারাজ।"

সম্রাট বলিলেন, "তবে কাহার?"

প্লটিনস্ বলিলেন, "আজ্ঞা, একদিন আমার ইথিওপিয়ান দাস আমাকে এই কথা বলিতেছিল।"

সম্রাট ডিসিয়স্ "তদ্রূপ হইবে" বলিয়াছেন, ও সেই অনুযায়ী কার্য্যাদি হইতেছে।"

কেয়স্—"ও বুঝেছি বুঝেছি, এ সেই বুড়ো ম্যাগলেন্‌টিয়সের কাজ। সেদিনে সে আম্ফিথিয়েটরে ১৫ যোড়া সিংহ দিয়াছে। কিন্তু যাই হোক্, সি হগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।"

সিলুরিয়স্—"তুমি বলিতে পার, সেগুলি আনিতে কত ব্যয় হইয়াছে?"

কেয়স্—"বোধ হয় ১১৫০০ টাকা।"

জাস্টিয়াস্—"যাই হোক্ এক কাযে চুকায় হয়। তিন দিন হইল আমাদের শাসনকর্ত্তা একটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারকে সেখানে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার তামাসা য়েরুশালেমে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

কেয়স্। "মার্সের দিব্যি,* যদিও য়িহুদীরা সেখানে থাকিতে পায় না তথাপি মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া থাকে। তোমার নামটা? ও! লুসিয়া

* রোমীয় দেবতা।

বটে; লুসিয়স্ গিয়া দেখ দেখি, সিংহটী কেন এত চীৎকার করিতেছে? লুসিয়স্ কুণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া সিংহকে দেখিতে গেল।"

কেয়স্ ঐ বালকটীকে কোথায় পাইল, সিলুরিয়স্ জিজ্ঞাসা করাতে কেয়স্ বলিল, "কাল হইতে ও আমার দাস হইয়াছে; কিন্তু কোন কাজের নয়, ঠিক মেয়ে মানুষের মতন। যাহা হউক তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার সময় যাহাকে পাইলাম তাহাকেই লইলাম।" এই সময় লুসিয়স্কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, "কি? কি হইল?"

লুসিয়স্। "আজ্ঞা, বোধ হয় তার বড় খিদে পাইয়াছে।"

কেয়স্। "যাও, তাকে এক টুকরা মাংস দিয়া আইস" এই বলিয়া একটা ঘোড়ার মাথা তাহাকে দিল। বালক ঘোড়ার মাথা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তুলিতে পারিল না, দেখিয়া সিলুরিয়স্ বলিল,—"এটা নিতান্ত কাপুরুষ, এমন তো কখন দেখি নাই, যাহা হোক পশুটা চুপ কোরেছে। এস ঘুমান যাক্ অধিক রাত্রি হইয়াছে।"

কেয়স্। "হাঁ, তাই হোক, বলিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়া বালির উপরে দুই জনে সুখে নিদ্রা গেল।"

অনেক রাত্রি হইয়াছে, সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অগ্নি প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। কেবল চন্দ্রই অল্প অল্প আলো দিতেছে। মানুষের সাড়া শব্দ কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে পেঁচকের কিচ্ কিচ্ রব শুনা যাইতেছে। এক এক বার বন্য পশুর গর্জ্জন প্রান্তর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় লুসিয়স্ মাটির উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া "হে ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর; আমি তোমাকে ছাড়িব না, আমার মনস্কামনা পুর্ণ কর ইত্যাদি," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে যখন দেখিল যে সকলেই নিদ্রা গিয়াছে, সকলেই নিস্তব্ধ, তখন শিবিরের এক পার্শ্বে যাইয়া ঐ প্রকার প্রার্থনা করিতেছিল। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে তাহার মন শোক ও দুঃখে পরিপুর্ণ, তাহার মনে যাহা আছে সকলেই যেন হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরের নিকটে ঢালিয়া দিতেছে। মনে করিয়াছে যে, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাহার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করিবেন ততক্ষণ তাঁহাকে ছাড়িবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিতে দেবপূজকেরা জানে না, এবং বোধ হয় কখন জানিবেও না।

পাঠক, বোধ হয় এই বালকটি কে, তোমার জানিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। ধৈর্য্যাবলম্বন কর, সকলেই শুনিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

"Say, why should dwell in place so wild
O' Connor's pale and lovely child?"
Campbell.

কুইণ্টস্ ফ্লেমিনিয়স্ টরবো, যেরুশালেমের রাজস্ব মন্ত্রি ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সিসিলিয়া। তাঁহাদের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। লুসিয়া সকলের বড়, তাহার বয়স ১৮ বৎসর, ইনিই আমাদের এই উপন্যাসের নায়িকা; দ্বিতীয় ফ্লোরেণ্টিয়স্ টরবো, বয়স ১৬ বৎসর; তৃতীয়, ভিক্টর, বয়স ১৪ বৎসর; চতুর্থ, ইমিলিয়স্, বয়স ১০ বৎসর; এবং পঞ্চম অর্থাৎ কনিষ্ঠ, ভিরিয়া, বয়স ৭ বৎসর। সময়ক্রমে টরবো মেজাবেলিস্ বিশপের নিকটে সপরিবারে বাপ্তাইজিত হন। সম্রাট ডিসিয়সের তাড়নাকালে লুসিয়ার ১৮ ও ভিরিয়ার ৭ বৎসর বয়স ছিল। ২৪০—৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মণ্ডলীতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করাতে মণ্ডলীকে নিতান্ত হীনবল করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টিয়ানেরা গীর্জ্জা থিয়েটর প্রভৃতি সকল স্থানেই যাইত, জাগতিক আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইত, এমন সময় তাড়না উপস্থিত হইল। হায়! তখন আর তাহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। টরবো সে ধাতুর লোক ছিলেন না, তিনি গীর্জ্জা ও থিয়েটর সমান জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার শিক্ষা ভিন্ন প্রকারে হইয়াছিল। সৈন্যেরা তাঁহাকে ধরিতে আসিলে তিনি সপরিবারে আপনাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। লুসিয়া এই সময় পীড়িতা ধাত্রীকে দেখিতে গিয়াছিল। টরবো তাহা জানিতেন না। সেনাপতি তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "সে কোথায় গিয়াছে আমি জানি না।" যাহাহউক কিছু দিন পরে লুসিয়া ভিন্ন তাহাদের সকলকেই ইদুমিয় মরুভূমিতে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা আসিল। টরবো, "ঈশ্বরই ধন্য" বলিয়া রাজ সেনাসহ দেশ ছাড়িয়া চলিলেন।

এদিকে লুসিয়া পীড়িতা ধাত্রীকে দেখিয়া বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল যে, রাজ কর্ম্মচারীরা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে। লুসিয়া এই কথা শুনিয়াই পিতা মাতা ভাই ভগ্নির পশ্চাৎ গমন করিবে, স্থির করিল। কিন্তু বৃদ্ধা ধাত্রী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল যে, "যে পর্য্যন্ত না তোমার পিতা মাতার বিচার হয় সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থাক। তুমি যুবতী, আমাদের শাসনকর্ত্তা নিতান্ত দুষ্ট লোক, কি জানি তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তুমি তোমার পিতার নিকট যাইও না। তুমি বাঁচিলে তোমার পিতার বংশ রক্ষা করিতে একজন থাকিবে। হয়ত তোমার ভাই ভগ্নিরা শাসন কর্ত্তার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে

রক্ষা পাইতে পারে, তখন কে তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবে। তুমি থাকিলে, তুমি তাহাদের মাতৃস্থানীয় হইবে। এই জন্য বলি, যাইও না, বরং আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে যত্নবতী হও।"

অবশেষে স্থির হইল যে, যে স্ত্রীলোকটী লুসিয়াকে ঐ অশুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছিল তাহারই গৃহে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করিবে।

পিতার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে শুনিয়া লুসিয়া এক দিন সন্ধ্যাকালে ধাত্রী গৃহে উপস্থিত হইল। ধাত্রীর শুভাশুভ জ্ঞাত হইয়া বলিল,—"ধাত্রী শুন, তোমার সহিত আমার কিছু পরামর্শ আছে। পিতা মাতা ভাই ভগ্নি সকলেই ত দেশান্তরী হইলেন, আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎগামীনী হইব স্থির করিয়াছি, আমাকে নিষেধ করিও না, আমি শুনিব না, আমি নিশ্চয়ই যাইব।"

বৃদ্ধা কত বুঝাইল, কত কাকুতি বিনতি করিল, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার মনস্কামনা হইতে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি যাইবই যাইব কাহারও নিষেধ মানিব না।"

বৃদ্ধা। "দেখ তুমি যুবতী, কেমন করিয়া একা মরুভূমিতে ভ্রমণ করিবে? সেখানে জল নাই, খাদ্য সামগ্রী নাই, মনুষ্য নাই, হিংস্রক প্রাণী ভিন্ন আর কিছুই নাই। তোমার যে কেহ সাহায্য করে এমন কেহই নাই। আবার, যদি তুমি কোন দেবপুজকের হাতে পড় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে তোমাকে পুনরায় ধরিয়া আনিবে। তাহা হইলে তোমার কি দুর্দ্দশা হইবে, ভাবিয়া দেখ। তুমি আমার কথা শুন, যাইও না।"

লুসিয়া। "আমি যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি দ্বিরুক্তি করিও না, তোমাকে কেবল আমার সাহায্য করিতে হইবে।"

বৃদ্ধা লুসিয়াকে শৈশবকালাবধি লালন পালন করিয়া আসিয়াছিল, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, তাহার কথায় সম্মত হইল। সে বলিল,—"আচ্ছা, এখন তুমি জিলৃফিডিফার গৃহে ফিরিয়া যাও। কল্য রাত্রিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, তৎপরে তোমার যাইবার বন্দোবস্ত করিব। যতক্ষণ আমার একটুমাত্র বল আছে, বেশ জানিও, যে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আর একটি কথা এই,—দিনমানে বাহির হইও না।"

লুসিয়া ক্ষুণ্ন মনে গৃহে ফিরিয়া আসিল, এখনও ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক মিনিট তাহার ঘণ্টা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পর দিন অতি প্রত্যুষে এক বালক আসিয়া লুসিয়াকে বলিল যে, বৃদ্ধা তাহাকে শীঘ্র ডাকিতেছে। লুসিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া গলি গলি দিয়া বৃদ্ধার কুটিরে ত্বরায় উপস্থিত হইল। সে সময় দিনমানে রাজপথে বাহির হওয়া খ্রীষ্টিয়ানের পক্ষে নিতান্ত কঠিন ছিল।

লুসিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার বিষয় কিছু ঠিক করিয়াছ?"

বৃদ্ধা। "হাঁ, তুমি যদি যাইতে চাও।

লুসিয়া। "হাঁ, আমি নিশ্চয়ই যাইব।"

বৃদ্ধা। "দেখ, তোমার যদি যাইবার নিতান্তই বাসনা থাকে, আর তোমার যদি সাহস থাকে, তাহা হইলে একটী উপায় আছে।"

লুসিয়া। "উপায়টা কি।"

বৃদ্ধা। "তুমি আমার ভাগিনেয় কেয়সের নাম শুনিয়া থাকিবে।"

লুসিয়া। "হাঁ।"

বৃদ্ধা। "সে কাল রাত্রিতে এখানে আসিয়াছিল, জঙ্গলে কতকগুলি সিংহ ছাড়িয়া দিতে যাইতেছে।"

লুসিয়া। "হাঁ, তার পর।"

বৃদ্ধা। "তাহার একজন দাসের আবশ্যক, সে পশুগুলিকে খাওয়াইবে ও তাহার কিছু কিছু কায করিবে। আমি তাহাকে একটী দাস দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছ, সে কে?"

লুসিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "ধাত্রী, বোধ হয় আমি পারিব না।"

বৃদ্ধা। "ইহা না হইলে আর উপায় নাই। তোমার একা যাওয়া কোন মতে সম্ভবে না।"

লুসিয়া কতকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমন তোমার ভাগিনেয় কি প্রকার লোক?"

বৃদ্ধা। "অতি উত্তম লোক।"

লুসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, আমি ঠিক করিয়াছি যাইব। কখন যাইতে হইবে?"

বৃদ্ধা। "কল্য প্রাতে।"

রোমীয় বালক বালিকারা প্রায় একই প্রকার পোষাক করিত। বালক ১৭ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে পূরা (Pura) নামক বস্ত্র পরিধান করিত। আর স্ত্রীলোক বিবাহের পরে ইন্সটিটা (Instita) নামক পোষাক পরিধান করিত। এই নিমিত্ত রোমীয় বালক বালিকাদিগকে পোষাক দ্বারা বড় সহজে চিনিতে পারা যাইত না। অনেক সময় বালককে বালিকা বলিয়া এবং বালিকাকে বালক বলিয়া ভ্রম হইত। এই সুবিধা প্রযুক্ত লুসিয়া কতকটা চুল কাটিয়া ফেলিয়াছিল ও মুখাচ্ছাদনের (Veil) পরিবর্ত্তে টুপি পরিয়াছিল। এই প্রকারে লুসিয়া, "লুসিয়স্" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে কেয়সের সহিত প্রস্থান করিল।

এক নাস্তিক চিকিৎসক।

কোন সময়ে এক নাস্তিক চিকিৎসক একজন বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রোগীর সহিত পাঁচ রকম বিষয় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। চিকিৎসক বিদ্রূপ ভাবে বলিলেন, "তোমার আত্মা আছে তুমি বিশ্বাস কর?"

রোগী বলিলেন, "হাঁ।"

চিকিৎসক আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি

কখন আত্মা দেখিয়াছ ?"

"না।"

"কখন কথা বলিতে শুনিয়াছ ?"

"না।"

"কখন তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছ ?"

"না।"

"কখন মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছ ?"

রোগী বলিল, হাঁ, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমার আত্মা আছে।"

চিকিৎসক হাসিয়া বলিল, চারিটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একটী তোমার পক্ষে।

রোগী বলিল, "মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না, আমার একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে,—আপনি কি কখন ব্যথা দেখিছেন ?"

"না।"

"কখন শুনিয়াছেন ?"

"না।"

"কখন পরীক্ষা করিয়াছেন ?"

"না।"

"কখন বুঝিতে পারিয়াছ ?"

চিকিৎসক দেখিলেন, আর ফাঁকি দিবার যো নাই, কাজে কাজেই বলিলেন "হাঁ।"

রোগী চিকিৎসককে বলিলেন, মহাশয় কেবল ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবেন না। আমি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরো কিছুর উপর নির্ভর করি।

চিকিৎসক আত্মার বিষয় যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, সে কোন কাজেরই হইল না। তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রেরিত পত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "বঙ্গবন্ধু" সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

মহাশয়,—

আপনার জুন মাসের "বঙ্গ বন্ধুতে" "বিগত সাবিত্রী সভা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, ভরসা করি আমার কথা কয়টী সুবিখ্যাত "বঙ্গ বন্ধুর" এক পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে জাতি সভ্যতার যত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, সে জাতির অভাব বোধ তত অধিক। একদিকে যেমন সভ্যতা বা জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, তেমনই আবার অপরদিকে তৎসঙ্গে সঙ্গে অধিকতর "অভাব জ্ঞান জন্মিতে" থাকে। এই অভাব জ্ঞানই সভ্যতার উন্নতির মূল। যে জাতির এ অভাব জ্ঞান নাই, যাহারা ভাল হউক আর মন্দই হউক আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত, তাহারা চির জীবন অসভ্যতা, অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে, জ্ঞান ও সভ্যতার সুবিমল সুখ শান্তি তাহাদিগের নিকট আকাশ কুসুম বলিয়া বোধ হইবে ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বলিতে দুঃখ ও লজ্জাবোধ হয় যে, আমাদের অভাব জ্ঞান নাই। যত দিন ইহা ছিল, ততদিন আমরা পৃথিবীতে

একটী উন্নতিশীল জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলাম, আমাদের আর্য্যনামের গৌরব ছিল, ততদিন আমরা স্বাধীনতার পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া প্রাণ মন শীতল করিতে পারিয়াছি, ততদিন আমাদিগকে অত্যাচার, অবিচার, অন্ন কষ্টের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় দগ্ধিভূত হইতে হয় নাই। কিন্তু সে সুখের দিন আর নাই, সে সুখ সূর্য্য অনেক দিন হইল অস্তমিত হইয়াছে। আজি আমরা পথের কাঙ্গাল, দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে জর্জ্জরিত, আমাদের মুখের অন্ন অন্যে কাড়িয়া লইতেছে, আজি আমরা সুসভ্য ইংরাজের কৃপার ভিখারী।

কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু সন্তান কি মাতৃভূমির এ দুর্দ্দশা দেখিলেন? না; তিনি অভিমানে স্ফীত হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "বাঙ্গালীর সব প্রথাই ভাল, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজনীতি পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট।" আমাদিগের যদি অভাবজ্ঞানই থাকিবে, আমরা যদি নিজের দুর্দ্দশার কথাই চিন্তা করিব, তবে আর এইরূপ কথা আমাদিগের মুখ হইতে বহির্গত হইবে কেন?

জানি না অক্ষয় ও বীরেশ্বর বাবু কোন ভাবে চালিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট।" ইহা যদি তাঁহাদের শিক্ষার ফল হয়, তবে ভগবান করুন, অবিলম্বে এই শিক্ষা, আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশ হইতে চলিয়া যাউক। যে শিক্ষায় মনুষ্যকে দৃষ্টিহীন করিয়া ফেলে, যে শিক্ষা বিবেককে মলিন করিয়া মনুষ্যের বিকৃত অবস্থা জন্মায়, চাই না আমরা সে শিক্ষা। কিন্তু যদি তাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি বজায় রাখিবার জন্য এই অসত্য প্রচার করিয়া থাকেন, তবে আর আমরা কিছু বলিব না, পরমেশ্বর ইহার বিচার করিবেন। এখন দেখা যাউক তাহাদের কথায় কতটুকু সত্য আছে।

প্রথমতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম:—হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কি বুঝায়? পরমেশ্বরকে নিরাকার, অনন্তস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী সত্ত্বাকে কল্পিত আকার ও সীমা বিশিষ্ট পরিমিত পদার্থে পরিণত করিয়া পুষ্প ও বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করা এবং তৎসমীপে ছাগ মহিষাদি বলিদান করাই কি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম? অথবা কালী, দুর্গা প্রভৃতি কল্পিত মূর্ত্তির পূজা ও বলিদান পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জবিহারী রসিক রাজ শ্রীকৃষ্ণ ও সাধ্বী সতী (?) শ্রীরাধার নাম জপ করাই কি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম? কিম্বা এই সমস্ত এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া কৌপিন পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া ব্যাঘ্র চর্ম্ম কুক্ষিতলে পরিয়া বনে বনে ভ্রমণ করার নাম কি হিন্দুধর্ম্ম? ইহার কোনটীকে হিন্দুধর্ম্ম বলিব? হিন্দু পূজা করেন কাহার? শালগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঢোঁক পর্য্যন্ত সকলেরই পূজা করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবর্ষ দূরের কথা, এই বঙ্গ দেশটী ভাল করিয়া বেড়াইলে দেখিতে

পাইবেন, হিন্দুধর্ম্মে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। কেহ বা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছেন, মায়া কৃষ্ণের সংকীর্ত্তনের রোলে মেদিনী কাঁপাইতেছেন, কেহ বা কর্ত্তাভজা দলে* যোগ দিয়া দুর্নীতি ও পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা তন্ত্রের মতে "বাধাবাব" অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের নামে সুরাপান ও ব্যভিচারে দেশকে রসাতলে ডুবাইতেছে। এই ভাবে এই বিস্তৃত হিন্দু সমাজের যাহার যাহা ইচ্ছা, ধর্ম্মের নামে সে তাহাই করিতেছে, সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া অসত্যকে গ্রহণ করিতেছে, পবিত্র সাধনার নামে হিংসা দ্বেষ, নরহত্যা† প্রভৃতি মহা পাপে দেশকে ভাসাইতেছে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের পার্থক্য, ঘোর বিদ্বেষ ও বিসদৃশ ভাব থাকিলেও ইহারা প্রত্যেকেই হিন্দু; তবে বলুন দেখি এখন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি? এইতো হইল হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা কিন্তু ধার্ম্মিক হিন্দু বলিলেন, "আমাদিগের ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট।" ছি! ছি! লজ্জাও হয় না? ধিক আমাদিগকে!

তার পর সমাজ:—হিন্দু! তুমি তোমার সমাজের গৌরব করিতেছ? কর! কিন্তু বলদেখি, এই যে বিংশতি বর্ষিয়া কুলিন কন্যা মলীন ভাবে অধোবদনে নির্জ্জনে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, উহার দুঃখের কারণ কে? তুমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানেও পশুর ন্যায় যত ইচ্ছা তত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, আর এই নিরপরাধিনী অবলা রমণী কি অপরাধ করিয়াছে যে, উহাকে চিরকাল অবিবাহিতা থাকিতে হইবে? কুলীনের গৃহে জন্ম গ্রহণ করাই কি উহার অপরাধ? আর এই যে অষ্টম বর্ষিয়া সবলা বালিকা এখনও সংসারের ভাল মন্দ, হিতাহিত, পাপ পুণ্যের জ্ঞান জন্মে নাই,—এখনও পুতুল লইয়া খেলা করে, সঙ্গিনীদের সঙ্গে দৌড়া দৌড়ি ছুটা ছুটি করিয়া বেড়ায়, কি অপরাধে উহাকে আজীবন তুষিসহ বৈধব্য যন্ত্রনার তুষাগ্নি দ্বারা দগ্ধিভূত হইতে হইবে? তোমরা চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করিয়া রসনাকে পরিতৃপ্ত করিবে, আর এই দুঃখিনী বালিকা এক সন্ধ্যা দুটী আতপান্ন আহার করিয়া ক্ষুধায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিবে; আবার একাদশী দিন তাহাও (এক বিন্দু জল

* এই দলের স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্র বসিয়া অতি জঘন্য, কুৎসিত ভাবের গান গাহিয়া থাকে, এবং দলাধিপতির নিকট আপনাদের দেহ মন বিক্রয় করাকে মুক্তির উপায় মনে করিয়া এইরূপ কাজ করিয়া থাকে।

† গোপালিক নামে এক শ্রেণীয় "কালীর" উপাসক আছে, তাহারা মনুষ্য হত্যা করিয়া সেই শবোপরি উপবেশন করত কালীর ধ্যান করিয়া থাকে এবং নরকপালে সুরাপান করিয়া থাকে। উহাদিগের উক্ত প্রকার আসনকে "কমলাসন" কহে।

নয়) পাইবে না। এই কি তোমাদের বিচার? ইহার নাম কি তোমাদের পূর্ণতা? ইহার নাম কি পবিত্র ব্রহ্ম চর্য্যা? না—কখনই না। ইহার নাম ঘোর অত্যচার, ইহার নাম ঘোর স্বার্থপরতা, ইহার নাম মহা পাপ। আজি তুমি সমাজেব কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছ, অবলাদিগের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পার, মলিনা কুলীন কামিনীদিগের নীরব অশ্রুপাতে আজি তোমার পাষাণ হৃদয় বিগালত হয় না, দুঃখিনী মর্ম্ম পীড়িতা অবলা বিধবাগণের আত্মনাদে আজি তোমার নিষ্ঠুর প্রাণে আঘাত লাগে না, অন্তঃপুর কারাবাসিনী রমনীদিগের যাতনায় আজি তুমি দৃকপাত কর না; আজি ইহাদিগের ক্রন্দন তোমার বধির কর্ণ শ্রবণ করে না; কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যে দিন তোমাকে এই অত্যাচারের ফল ভোগ করিতে হইবে। যাঁহার ন্যায় দণ্ড এই ত্রিভুবনকে সুনিয়মে শাসন করিতেছে, যিনি ধনী, দরিদ্র, মূর্খ সকলকে সমান চক্ষে দেখেন, অবলা দুঃখিনীদিগের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন তিনি শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট তোমার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ন্যায় রাজত্ব করিবে।

তোমাদের পরাক্রম হতভাগিনী রমণীদিগের নিকট; তোমাদের সামাজিক শাসন, উপবীত, জাতি ভেদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কুসংস্কার পরিত্যাগ কারী সত্যবাদীদিগের নিকট, কেননা তাহারা প্রকাশ্য ভাবে এ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চলে, তোমাদের সামাজিক শাসন বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট। কিন্তু সুরাপায়ী, বারাঙ্গনাসক্ত, গোপনে উইলসনের হোটেলে যাতায়াত কারী, মিথ্যাবাদী হিন্দুদিগের নিকট তোমরা মেষশাবক। অথবা স্বার্থের জন্য তোমরা না করিতে পার এমন কার্য্যই নাই। স্বার্থের জন্যই তোমরা কৌলিন্য, বাল্য বিবাহ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যা প্রভৃতির পক্ষপাতী; স্বার্থের জন্যই তোমরা ঘৃণিত জাতিভেদ প্রথা উল্লঙ্ঘনকারীদিগের উপর খড়্গ হস্ত।

ক্রমে অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে পরিধেয় বস্ত্র হস্তে লইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে যাইতেছে, সদ্য প্রসূত বৎসের ন্যায় একবার এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতেছে, উঁহাকে চেন?—[illegible] সনাতন আর্য্য ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মণ; [illegible] বিশিষ্ট সমাজের [illegible] পিশাচের [illegible] এখন [illegible] পাপ ধৌত করিতে [illegible] উঁহার সম্বন্ধে তোমরা একটি কথাও বলিবে কি? নিশ্চয়ই না। বরং আজি হইতে উঁহাকে সমাজে আরও উচ্চতর আসনে বসাইবে। কারণ উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে স্বীয় দুষ্কার্য্য অস্বীকার করিবে। কেমন অপক্ষপাতী তোমাদের সমাজ নীতি!! (?)

যে সমাজে দুঃখিনী অনূঢ়া কুলীন কন্যাদিগের নীরব, অশ্রুজলে ধরণী

সিক্তা হয়, যে সমাজের পাষাণ হৃদয় বাল বিধবাগণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বিগলিত হয় না, যে সমাজ সংসারা-ভিজ্ঞ বালিকা কুসুমকে স্বার্থান্ধ হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষীয় বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ (?) দিয়া চিরকালের জন্য তাহার সুখে জলাঞ্জলি দেয়, যে সমাজ ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিরোধ করিয়া ভ্রূণ হত্যারূপ মহা পাপের প্রশ্রয় দেয়, যে সমাজ সত্যবাদী সবল বিশ্বাসীকে উৎপীড়ন করিয়া জঘন্য পাপাচারীকে প্রশ্রয় দেয়, এক কথায় যে সমাজ সত্যের অবমাননা করিয়া অসত্যকে উচ্চ আসন দেয়, সে সমাজ যদি পূর্ণা-বয়ব বিশিষ্ট হয়, তবে অসভ্য সমাজ কাহাকে বলিব? সে সমাজ যদি পবিত্র হয়, তবে অপবিত্র সমাজ কাহাকে বলে? বিকৃত মস্তিষ্ক না হইলে আর কে এ সমাজের গৌরব করিবে? ধন্য ইংরেজ জাতি যে [illegible] ন ইং- [illegible] প্রচার [illegible] দিয়া- [illegible] খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মিল নাই, তবুও আমরা এ ধর্ম্মের নিকট ঋণী। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ইংরেজী শিক্ষাই আমা-দিগকে ঘৃণিত জাতি ভেদ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি জাতীয় উন্নতির অন্ত-রায় স্বরূপ কুপ্রথা পরিত্যাগ ও বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়াছে। আমরা যদি ইংরেজ জাতি ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এই উপকার অস্বীকার করি, তবে আমরা ঘোর অকৃতজ্ঞ।

এখনও সুসভ্য ইংরেজ জাতির নিকট আমাদিগের শিক্ষা করিবার এত বিষয় রহিয়াছে যে, সেই সকল বিষয় না শিখিলে এ অধঃপতিত সমাজ সংস্কৃত হওয়া অসম্ভব। তবে আমা-দিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যে আমরা ভাল বিষয় শিক্ষা করিতে যাইয়া যেন মন্দটা গ্রহণ না করি।

আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যাহারা এ হেন হিন্দু সমাজকে "পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট" দেখেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ বাক্য বীরের সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা সমাজের সংস্কারক, যাঁহারা এই পতিত সমাজের উদ্ধারের জন্য প্রাণ মন দিয়া খাটি-তেছেন, তাঁহারা আপনাদিগের অভাব বুঝিতে পারেন; তাঁহারা সমাজের এই দুর্গতি, এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত ও দুঃখে ম্রীয়মাণ।

বিবিধ।

উত্তাপ দ্বারা কাচ কাটিবার নিয়ম। শাল, শিশু, সুন্দরি ও তেঁতুল প্রভৃতি কোন শক্ত কাঠের একখান খুব পুরু কয়লা লইয়া তাহার অগ্রভাগ পেন্সি-লের মত সরু করিয়া, পরে কাচের যে স্থানে কাটিতে আরম্ভ করিতে হইবে সেখানে উকোর অগ্রভাগ বা অন্য কোন ইস্পাত নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা আঁচড় দিতে হইবে এবং কয়লার

অগ্রভাগ আগুনে ধরাইয়া ঐ আঁচড়ের উপর দিতে হইবে এবং সোজা বাঁকা তেড়া অর্দ্ধ গোলাকার বা অন্য যেরূপে কাটিতে ইচ্ছা হয় সেইরূপ করিয়া কাচের উপর দিয়া লইয়া যাইবে। টানিবার সময় আগুণের উপর ছাই পড়িলে সত্বর ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিবে, কারণ কয়লা খুব লাল রাখা চাই তাহা না হইলে কাচ যথেষ্ট গরম হইবে না এবং ইচ্ছা মত ভাঙ্গিবে না। ভাঙ্গিবার জন্য প্রথম যে আঁচড় দিবে তাহা একটি বিন্দু অপেক্ষা বড় হওয়ার প্রয়োজন নাই। দৈনিক।

কাগজের তৈল তুলিবার উপায়।—কাগজে চর্ব্বি, মোম, তৈল বা অন্য কোন তৈলাক্ত পদার্থ লাগিলে প্রথমতঃ কাগজ একটু গরম করিয়া চোষ কাগজ দ্বারা যতদূর পারা যায় শুকাইবে। পরে যেখানে ভাল করিয়া তৈল শোষে নাই ভোতা ছুরি দ্বারা সেই স্থানের তৈল উঠাইতে চেষ্টা করিবে; পুনরায় দাগী অংশে তাপ দিবে, এবং পরিস্কার তার্পিণ তৈল ফুটাইয়া তুলি ব্রুস দ্বারা ঐ গরম কাগজের তৈলযুক্ত অংশের দুই পিঠে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিবে। যতকাল একটু মাত্র তৈল লাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ এইরূপ করিবে। পুরু কাগজ লইলে কয়েকবার বেশী লাগাইবার আবশ্যক হয়। কেবল তৈল উঠিয়া গেলেই কাগজ সাদা হয় না, এমতে নিম্ন লিখিত উপায়ে সাদা করিতে চেষ্টা করিবে। অপর একখান ব্রুস বা তুলি দ্বারা সুরাসার (এলকেহল) দাগী অংশে লাগাইবে, কিনারায় ভাল করিয়া দিবে, কারণ ঐ খানে দাগ প্রায়ই রহিয়া যায়। এইরূপে খুব সাবধান হইয়া কাজ করিলে তৈল সম্পূর্ণ রূপে উঠিয়া যাইবে ও কাগজ যেমন সাদা ছিল তেমনি হইবে। ঐ স্থানে যদি সাধারণ কালির কোন লেখা থাকে তবে কোন পরিবর্ত্তনই হইবে না।

কৃত্রিম উপায়ে মোম প্রস্তুত করা। এদেশে মধুমাছির চাক হইতে মোম সংগ্রহ করা হয়। বিলাতেও ঐ প্রকারে মোম সংগ্রহ করা হয়—এদেশ হইতেও বিলাতে অনেক মোম রপ্তানি হইয়া থাকে। বিলাতে এদেশী মোমের মল্য অধিক। এজন্য সস্তায় মোম প্র[illegible]র একটী অতি সহজ উ[illegible]করিয়াছেন[illegible] কেল [illegible] মধ্যে কিছু মিউ[illegible] পদার্থ দিয়া উত্তম রূপে বোতলের [illegible] বন্ধ করিয়া শীতল স্থানে ৫। ৬ মাস রাখিয়া দিতে হইবে। পরে বোতল খুলিলে দেখা যাইবে উহার মধ্যে নারিকেল তৈল ঠিক মোম হইয়া রহিয়াছে। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা মোম সহসা দেখিলে কৃত্রিম মোম বলিয়া বোধ হয় না। মিউরেটিক এসিড প্রায় সকল ডাক্তারখানাতেই কিনিতে পাওয়া যায়।

জর্ম্মনীর বার্লীন নগরের অনতিদূরে একস্থানে জর্ম্মণ রাজ্যের এক গুপ্ত ধনাগার আছে, সেই ধনাগারের ভার ন্যাসনেল ডেট কমিসনের দুই জন সভ্যের হস্তে থাকে। এখানে ১২ কোটী মার্ক সঞ্চিত আছে। যদি কখন কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এই ধনাগার হইতে তখন ব্যয় করা হইবে।

—রেভঃ মিঃ হেগার্ট সাঁওতাল অঞ্চলে যে কার্য্য ক্ষেত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তথায় গত দুই বৎসর মধ্যে ১৯৬ জন লোক বাপ্তাইজ হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় সাঁওতাল।

—সম্প্রতি চার্চ্চ অব ইংলণ্ড জেনানা মিশন সোসাইটীর সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর ১২ জন নূতন মিসনরি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মচারীনীর সংখ্যা ৭৯ জন বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৫১ জন আসিষ্টাণ্ট মিস- [illegible] রিনী [illegible] নারী [illegible] বৎ- [illegible] সা- ইটীর হস্তে ২৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

অল্প দিন হইল পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেনে তিন আইন অনুসারে এক বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম নলিনী বালা। পাত্রের নাম বাবু কান্তিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; বাড়ী হালিসহর।

ইংলিশম্যান বলেন শ্রীযুক্ত মিলারের জীবন শেষের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেটসম্যান-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাইট সাহেবের মোকদ্দমার শেষ হইল না। মৃত মিলরের মানহানির মোকদ্দমার দায়ে, শ্রীযুক্ত নাইট এখন দায়রা সোপরদ্দ। গবর্ণমেণ্ট-পক্ষীর আইন ব্যবসায়ীগণ বলিয়াছেন, এ মোকদ্দমার প্রকৃত ফরিয়াদী এখন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া। কাজেই বর্দ্ধমান ষ্টেট ম্যানেজার মিলরের মৃত্যুতে ফরিয়াদী বিহনে মোকদ্দমার লোপ হইবে না। ইতিপূর্ব্বে, ষ্টেটস্‌ম্যান মোকদ্দমার শেষ হইল বুঝিয়া প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করিয়া কতকটা ক্ষমা চাহিয়াছেন।

বেলুচিস্থানে বড় গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে লস্‌বেলার জামের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছে। জাম ইংরাজের বন্ধু, ইংরেজ বন্ধুর পক্ষ সমর্থনের জন্য অবশ্যই সৈন্য প্রেরণ করিবেন। বেলুচিস্থানে গৃক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে ভারতের টাকা উড়িয়া যাইবে।

এত দিনের পর পুরাতন ফরাসী রাজবংশের নাম লোপ হইল। অর্লিন রাজবংশের বর্ত্তমান অধিনায়ক তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আর প্রিন্স নেপোলিয়ন তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স ভিক্টরের সহিত নির্ব্বাসিত হইলেন। আরলিন বংশের অধিনায়কের একটী ভ্রাতা এখন পারি নগরে থাকিতে আদেশ পাইলেন বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহারও ভাগ্যে নির্ব্বাসন ঘটিবে।

ছোট আদালতের জজ জোনস সাহেব

ছুটী লওয়াতে আকওয়ার্থ নামক একজন বারিষ্টার জজিয়তি পাইয়াছেন। পঞ্চম জজ রাজকৃষ্ণ সেন অতি বিচক্ষণ লোক, তাঁহাকে সে কাজ দেওয়া হয় নাই। ছোটলাটের আমলে শ্বেত কৃষ্ণে ভেদাভেদ কিছুতেই গেল না।

কলিকাতার কতকগুলি জোয়ান ভিক্ষুক ভিক্ষা পাইবার জন্য একজনের দরজা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছিল—বিচারে তাহাদের একদিনের কারাদণ্ড হইয়াছে। কলিকাতায় ভিক্ষুকের বড় দৌরাত্ম্যই হইয়াছে। পথে ঘাটে ছোট ছোট ছেলেগুলি পয়সা পয়সা বলিয়া পথিকদিগকে বড় বিপদগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন।

আমেরিকায় প্রায় গ্রামে গ্রামে সংবাদপত্র আছে। অনেক গণ্ডগ্রামের লোকেরা খবরের কাগজের দাম দেয় না, সম্পাদককে কেহ লবণ দেয়, কেহ তামাক দেয়, কেহ গম দেয়, কেহ আলু দেয়। যাহার যাহা সুবিধা সে তাহাই দেয়। কোন ব্যক্তি এক গণ্ডগ্রামে এক কাগজ বাহির করিয়াছিল। লোকে পয়সা কড়ি দিত না, অন্য কিছুও দিত না। কতকদিন পরে গ্রামস্থ লোকে একত্রিত হইয়া সম্পাদককে এক ছেড়া জামা দিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজওয়ালাদের অনেকের ভাগ্যে ার তাও জুটে না।

টোর যেরূপ সংবাদ দিয়াছেন, এবং সূত্রেও কত জানা গিয়াছে, যে সন বিষয়ে পার্লামেণ্টের অনুসন্ধানসমিতি বুঝি বসিল না। এ রহস্যের মর্ম্ম কি? অবশ্য কোন গূঢ় কথা থাকিবে। ভারতশাসনে যাহারা সংলিপ্ত, তাঁহারা এই কমিটি যাহাতে বসে, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আসল কথা, ভারতশাসন প্রণালী নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করিতে হইলে, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অনেক রহস্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া লোকের চক্ষুগোচর করিতে গবর্ণমেণ্ট কুণ্ঠিত। আমাদের সুযোগ [illegible]

[illegible] গবর্ণমেণ্ট স্বজাতিস্বার্থ আগে খুজিবেন, এ মূল নীতি ভারতশাসন প্রণালীতে চিরকাল প্রবর্ত্তিত থাকিবে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজের পারিতোষিক বিতরণের সময় এবার চৌদ্দ জন ছাত্রী উক্ত পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে। উক্ত মেডিকেল কলেজের হাত হইতে যাহারা ১৮৭৮ সালে

পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় সেই সকল ছাত্রীগণের মধ্যে মিসেস স্কারলিব ঐ কলেজেই ধাত্রী-শিক্ষার অধ্যাপনা করিতেছেন। মিস্ ডোরা হোয়াইট কিছু কাল হাই-দ্রাবাদে কাজ করিয়াছিলেন এবং নিজামের অন্তপুরের তত্ত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী পানো-পান উদয়পুরের রাজার অন্তপুরের নিমিত্ত ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তথাকার হাঁসপাতালস্থ রমণী ও শিশু-দিগের তত্ত্বাবধারক হইয়া আছেন। তৎপরে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতি ভ্যান ইঙ্গেল কলিকাতা [illegible] ফরিণের প্রতিষ্ঠিত [illegible] পাপ্ত হইয়াছেন। [illegible] আলোয়ারের [illegible] আছেন। [illegible] চিকিৎসা-[illegible] [illegible] হন। ও [illegible] লাগে [illegible] করিতে [illegible] সকলেই [illegible] ক বেশ [illegible] করিতে-[illegible]ন।

বিলাতের মৃত মহাত্মা এসটন লেভার সাহেব মরা পাখী তাজা রাখি-বার যে একটী মুষ্টিযোগ বলিয়াছেন তাহা আমরা লিখিতেছি। সেটী এই;—অর্দ্ধসের লবণ, অর্দ্ধ পোয়া কটকিরি ও এক ছটাক গোলমরিচের গুড়া একত্র করিবে। অন্যান্য প্রক্রিয়া ঠিক উপরি লিখিত মত করিতে হইবে, কিন্তু দ্রবের ব্যবহার ও শুকাইবার নিয়ম অন্যরূপ। তিনি বলেন উত্তম বায়ু প্রবাহিত স্থানে পাখায় পা বান্ধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে এরূপ করিলে লবণ উত্তম রূপে উহার শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পরে একটি সূত্র চঞ্চুতে পরাইয়া সূর্য্যোত্তাপে বা অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া দিবে।

—খলীন নামে এক মোসলমান কলি-কাতায় গোলতালায় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া থাকে। সে একবার মোসল-মান ধর্ম্মের পক্ষে বক্তৃতা করে এক-বার খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছি বলিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করে। কিছুদিন হইল সে ব্যক্তি বিশপের কালেজে গিয়া বাপ্তাইজ হইয়াছিল। বাপ্তাইজ হইয়া গোলতালায় প্রচার করিত। কিছু-দিন প্রচার করিয়া আবার সে মোসল-মান হয়। যে দিবস সে মোসলমান ধর্ম্ম পুনঃ গ্রহণ করে সে দিন মোসল-মানেরা তাহাকে একখানি কেদারায় চড়াইয়া মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া-ছিল। আবার সে বলিতেছে খ্রীষ্টী-য়ান হইয়াছি। এক্ষণে আবার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে।

আর একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। সম্প্রতি আন্দুলের সন্নিকট কন্দর্পগ্রামে জনৈকা ১৪ বর্ষীয়া যুবতীর অতি নিষ্ঠুর-রূপে হত্যা হইয়া গিয়াছে। পুলিশের তত্ত্বাবধানে হত্যাকারীরা ধৃত হইয়াছে। এই প্রকার জনশ্রুতি যে, যুবতীর [illegible] সতীন ও সতীনের পিতা [illegible] আর [illegible] স্পর্শের দ্বারাই এই ভয়ঙ্কর [illegible] সম্পাদিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক ইহার পরিণাম কি হয়.